মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২০ ॥ ০৬ মে ২০২৫ ॥ ২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৭ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

কাতার সফর শেষে দেশে ফিরলেন সেনাপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : কাতার সফর শেষে সোমবার (৫ মে) দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) সহকারী পরিচালক রাশেদুল আলম খান সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান। সফরকালে তিনি কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, কাতার সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর উপ-প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন।

আগামী দুই মাসের মধ্যেই কৃষিজমি সুরক্ষা আইন পাস হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী দুই মাসের মধ্যে কৃষিজমি সুরক্ষা আইন পাস করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেছেন, আগামী দুই মাসের মধ্যেই কৃষিজমি সুরক্ষা আইন পাস করতে পারবো।

আদালত আমাদের সেকেন্ড হোম হয়ে গেছে: গয়েশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি নেতাদের জন্য আদালত 'সেকেন্ড হোম' হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। সোমবার (৫ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ পেশাজীবী জোট কর্তৃক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, কোর্ট আমাদের সেকেন্ড হোম হয়ে গেছে।

শুক্রবার আসছে ছাত্রদের আরও এক রাজনৈতিক দল

স্টাফ রিপোর্টার : আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দল 'ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ' (আপ বাংলাদেশ)। শুক্রবার (৯ মে) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক এ যাত্রা শুরু হবে। এ বিষয়ে আপ বাংলাদেশের প্রধান উদ্যোক্তা আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, ৯ মে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের দলটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। যেখানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধারা উপস্থিত থাকবেন। তাদের উপস্থিতিতেই এ কমিটি ঘোষণা করা হবে। এ ছাড়াও জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন অংশীজনসহ আপ বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠকরা উপস্থিত থাকবেন। এর আগে গত মার্চে ফেসবুক পোস্টে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আনার ঘোষণা দেন সদ্য বিলুপ্ত জাতীয় নাগরিক কমিটির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ। পরে গত ১০ এপ্রিল ফেসবুকে আরেক পোস্টে সেই প্ল্যাটফর্মের নাম 'ইউনাইটেড পিপলস

২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নিকট স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। -পিআইডি

স্বাস্থ্য ক্যাডার পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস করার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : সর্বজনীন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতের সঙ্গে এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে অংশিদারত্বের ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে সেবার ব্যবস্থাপনা করতে হবে বলে মনে করে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন। পেশাদারত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (বিএইচএস) গঠন করার সুপারিশ করেছে কমিশন। একটি অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে এটি করা সম্ভব বলে মনে করে এই কমিশন। সোমবার (৫ মে) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট ক্যাডারগুলোকে পুনর্গঠনপূর্বক একটি পেশাভিত্তিক, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক পৃথক এবং স্বাধীন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে, যার নেতৃত্বে থাকবে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় ও একজন মুখ্য সচিব মর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসক। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস গঠন প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসের অধীনে তিনটি খাত ক্লিনিকাল সেবা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাড়ৃ পরিচালনা করবেন সংশ্লিষ্ট উপপ্রধান ও মহাপরিচালকরা। বিভাগীয় পর্যায়ে ১১টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ, বাজেট ও পরিকল্পনায় আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা দিয়ে কার্যকর, স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রস্তাবিত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য অর্থনীতি, নার্সিং, তামাক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর, ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)কে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সঙ্গে একীভূত করা হবে। এইসব সংস্থার সেবা প্রস্তাবিত বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস-এর সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য অধিদফতরগুলোর সঙ্গে উপযুক্তভাবে একীভূত করা হবে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস স্বাস্থ্য ক্যাডারকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত ক্যাডারে রূপান্তর করার কথা বলা হয়েছে। এই ক্যাডারটি বিচারিক ক্যাডারের ন্যায় একটি স্বাধীন সিভিল সার্ভিস ক্যাডার হবে এবং এর নাম হবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিসেস। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরিবার পরিকল্পনা (সাধারণ) কর্মকর্তাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম কমিশনের প্রস্তাবিত নতুন ক্যাডারে একীভূত করা হবে। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের সেবায় শিক্ষা, দক্ষতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে একীভূত করা হবে। তাদেরও বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। প্রতিবেদনে গ্রামে এবং শহরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক সেবা চিকিৎসক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। গ্রামে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-উপকেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র একত্র করে এবং শহরে

গ্রামে এবং শহরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক সেবা চিকিৎসক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় একদিনে আরও ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় একদিনে কমপক্ষে আরও ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও শতাধিক। হতাহতের সংখ্যা বাড়ার শঙ্কা রয়েছে। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় পড়ে থাকলেও উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে রোববার (৪ মে) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে আরও ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যার ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ভূখণ্ডটিতে মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫২ হাজার ৫৩৫ জনে পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি আক্রমণে আহত হয়েছেন অন্তত ১২৫ জন। তাদেরকে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গত ১৮ মাসের বেশি সময় ধরে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় আহতের সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ১৮ হাজার ৪৯১ জনে পৌঁছেছে। হামাস নিধনের অযুহাতে ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। দীর্ঘ ১৫ মাস বর্বর হত্যাযজ্ঞের পর যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় দখলদাররা। তারপর প্রায় দু'মাস গাজায় কম-বেশি শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রশ্নে হামাসের মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের তৃতীয় গত সপ্তাহ থেকে ফের গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে শুরু হওয়া ইসরায়েলি বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৪৩৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৬ হাজার ৪৫০ জন আহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ

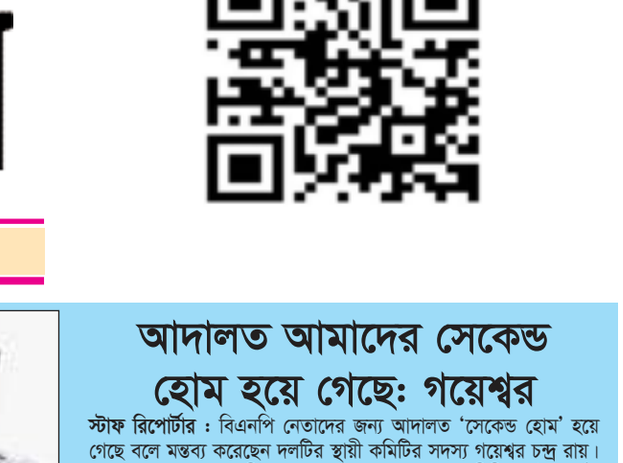

ভারতকে ভয় দেখাতে আরও এক শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা ঘিরে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। ঘটনার পর থেকেই পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, পদক্ষেপ আর হুমকি-ধমকিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি; দানা বাঁধছে যুদ্ধের ভীতি। যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সীমান্তে নিয়মিত মহড়ার পাশাপাশি একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাচ্ছে পারমাণবিক শক্তিধর দুই দেশ; যেমনটা ঘটেছে সোমবারও (৫ মে)। এদিন আরও একটি শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান। খবর দ্য ডনের। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটি বলছে, সোমবার সফলভাবে ফাতাহ সিরিজের ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য একটি ক্ষেপণাস্ত্রের প্রশিক্ষণমূলক উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করেছে পাকিস্তান। চলমান সামরিক মহড়া

২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে ইমাম রইস উদ্দিন হত্যার বিচার দাবি, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী ছাত্র সেনার সাবেক নেতা, মসজিদের ইমাম মাওলানা রইস উদ্দিনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ কর্মসূচি দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে। সড়ক অবরোধের কারণে যানবাহন আটকে পড়ে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে আটক করেছে। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ বহদ্দারহাট-মুরাদপুর সড়ক সকাল ৯টা থেকে মাওলানা রইস উদ্দিনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন

২-এর পাতায় দেখুন

কলাবাগান থানার ওসি ও দুই এসআই প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে রাজধানীর কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তারুজ্জামান এবং দুই উপ-পরিদর্শক (এসআই) বেলাল ও মান্নানকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপি মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলাবাগান থানার ওসির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সহায়তায় চাঁদাবাজি, ভাঙচুর, লুটপাট এবং অর্থ আদায়ের অভিযোগ আনেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ফিকামলি তত্ত্বের প্রবর্তক ড. আব্দুল ওয়াদুদ। ডিএমপি কমিশনার বরাবর লিখিত

২-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্ট প্রঙ্গণে ব্যারিস্টার রাজ্জাকের জানাজা

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের বড় ছেলে ব্যারিস্টার এহসান আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী এই জানাজার নামাজ পড়ান। জানাজার নামাজের আগে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের ছোট ছেলে ইমরান আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী তার প্রয়াত বাবার জন্য সবার কাছে দোয়া চান। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের জানাজায় অংশ নেন- সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী

২-এর পাতায় দেখুন

২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে গণহত্যার বিচার নিশ্চিতের দাবিতে সোমবার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা মানবপ্রাচীর কর্মসূচি পালন করে।

তুরিন আফরোজের মা-ভাই উত্তরার বাড়িতে থাকতে পারবেন: আপিল বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজের মা ও ভাই গতকাল সোমবার থেকে তাদের উত্তরার নিজ বাসায় বসবাস করা নিয়ে বিচারিক আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে উত্তরার ওই বাড়িতে তুরিন আফরোজের মা শামসুন্নাহার বেগম ও ভাই শিশির আহমেদ শাহনেওয়াজ আহমেদ বসবাস করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। একইসঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। গতকাল সোমবার বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে তুরিন আফরোজের মা ও

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতকে পূর্ণ শক্তিতে জবাব দিতে প্রস্তুত পাকিস্তান!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে তলানিতে এসে ঠেকেছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, পদক্ষেপ আর হুমকি-ধমকিতে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা দুদেশের মধ্যে। কাশ্মীর সীমান্ত থেকে নিয়মিতই আসছে দুদেশের সেনাদের সংঘাতের খবর। এরই মধ্যে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, যেকোনো সময় ভারত সামরিক আগ্রাসন শুরু করতে পারে বলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে তাদের কাছে। আর এমনটা সত্যিই ঘটলে পাকিস্তানও পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার জবাব দেবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন রাশিয়ায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ খালিদ জামালি। সোমবার (৫ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শনিবার (৩ মে) রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরটি-এতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খালিদ জামালি বলেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন পরিচালনার পরিকল্পনা করছে ভারত। বেশি কিছু এমন নথিপত্র ফাঁস হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট যে পাকিস্তানের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এটা ঘটতে চলেছে এবং এটা আসন্ন। রাশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারত যদি পাকিস্তানে আক্রমণ করে বা গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রবাহ ব্যাহত করে, তবে পাকিস্তানও পূর্ণ শক্তি দিয়ে জবাব দেবে। প্রচলিত এবং

২-এর পাতায় দেখুন

শাপলা চত্বরে নিহত ৯৩ জনের নাম প্রকাশ করল হেফাজত

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে নিহতদের মধ্যে ৯৩ জনের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। তালিকাটি প্রাথমিক খসড়া এবং এ সংখ্যা যাচাই-বাছাইয়ের পর আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্বে থাকা কেফায়েতুল্লাহ আজহারী। তিনি বলেন, এ তালিকা প্রাথমিক। তথ্য যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান চলছে। চূড়ান্ত করতে

২-এর পাতায় দেখুন

মহাসড়কে থামছে না ডাকাতি পশু ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মহাসড়কগুলো নিরাপদ রাখতে কাজে আসছে না পুলিশের নানাবিধ পদক্ষেপ। জনসচেতনতায় মাইকিং, পোস্টারিং, অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা, নিরাপত্তা টহল বাড়িয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না ছিনতাই-ডাকাতি। দিনের যাত্রাও নিরাপদ নেই। কোরবানির ঈদ সামনে রেখে আতঙ্কে ভুগছেন পশু ব্যবসায়ীরাও। হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, জনবল কম থাকায় বাড়তি ফোর্স নিয়ে মহাসড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। একাধিক টিমে বিভক্ত হয়ে কাজ করছেন তারা। মাইকিং, পোস্টারিং করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। গভীর রাতে চলছে টহল। দেশের আটটি মহাসড়কের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫০ কিলোমিটারজুড়ে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা। এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, টহল আর তদারকির মধ্যেও মহাসড়কে ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঠেকানো যাচ্ছে না। মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নারী যাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে। চলন্ত বাসে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানো যেন এখন সৌভাগ্য। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় বাসচালক ও সহকারীর জড়িত থাকার প্রমাণও পেয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। হাইওয়ে পুলিশ বলছে, ৫ আগস্টের পর অনেক মামলার আসামির জামিন হয়েছে। জামিনে বের হওয়া ডাকাতদের তৎপরতা বেশি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত খবর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেশের বেশিরভাগ মহাসড়কে ডাকাতি ও ডাকাতিচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতদলের হানায় আহত হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। তবে ডাকাতির ঘটনা অনেক হলেও মামলা এবং গ্রেফতারের সংখ্যা কম। এদিকে আসন্ন ঈদুল আজহা কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশুবাহী পরিবহন ঢাকায় আসবে। এসব পরিবহনে ডাকাতির

২-এর পাতায় দেখুন

হাসনাতের গাড়িতে হামলার ঘটনায় আ.লীগের ৫৪ নেতাকর্মী আটক

গাজীপুর প্রতিনিধি : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর গাড়িতে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৫৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তারা সবাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। সোমবার (৫ মে) গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) রবিউল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রোববার সন্ধ্যায় এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহর ওপর হামলার পরপরই দোষীদের শনাক্ত ও আটকে পুলিশের একাধিক দল অভিযানে নামে। অভিযানের ধারাবাহিকতায় রাতভর বিভিন্ন

২-এর পাতায় দেখুন

ইতালি যেতে অপেক্ষমাণ ৫০ হাজার কর্মীর ভাগ্য নির্ধারণ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈধ পথে উন্নত জীবনের আশায় ইতালির ভিসার জন্য অপেক্ষায় আছেন প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমাণ এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে গতকাল সোমবার (৫ মে)। কারণ দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাতেও পিয়ান্তেদোসি। সফরে ভিসা জটিলতা ও বৈধ অভিবাসন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ

২-এর পাতায় দেখুন

বাড্ডার ইস্টার্ন হাউজিংয়ে পশুর হাট বসানো যাবে না: হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) বাড্ডা ইস্টার্ন হাউজিংয়ের আফতাবনগরের দুটি ব্লক এবং স্যানভ্যালির আংশিক জায়গায় ঈদুল আজহা উপলক্ষে অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। স্থানীয় এক বাসিন্দার করা রিটের শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসেন (হুসাইন আনোয়ার) ও আইনজীবী মোহাম্মদ আলী খান। এর আগে গত ২৯

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ০৬ মে ২০২৫ ॥ ২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

১৬ বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কতটা সফল বিএনপি?

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গত ১৬ বছরের কঠোর দমন-পীড়ন, নির্যাতন-নিপীড়ন, গুম-খুন, হামলা, মামলা ও গণগ্রেফতারে বিপর্যস্ত ছিল বিএনপি। দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সাজা দিয়ে বন্দি করে রেখেছিল কারাগারে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচারে ছিল নিষেধাজ্ঞা। এমনকি বিএনপি নেতাদের বক্তব্য ও আন্দোলন-কর্মসূচির সংবাদ প্রচারেও ছিল বিধিনিষেধ। ফলে বিএনপি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ডিজিটাল জগতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হয়ে ওঠে বিকল্প মঞ্চ। কিন্তু এই ভার্চুয়াল রাজনীতি আর কতদিন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানান প্রশ্ন। ভাঙা মাঠের রাজনীতির বিকল্প ২০০৭ সালের এক-এগারোর পর বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক দমন-পীড়নের কারণে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল দলটির।

বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বিএনপির রাজপথ কার্যত শূন্য হয়ে পড়ে। এই শূন্যতা পূরণ করতে দলের নেতাকর্মীরা প্রথমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পরে কিছুটা সংগঠিতভাবে বেছে নেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটিক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার (বর্তমানে এক্স), হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামসহ আরও কয়েকটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। ফেসবুক ও ইউটিউবে লাইভ, টুইটার ক্যাম্পেইন, টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ব্যবহার এখন বিএনপির দৈনন্দিন যোগাযোগের অপরিহার্য অঙ্গ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মাঠের অনুপস্থিতি ঘোঁচানোর জন্য বিএনপি কার্যত ভার্চুয়াল মাঠ তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিদিন কথার মিছিল হয়। বিপ্লবের হাতিয়ার নাকি বিশৃঙ্খলার হাতছানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিএনপিকে কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা দিলেও এর ব্যবস্থাপনার অভাব আজ দলের জন্য বড় ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। প্রথমত, সংগঠিত বার্তা দেওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিপর্যায়ের মতামত নির্ভর প্রচারণা দলে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, গুজব ও যাচাই-বিহীন তথ্য ছড়ানোয় দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে নেতা-নেত্রীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সরাসরি ফেসবুক পোস্ট বা ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে, যা দলীয় শৃঙ্খলাবোধের অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, যেখানে দলের নিজস্ব বার্তা সংগঠিত করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা, সেখানে বিএনপির অনেক নেতাকর্মী নিজেরাই আলাদা মঞ্চ তৈরি করে ফেলছেন। ফলে জনগণের কাছে দলের অবস্থান অস্পষ্ট বা বিতর্কিত হয়ে উঠছে। সাফল্যের গল্প ও সীমাবদ্ধতা নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সফলতা দেখিয়েছে। যেমন: মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে বা দেশে নির্যাতনের অভিযোগ প্রচারে ডিজিটাল প্রচার কার্যকর হয়েছে। বিশেষ করে ৭-এর পাতায় দেখুন

এপ্রিলে ৭ ব্যাংকের মাধ্যমে এক টাকাও রেমিট্যান্স আসেনি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ইতিহাসে রেকর্ড ৩.২৯ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল ঈদের আগের মাস মার্চে। ঈদের পরেও রেমিট্যান্সের গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে এপ্রিলের পুরো সময়ে কোনো রেমিট্যান্সই আসেনি ৭ ব্যাংকের মাধ্যমে। সদ্য বিদায়ী এপ্রিল মাসের পুরো সময়ে এসেছে ২.৭৫ বিলিয়ন (২৭৫ কোটি ২০ লাখ ডলার) ডলারের রেমিট্যান্স। এটি দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ ৩৩ হাজার ৫৭৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আর প্রতিদিন এসেছে প্রায় ৯ কোটি ১৭ লাখ ডলার বা ১১১৯ কোটি টাকার বেশি। এসেছে দেশে। যা গত বছরের একই মাসের (এপ্রিল, ২০২৪) চেয়ে ৭০ কোটি ডলার বেশি এসেছে। গত বছরের এপ্রিলে এসেছিল ২০৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চেয়ে প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ৯৯২ কোটি ডলার। আর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) এসেছে ২ হাজার ৪৫৪ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসের চেয়ে চলতি অর্থবছরের একই সময়ে প্রায় সাড়ে ৫ বিলিয়ন (৫৪২ কোটি ডলার) ডলার বেশি এসেছে। আর সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৮ দশমিক ৩০ শতাংশ।

যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে আসেনি রেমিট্যান্স: সদ্য বিদায়ী এপ্রিল মাসের পুরো সময়ে ৭ ব্যাংকের ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আরও দক্ষ কর্মী নিয়োগের আহ্বান ড. আসিফ নজরুলের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আরও দক্ষ কর্মী নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। রোববার রিয়াদে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে সৌদি আরবের মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার ড. আবদুল্লাহ বিন নাসের আবুথনাইনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় এক বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে। বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা সৌদি আরবে ২০৩০ সালে ওয়ার্ল্ড এক্সপো, ২০৩৪ সালে ফিফা বিশ্বকাপসহ মেগা ইভেন্ট আয়োজন এবং মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ কর্মী নিয়োগের আহবান জানান। এছাড়া তিনি ওয়ার্ক ভিসা প্রদানের পূর্বে নিয়োগকর্তার সক্ষমতা ও কাজের সুযোগ আছে কিনা তা যাচাই করা, সৌদি আরবে আগমনের পূর্বে অনলাইনে নিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর, সৌদি শ্রম আইন, শ্রম সংস্কৃতি এবং অন্যান্য জরুরি বিষয় সম্পর্কে নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। ড. আসিফ নজরুল বাংলাদেশে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) পরিদর্শনের জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রয়োজনে এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুধু সৌদিগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিষয়েও তার আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সৌদি আরবে কারিগরি ও ভাষাগত দক্ষতার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্যও অনুরোধ জানান। যাতে তারা দেশে ফিরে সৌদিগামী কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। সপ্তম বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্মেলনে উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দেলওয়ার হোসেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। ড. আসিফ নজরুল বলেন, উন্নয়নশীল দেশের কল-কারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তারক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে না। তিনি বিশ্বব্যাপী অনিবন্ধিত ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখার জন্য আইএলওসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নত বিশ্বকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করার জন্য ৭-এর পাতায় দেখুন

ফয়জুল করীমের মেয়র ঘোষণার আবেদন খারিজ

বরিশাল প্রতিনিধি : ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীমের বরিশালের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মেয়র ঘোষণার আবেদন খারিজ করেছেন আদালত। সোমবার (৫ মে) দুপুর সাড়ে ১২টায় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ মো. হাসিবুল হাসান এ আদেশ দেন। ফয়জুল করীমের আইনজীবী শেখ আবদুল্লাহ নাসির জানান, ঘটনার পর বহুদিন অতিবাহিত হওয়ায় মামালাটি গ্রহণের পর্যায়ে না থাকাসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আদালত আবেদন খারিজ করেছেন। তবে এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানান তিনি। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক কে এম শরীয়াতুল্লাহ বলেন, ন্যায় বিচার পেতে এ বিষয়ে শিগগিরই উচ্চ আদালতের দারস্ত হবো। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ইসলামী ৭-এর পাতায় দেখুন

দিনের ভোট রাতে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর: সিইসি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : এবার আর দিনের ভোট রাতে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। সোমবার (৫ মে) সকালে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে ময়মনসিংহ অঞ্চলের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। সিইসি বলেন, আমরা সারাদেশের নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতার জন্য শপথ করিয়েছি। রমজানের প্রথম দিনে তারা হাত তুলে শপথ করেছেন যে কারো দ্বারা তারা প্রভাবিত হবেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইন-কানুন মেনে তারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন। অতীতে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের কর্মকর্তারা সে লক্ষ্যেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইয়িনি বলেন, এবার আর দিনের ভোট রাতে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সুন্দর নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আঠারো কোটি মানুষের দায় নিয়ে আমি মরতে চাই না। যা করবো সহি নিয়তে, সঠিকভাবে আইন-কানুন মেনে করবো। বিবেকের দায় নিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং করবো, ইনশাল্লাহ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসতে পারবে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে এএমএম নাসির উদ্দীন বলেন, যেটা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে বিতর্ক চলে, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে রাজনীতি পরিহার করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এজন্য অনেকেই আমাদের উপর মন খারাপ করেছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো আমরা মানছি না বলে অনেকেই আমাদের দায়ী করছেন। যে ৭-এর পাতায় দেখুন

অটোরিকশায় ওড়না পেঁচিয়ে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর রামপুরার আফতাবনগরে অটোরিকশার চাকার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আজরাত সাদিয়া (২৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ভাই মো. তানজিম নওশাদ জানান, আমার বোন কিশোরগঞ্জ কলেজে শিক্ষার্থী ছিল। আফতাবনগরে পাসপোর্ট অফিসে কাজ শেষে অটোরিকশায় করে মেজো বোনের বাসায় কালাচাঁদপুরে যাওয়ার জন্য অটোরিকশায় ওঠে। যাত্রাপথে চাকার সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর ৭-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কারের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে: ইইউ রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক রূপান্তর বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবে। তবে নির্বাচনের আগে সংস্কার কাজের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে বলে মনে করেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। সোমবার (৫ মে) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত 'ডিক্যাব টকে' তিনি একথা বলেন। রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'ইইউ মনে করে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক রূপান্তর বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবে এবং আমরা নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কোনও চাপ দিচ্ছি না। আমরা মনে করি, সংস্কার কাজের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। এর জন্য ন্যাশনাল কনসেনসাস কমিটি কাজ করছে এবং দেখা যাক, কতটুকু ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।'

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা জাতিসংঘের রিপোর্টকে সমর্থন করি। তাদের রিপোর্ট অত্যন্ত পরিষ্কার। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছেড় বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা অপরাধ করেছে, তাদের বিচারের মুখোমুখি করা। এখানে দায়বদ্ধতা ৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের সঙ্গে হাজী সেলিমের চিল্লাহল্লা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক শাহবাগ থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিমকে। এদিন তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আদালতের কাঠগড়ায় আনা হয়। কাঠগড়ায় থাকা অবস্থায় ও হাজতখানার দিকে নেওয়ার পথে পুলিশের সঙ্গে চিল্লাহল্লা করেন তিনি। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্রের আদালত ও আদালত প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। এদিন সকাল ১০টা ১০ মিনিটের দিকে ঢাকার সিএমএম আদালতের এজলাসে হাজী সেলিমকে হাজির করা হয়। পরে আদালতের কাঠগড়ায় রাখা হয় তাকে। এ সময় তার হাতে পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা দেখা যায়। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে এক পুলিশ সদস্য পত্রিকার পৃষ্ঠাটি হাজী সেলিমের হাত থেকে নিতে গেলে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। বাকশক্তি হারিয়ে বোবা হয়ে যাওয়া হাজী সেলিম চিল্লাতে থাকেন পুলিশ সদস্যকে লক্ষ্য করে। পরে তার ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকাসহ ৬ বিভাগে বজ্রবৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ছয় বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার (৫ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে আজ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপামাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। মঙ্গলবারের (৬ মে) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এদিন সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের দু-এক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা ৭-এর পাতায় দেখুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকা রুটে চলাচলকারী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি সোমবার সকালে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়।

আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে চিন্ময় দাসকে

স্টাফ রিপোর্টার : কারাগারে আটক সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানো হয়েছে। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামের ষষ্ঠ মহানগর হাকিম এস এম আলাউদ্দিন ভার্চ্যুয়াল শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে গত রোববার আইনজীবী আলিফ হত্যা, পুলিশের কাজে বাধাদান, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলাসহ চার মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে আবেদন করেন। এর মধ্যে গতকাল সোমবার আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলাটি ভার্চ্যুয়াল শুনানি শেষে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। বাকি তিন মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আবেদনের ওপর শুনানি আজ মঙ্গলবার ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা ৭-এর পাতায় দেখুন

নানামুখী চাপে টিকতে পারছে না বেসরকারি এয়ারলাইন্স

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েক বছর ধরে নানামুখী চাপে থাকা বেসরকারি এয়ারলাইন্স নভোএয়ার গত ২ মে ফ্লাইট পরিচালনা সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। নভোএয়ার সংশ্লিষ্টরা জানান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (বেবিচক) মৌখিকভাবে দুই সপ্তাহ ফ্লাইট বন্ধ রাখার কথা জানালেও আদৌ আবার অপারেশনে ফিরতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাদের। কারণ, বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের ইতিহাসে সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া কোনো এয়ারলাইন্স পরে আর অপারেশনে ফিরতে পারেনি। বেসরকারি এয়ারলাইন্স বন্ধের ঘটনা এটিই বাংলাদেশে প্রথম নয়। গত ২৬ বছরে মোট ১০টি যাত্রীবাহী এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়েছে। কোনো বেসরকারি এয়ারলাইন্সই ১৩-১৪ বছরের বেশি টিকতে পারেনি। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি এয়ারলাইন্স হিসেবে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট শুরু করে 'অ্যারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্স'। তবে অতিরিক্ত ল্যান্ডিং ও পার্কিং চার্জ (ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফটের সমান) এবং ওয়েটিং চার্জ বেশি থাকায় ৪ বছরের মাথায় ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এয়ারলাইন্সটি। এরপর ১৯৯৭ সালে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা 'এয়ার পারাবত' বন্ধ হয় ২০০১ সালে। ২০০৭ থেকে দুই বছর ফ্লাইট পরিচালনা করে বন্ধ হয় 'বেস্ট এয়ার'। ২০০৫ সালে চালু হয় 'এয়ার বাংলাদেশ' এবং ২০০৭ সালে চালু হয় 'রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইন্স'। অব্যাহত লোকসানের কারণে এ দুটি এয়ারলাইন্সও বন্ধ হয়ে যায়। ইউনাইটেড-জিএমজি-রিজেন্টের কফিনে শেষ পেরেক মেরেছে 'সারচার্জ'

বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সগুলোর মালিকেরা বলছেন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বকেয়া পাওনার ওপর মাত্রাতিরিক্ত সারচার্জের কারণে অনেক এয়ারলাইন্স দেনা শোধ করতে পারছে না। দেনার চাপে তারা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। সময়মতো পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে সারচার্জ দিয়ে পাওনা পরিশোধের নিয়ম অনেক দেশেই আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বেবিচকের হার অনেক বেশি। বর্তমানে বেবিচকের বকেয়ার ওপর মাসে ৬ শতাংশ হারে বছরে মোট সারচার্জ দিতে হচ্ছে ৭২ শতাংশ। কয়েকটি দেশের সিভিল এভিয়েশনের ওয়েবসাইট ঘেঁটে জানা যায়, সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশে বার্ষিক সারচার্জ ৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ১২ শতাংশ, ওমানে ১০ শতাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

সুন্দরবনে মহাবিপন্ন কচ্ছপের ৬৫ বাচ্চার জন্ম

বাগেরহাট প্রতিনিধি : সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে মহাবিপন্ন বাটাগুর বাসকা প্রজাতির কচ্ছপের ডিম ফুটে জন্ম নিয়েছে ৬৫টি বাচ্চা। সোমবার (৫ মে) সকালে বাচ্চাগুলোকে তুলে কেন্দ্রের কচ্ছপ

লালন-পালন কেন্দ্রর সংরক্ষণ প্যানে রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন করমজল প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজাদ কবির। তিনি বলেন, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি কচ্ছপ ৮২টি ডিম দেয়। পরে সেগুলো সংগ্রহ করে বালুর মধ্যে রাখা হয়। নিবিড় পরিচর্জার পর কেন্দ্রের পুকুর পাড়ের স্যান্ডবিচে রাখা সেই বাটাগুর বাসকা প্রজাতির কচ্ছপের ডিম থেকে সোমবার সকালে ফুটে বের হয় ৬৫টি বাচ্চা। এসব বাচ্চাদের প্যানে রেখে লালন-পালনের পর ছাড়া হবে বড় পুকুরে। বাটাগুর বাসকা সম্পর্কে বাংলাদেশ বন বিভাগের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা জোহরা মিলা বলেন, বাটাগুর বাসকা বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপ। ২০০০ সালের দিকেও বন্যপ্রাণী গবেষকরা মনে করতেন, কচ্ছপের এই প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ২০০৮ সালে বাংলাদেশে বরিশাল-নোয়াখালীতে ৮টি বাটাগুর বাসকা পাওয়া যায়। তারপর থেকেই প্রাণীটির বিলুপ্তি ঠেকাতে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান এবং সুন্দরবনের করমজল পর্যটন ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বন বিভাগ। তিনি বলেন, এই কচ্ছপটি মাংসাশী। এটি ছোট উদ্ভিদ, শামুক, ক্রাস্টেশিয়ান, ছোট মাছ ও কেওড়া গাছের ফল খেয়ে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। তাদের আয়ু ২০০ থেকে ৩০০ বছর। কিন্তু বাটাগুর বাসকার গড় আয়ু ৪০ বছরের মতো। প্রতিটি বাটাগুরের ওজন ১৮ থেকে ২০ কেজি হয়ে থাকে। পৃথিবীতে শুধু বাংলাদেশেই ৪৫৮টির মতো বাটাগুর বাসকা কচ্ছপ রয়েছে। উল্লেখ্য, ৭-এর পাতায় দেখুন

সাগরের মাঝে ভয়ানক আলকাট্রাজ কারাগার ফের চালুর নির্দেশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের মাঝে অবস্থিত ভয়ানক আলকাট্রাজ কারাগার পুনরায় চালুর নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রায় ছয় দশক আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারাগারটিকে কুখ্যাত ও দাগী অপরাধীদের জন্য আধুনিকভাবে সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করে আবারও চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রোববার (৪ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় রুশ বার্তাসংস্থা তাস।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ এক বিবৃতিতে ট্রাম্প লিখেছেন, আলকাট্রাজ পুনর্নির্মাণ করুন এবং খুলে দিন! বহুদিন ধরে আমেরিকা সহিংস ও ধারাবাহিক অপরাধীদের দ্বারা জর্জরিত। এরা সমাজের জঞ্জাল, যারা সমাজে কেবল দুঃখ ও দুর্ভোগই বয়ে আনে। তিনি লিখেন, অতীতে, যখন আমরা আরও সিরিয়াস জাতি ছিলাম, তখন আমরা ভয়ঙ্কর অপরাধীদের বিনা দ্বিধায় আটক করতাম এবং জনসাধারণ থেকে দূরে রাখতাম। এখন আবার সেই সময় ফিরিয়ে আনার দরকার। এইসব অপরাধীর দৌরাত্ম্য আর সহ্য করা হবে না। বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও লিখেন, আমরা আর অপরাধীদের হাতে জিম্মি থাকব না; না কোনো দুর্বল বিচারকের হাতে, না কোনো ব্যর্থ আইন ব্যবস্থার হাতে। যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে এবং অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের কঠোরভাবে দমন করা আমাদের দায়িত্ব। নতুন করে চালু হওয়া আলকাট্রাজ হবে আইন, শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

শাহজালালে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির মেশিনে মিললো স্বর্ণ

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবার খোদ স্বর্ণালঙ্কার তৈরির মেশিনের ভেতর থেকে স্বর্ণ জব্দ করেছে বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গত রোববার দিবাগত রাতে মালয়েশিয়া থেকে আসা এক যাত্রী ওই মেশিনের ভেতরে সুকৌশলে আনা ১ কেজি ২০০ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। ঢাকা কাস্টমস হাউজের প্রিভেনটিভ কর্মকর্তা বরুণ দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, চাঁদপুর শাহরাস্তি সুমন মিয়া নামের ওই যাত্রী রাত সোয়া ১১টার দিকে মালয়েশিয়া থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। পরবর্তীতে ইমিগ্রেশন শেষ করে কাস্টমস হলে এলে তার লাগেজ স্ক্যান করলে স্বর্ণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে স্বর্ণের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে তার স্বর্ণালঙ্কার তৈরির ওই মেশিন ঘিরে ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা, মান কেমন জানুন

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা। রাজধানী শহরটির বায়ুমানের স্কোর এখন ১৯৪, যা 'অস্বাস্থ্যকর' বলে ধরা হয়। সোমবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সূচকে এখন ১৯৩ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সৌদি আরবের রিয়াদ।

তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি, শহরটির স্কোর ১৭০। এই দুটি শহরের বায়ুমান 'অস্বাস্থ্যকর'। তালিকায় এখন চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের হ্যানয়, স্কোর ১৪৮; পঞ্চম স্থানে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, স্কোর ১৪৭; ষষ্ঠ বাহরাইনের রাজধানী মানামা, স্কোর ১৩২; সপ্তম স্থানে সেনেগালের রাজধানী শহর ডাকার, স্কোর ১২৯; অষ্টম পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ১২৬; নবম আমিরাতের দুবাই, স্কোর ১১০; দশম স্থানে রয়েছে কুয়েত সিটি, শহরটির স্কোর ১০৬। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার প্রতিদিনই বায়ুদূষণের তালিকা প্রকাশ করে। একিউআই স্কোরের মাধ্যমে এর মান পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয়, ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বলে ধরা হয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

বাড্ডার ইস্টার্ন হাউজিংয়ে পশুর হাট

এপ্রিল ইজারা বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। বিজ্ঞপ্তির ৩ নম্বর কলামে ‘বাড্ডা ইস্টার্ন হাউজিং আফতাবনগরস্থ ব্লক-এম-৪, এম-৫, এন-৪, (লেকের উত্তর পাশের আংশিক), স্যানভ্যালি (আংশিক) এর খালি জায়গা’ পশুর হাটের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। পরে স্থানীয় বাসিন্দা আজাদ আলী ৪ মে এ রিট করেন। রিটে বিবাদী করা হয়েছে, এলজিআরডি সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। পরে আইনজীবী আনোয়ার হোসেন জানান, এটি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন আবাসিক এলাকা। এখানে সিটি করপোরেশনের কোনো সম্পত্তি নেই। এছাড়া এ এলাকায় লাখ লাখ মানুষের বসতি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই স্থানীয় একজন বাসিন্দা এ রিট করেন। আদালত রুল ও স্টে দিয়েছেন। ফলে এবার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বাড্ডা ইস্টার্ন হাউজিং আফতাবনগরের দুটি ব্লক এবং স্যানভ্যালির আংশিক জায়গায় পশুর হাট বসানো যাবে না। এর আগে অপর এক আইনজীবীর রিটে গত রোববার দক্ষিণ সিটির আফতাবনগর অংশে ঈদুল আজহা উপলক্ষে অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। গত ২১ এপ্রিল ইজারা বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। বিজ্ঞপ্তির ৫ নম্বর কলামে ‘আফতাবনগর (ইস্টার্ন হাউজিং) ব্লক-ই, এফ, জি, এইচ, সেকশন-১ ও ২ এর খালি জায়গা’ পশুর হাটের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। পরে আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ ৫ নম্বর কলামের বৈধতা নিয়ে রিট করেছিলেন।

হাসনাতের গাড়িতে হামলার ঘটনায়

এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের সবাই আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ বা মামলা হয়নি। এর আগে, রোববার সন্ধ্যায় গাজীপুর থেকে মাইক্রোবাসে ঢাকায় ফেরার পথে মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় হাসনাত আবদুল্লাহর গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাসনাতের গাড়িতে আঘাত করা হয়। গাড়ির গ্লাস ভেঙে গেছে। তার হাতের কনুইয়ে জখম হয়েছে। হামলার পর সন্ত্রাসীরা তার গাড়ির পেছনে দৌড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে হাসনাত বোর্ডবাজার এলাকায় আইইউটির ভেতরে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেন। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে আইইউটির সামনে শত শত ছাত্র জড়ো হন। এরই মধ্যে তিনি নিরাপদে ঢাকায় চলে যান। পরে সেখানে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। রাত ৯টার দিকে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় মশাল মিছিল বের করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারের দাবি জানান তারা। মহানগরের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান বলেন, সালনার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোনো একটি অনুষ্ঠান শেষে হাসনাত আবদুল্লাহ ঢাকায় ফিরছিলেন। তার গাড়ির পেছনে পেছনে ১০-১২ জন মোটরসাইকেল নিয়ে আসতে থাকে। পরে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার পার হওয়ার পর তার গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এতে হাসনাত আব্দুল্লাহর গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। আহত হন তিনি। তিনি জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং অভিযানের নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী আমরা তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছি। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে বাকিদের আটক করা হয়।

ইতালি যেতে অপেক্ষমাণ ৫০

আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ভুক্তভোগী এবং সরকারের সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন এ নিয়ে আলোচনা থেকে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে। ইতোমধ্যে অবৈধ পথে ইতালি যাওয়া বন্ধ করতে বাংলাদেশ ও ইতালি উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে লক্ষাধিক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নেওয়ার জন্য দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হতে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (৬ মে) প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইতালির এই এমওইউ স্বাক্ষর হবে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা রোববার (৪ মে) রাতে জানান, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইতালিতে পাড়ি দিচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিক। ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে অনেক বাংলাদেশি মারাও যাচ্ছেন। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ থেকে বৈধ পথে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইতালি। এ কারণে দুই দেশের আলোচনাসাপেক্ষে একটি এমওইউ (সমঝোতা স্মারক) সই করতে যাচ্ছে দুই দেশ। এক প্রশ্নের জবাবে এই কর্মকর্তা বলেন, ইতালি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কথা হয়েছে। তারা লক্ষাধিক দক্ষ-অদক্ষ কর্মী নেবে। ইতালির সঙ্গে এর আগে কোনো এমওইউ ছিল না। এই এমওইউ স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাগ্য খুলবে। মঙ্গলবার (৬ মে) সকাল পৌনে ১০টায় ইস্কাটন গার্ডেনের প্রবাসী কল্যাণ ভবনে অভিবাসনসংক্রান্ত এমওইউ স্বাক্ষর হবে। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, আজ বিকেলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার কথা আছে। এর আগে ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সাল হাসান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আজ সোমবার দুপুরে ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে। বৈঠক ও এমওইউ স্বাক্ষর শেষে মঙ্গলবার তিনি নিজ দেশে ফিরে যাবেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেনের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইতালিতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনেক কর্মী ভিসার অপেক্ষায় রয়েছেন। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও তারা ভিসা পাচ্ছেন না। ইতালির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনেক বাংলাদেশি ইতালি যাওয়ার জন্য যে ভিসা আবেদন করেছেন, সেখানে তারা ভুয়া নথিপত্র জমা দিয়েছেন। সে কারণে অধিকতর যাচাই-বাছাই করার জন্য ভিসা দিতে দেরি হচ্ছে। ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে এই বিষয়টির সুরাহা হবে বলে জানা গেছে। অবৈধ অভিবাসীদের আলবেনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্তসহ কঠোরতার খড়গ যাতে বাংলাদেশিদের ওপর না পড়ে সে বিষয়ে সফরে আসা দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ঢাকা।

মহাসড়কে থামছে না ডাকাতি

আশঙ্কা করছেন কোরবানির পশু ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, মহাসড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। কুষ্টিয়ার গরু ব্যাপারী জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমরা চাই কোরবানির ঈদে নিরাপত্তার সঙ্গে যেন ঢাকায় গরু নিয়ে যেতে পারি। আগে অনেক সময় মাঝ রাস্তায় জোর করে অন্য হাটে গরু নামিয়ে নেওয়া, এমনকি ট্রাক ডাকাতিও হয়েছিল। এর থেকে পরিত্রাণ চাই আমরা।’ হাইওয়ে পুলিশের তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে দেশের আটটি মহাসড়কে ডাকাতির ঘটনায় ১৭টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪১ জনকে। দেশের আটটি হাইওয়ের মধ্যে শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫০ কিলোমিটার এলাকায় এক হাজার ৪২৭টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্য হাইওয়েও সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে একের পর এক ডাকাতি সম্প্রতি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি থেকে চৌদ্দগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ অংশে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে। এসব ঘটনা যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহাসড়কের সোনারগাঁয়ের হটস্পট খ্যাত কাঁচপুর থেকে মেঘনা টোলপ্লাজা পর্যন্ত প্রায়ই ঘটছে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা। আগস্ট পরবর্তীসময়ে রাত হলেই এ মহাসড়ক দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী ও চালকদের প্রায়ই পড়তে হচ্ছে ডাকাত ও ছিনতাইকারীর কবলে। গত ১৪ জানুয়ারি আবু হানিফ ও রাজিব ভুঁইয়া নামে দুই প্রবাসী ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে মহাসড়কের বন্দর এলাকার কেওঢালা এলাকায় ডাকাতদের কবলে পড়েন। র্যাব পরিচয়ে বাস থেকে তাদের নামিয়ে নিয়ে সবকিছু কেড়ে নেয়। ঢাকায় যাত্রী নামিয়ে দিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ৩টার দিকে ডেমরা হয়ে কাঁচপুরের দিকে ঢুকতেই ডাকাতের কবলে পড়েছিলেন কুমিল্লার বুড়িচংয়ের কংসনগর এলাকার প্রাইভেটকারচালক মো. হাসান। তিনি বলেন, আমি ডাকাতদের অনুরোধ করি গাড়ি না ভাঙার জন্য, পরে আমার সঙ্গে থাকা ছয় হাজার টাকা তাদের দিয়েছি। আমার পেছনে থাকা একটি মাইক্রোবাসে ছিলেন দুই প্রবাসী। তারা মালামাল দিতে দেরি করায় রামদা দিয়ে কুপিয়ে পুরো গাড়ি ভেঙে দেয় এবং সব লুট করে। মহাসড়কে পিকআপ রেখে তারা ডাকাতি করছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে মহাসড়কের সোনারগাঁ পিরোজপুর ইউনিয়নের আষাড়িয়ারচর এলাকার সাধু পেপার মিলের সামনে সিরাজুল ইসলাম নামে এক কুয়েত প্রবাসী ডাকাতির শিকার হন। সেই রাতে ভুক্তভোগীকে বহনকারী গাড়িতে হামলা চালিয়ে পাসপোর্টসহ প্রায় পাঁচ লাখ টাকা মূল্যের মালামাল লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ওই রাতেই অসুস্থ বোনকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থেকে আসা এক নারী ও তার দেবর ছিনতাইয়ের শিকার হন। সবশেষ ১৫ মার্চ দুপুরে মহাসড়কের সোনারগাঁয়ের দড়িকান্দি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে দিনদুপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের মাইক্রোবাস থামিয়ে ফিল্মি স্টাইলে এক কোটি ১০ লাখ টাকা ডাকাতি করা হয়। প্রতিনিয়ত ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় অতিষ্ঠ এই মহাসড়কে চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহনের চালকরা। অথচ একমাত্র এই মহাসড়কে ১৪২৭টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা-রাজশাহী-টাঙ্গাইল রুটে ডাকাতি ঢাকা-রাজশাহী, রাজশাহী-নওগাঁ ও রাজশাহী-বগুড়া মহাসড়কে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে চরম উদ্বেগে রয়েছেন যাত্রী, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। গত তিন মাসে এসব রুটে রাতের বেলায় চলাচলকারী যানবাহনে একের পর এক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। যানজটে আটকা পড়া বাসেও ডাকাতি হয়। নারী যাত্রীদের শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাও সামনে এসেছে।

গত ৯ মার্চ রাতে ঢাকা থেকে রাজশাহী ফেরার পথে রাজশাহী জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাত নেতা ডাকাতির শিকার হন। ডাকাতদল তাদের কাছ থেকে ৯টি মোবাইল ও নগদ ৮১ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। গত ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী-নওগাঁ ও ঢাকা-রাজশাহী রুটে অন্তত সাতটি বাসে ডাকাতি হয়। বিআরটিসি বাস ডিপো-সংশ্লিষ্টরা জানান, পাবনা থেকে নওগাঁর সাপাহার রুটে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে একটি বিআরটিসি বাস ডাকাতের কবলে পড়ে। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ রুটের আরেকটি বিআরটিসি বাস কলমিডাঙ্গা এলাকায় ডাকাতির শিকার হয়। তিন দিন পর রাজশাহী থেকে নাটোর যাওয়ার পথে মদমইল এলাকায় আরেকটি বিআরটিসি বাস ডাকাতের কবলে পড়ে। এমনকি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা-রাজশাহী রুটের একটি বাসে ডাকাতির ঘটনায় দুই নারী যাত্রী শ্লীলতাহানির শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় নাটোরের বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) প্রত্যাহারও করা হয়। বিআরটিসি বাসের চালক সোহেল রানা গত ১৯ ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনায় পোরশা থানায় অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এখন এই রুটে চালকরা বাস চালাতে ভয় পাচ্ছেন। যাত্রীরা চালকদের সন্দেহ করে। কিন্তু সমস্যা হলো, রাস্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ নেই। নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। রাজশাহী পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রফিক আলী পাখি বলেন, ‘সড়কে হঠাৎই ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে। যাত্রী ও শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। হাইওয়ে পুলিশের পেট্রোলিং বাড়ানো উচিত।’ বগুড়া রিজিওনাল হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার শহীদ উল্লাহ বলেন, ‘ঈদুল আজহা কেন্দ্র করে মহাসড়কে টহলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, এমন কিছু থাকলে অভিযান পরিচালনা করা হবে। পশুবাহী ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল রোধে কাজ চলছে। এছাড়া ঢাকা বা চট্টগ্রামগামী কোন হাটে পশুবাহী গাড়ি যাবে সেটা আগেই গাড়িতে ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হবে। যাতে রাস্তার মাঝ থেকে গরু টানাটানি না হয়।’ ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার অংশ, বিশেষ করে ব্যাংক টাউন ও পুলিশ টাউন এলাকাটি বর্তমানে যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। একের পর এক বাসে ডাকাতির ঘটনায় নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানো যেন এখন দুঃস্বপ্ন। শুধু এই রুটেই গত দুই মাসে পাঁচটি ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে দিনে-দুপুরে ডাকাতির ঘটনাও। অথচ এই মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যেও ঘটেছে ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনা। ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পুলিশ টাউন এলাকায় মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকার গাবতলীগামী শুভযাত্রা পরিবহনের একটি বাসে অস্ত্রের মুখে যাত্রীদের মোবাইল, মানিব্যাগ ও স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে বাসের সহকারীসহ অন্তত তিনজন আহত হন। মার্চ মাসেই ঘটে তিনটি ডাকাতির ঘটনা। ২ মার্চ এই মহাসড়কের ব্যাংক টাউন এলাকায় রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ২০ থেকে ২৫ যাত্রীর মোবাইল, মানিব্যাগসহ মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নেন ডাকাতেরা। এর ঠিক দুই দিনের মাথায় কর্ণপাড়া ব্রিজ এলাকায় ইতিহাস পরিবহনের একটি বাসে ও ২৫ মার্চ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের নবীনগরগামী লেনে শুভযাত্রা পরিবহনে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে প্রায় ২০টি মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। এপ্রিল মাসের ১১ দিনের মাথায় দুটি ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ৫ এপ্রিল সাভারের ব্যাংক টাউন এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ইতিহাস পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি করে টাকা, সোনার চেন, কানের দুল, মোবাইল কেড়ে নেন। ১১ এপ্রিল একই এলাকায় দিনে-দুপুরে চলন্ত বাসে ছিনতাই হয়। এ ঘটনায় চালক ও সহকারী জড়িত বলে জানায় হাইওয়ে পুলিশ। তবে বাস্তবতা হলো ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একের পর এক বাস ডাকাতি সংঘটিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ঘটনারই কার্যকর সমাধান হয়নি। যদিও হাইওয়ে পুলিশ বলছে, এই এলাকায় দিন-রাত তাদের একটি টিম টহল দিচ্ছে।সাভার থানা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষ্ণুপদ শর্মা বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশে জনবল অনেক কম। তবে আসন্ন ঈদুল আজহা কেন্দ্র করে ৩৯ জন ফোর্স বরিশাল থেকে আমাদের এখানে এসেছে। তারা গত দুদিন থেকে ডিউটিও শুরু করেছে। ঈদ পরবর্তীসময় পর্যন্ত এ ডিউটি চলমান থাকবে। সাভার এলাকায় নতুন কিছু চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এছাড়া যাত্রীবেশে ডাকাত-ছিনতাইকারীদের ধরতে প্রতিটি বাসে তল্লাশি চালানো হবে।’ ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ডাকাতি গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রায়পুরার মাহমুদাবাদ সেতুসংলগ্ন নামাপাড়া এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতদল একটি মাইক্রোবাস ও প্রাইভেটকার ভাঙচুর করে। এসময় ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ ৯৫ হাজার টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন এবং স্বর্ণালংকার লুট করা হয়। হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি (অপারেশন) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের গাড়ি সংকট থাকায় আইজিপি স্যার নিজে গাড়ি ভাড়া করে হাইওয়ে পুলিশের জন্য দিয়েছেন। ৭শ অতিরিক্ত ফোর্সও দেন তিনি। তারা গত ২ মে তারা কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া দু-তিনশ ফোর্স যুক্ত হবে ঈদের আগে।’ তিনি বলেন, ‘বিদেশগামী যাত্রীদের ডাকাতি রোধে ভাড়া করা গাড়ির ব্যক্তিগত চালককে লোকেশন শেয়ারের জন্য বলা হয়েছে। এতে বিদেশগামী যাত্রীদের ডাকাতি-ছিনতাই কমে এসেছে।’ মহাসড়কে ডাকাতি বিষয়ে জানতে চাইলে হাইওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন, ‘গত ঈদে সবগুলো মহাসড়কেই কড়া নিরাপত্তা ছিল হাইওয়ে পুলিশের। মাঝে কিছুটা ঢিলেঢালা ছিল। এখন থেকে আবারও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আসন্ন ঈদুল আজহায় পশুবাহী পরিবহনের নিরাপত্তায় পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে।’ হাইওয়ে পুলিশের জনবল সংকট উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে আমাদের জনবল মাত্র দুই হাজার ৮৭৪ জন। সারাদেশে জনবল দরকার ১০ হাজার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা ছয় হাজার জনবলের প্রস্তাব দিয়েছি। যদি ছয় হাজার জনবলও আমরা পাই তাহলে ডাকাতি অনেকাংশে কমে আসবে।’ ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে হাইওয়ে পুলিশ প্রধান বলেন, ‘৫ আগস্টের পর অনেক মামলার আসামি জামিন পেয়েছেন। এসব অপরাধী-ডাকাতদের তৎপরতা বেড়েছে। ২০০৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২০ বছরে মহাসড়কে ডাকাতির বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত এক হাজার ৪শ জনের একটি তালিকা করা হয়েছে। তাদের বিষয়ে জেলা পুলিশকেও অবহিত করা হয়েছে। জেলা পুলিশ ও আমরা ডাকাতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছি। আশা করি, গত ঈদের মতো আগামী ঈদুল আজহায়ও অপরাধমুক্ত ও স্বস্তির সঙ্গে যাত্রা করতে পারবে সাধারণ যাত্রী এবং পশুবাহী পরিবহন।

ভারতকে পূর্ণ শক্তিতে জবাব

পারমাণবিক; উভয় শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করবো আমরা। এ সময় সিন্ধু পানি চুক্তি ইস্যুতে ইসলামাবাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। খালিদ জামালি বলেন, সিন্ধু পানি চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। তাই সিন্ধুর পানি দখল করার, এর প্রবাহ বন্ধ করার বা পানির প্রবাহকে ভিন্ন দিকে সরানোর যেকোনো প্রচেষ্টা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হবে এবং পূর্ণ শক্তির সঙ্গে এর জবাব দেওয়া হবে। অবশ্য, উভয় দেশের কাছেই পারমাণবিক অস্ত্র থাকায় সম্ভাব্য বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে অনতিবিলম্বে উত্তেজনায় লাগাম টানার আহ্বান জানান পাকিস্তানি এ রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, উভয় দেশই পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ায় উত্তেজনা কমিয়ে আনা আরও বেশি প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকারে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান খালিদ জামালি। তিনি বলেন, আমি মনে করি, কাশ্মীর হামলার নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা আশা করি চীন এবং রাশিয়ার মতো শক্তিগুলো সেই তদন্তে অংশগ্রহণ করতে পারে। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর কাশ্মীরে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান এ হামলায় জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে বুধবার দেশটির সঙ্গে ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে ভারত। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় দেশটি। জবাবে সিমলা চুক্তি স্থগিত ও ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। স্থগিত করে দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্যও। এরপর থেকে দুদেশের পাল্টাপাল্টি হুমকি-ধমকিতে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাকিস্তানের দিক থেকেও চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান। এরইমধ্যে বেশ কয়েক দফায় কাশ্মীরের সীমান্ত রেখায় (এলওসি) গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে। সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে মহড়া তো চলছেই, ইসলামাবাদকে সতর্কবার্তা দিতে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গত শনিবার পাকিস্তানও ‘আবদালি’ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। ৪৫০ কিমি রেঞ্জের এই ক্ষেপণাস্ত্র ‘সিন্ধু মহড়ার’ অংশ হিসেবে পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসলামাবাদ। এছাড়া যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রোববার (৪ মে) রাতে ভারতীয় সেনাদের একটি ব্ল্যাকআউট মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর সেনানিবাস এলাকায়। নাগরিকদের আগে থেকেই এই ব্ল্যাকআউট মহড়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হলেও মহড়ার পর থেকে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে পুরো এলাকায়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর সাক্ষী হয়েছিলেন যারা, তাদের অনেকের মধ্যেই বিরাজ করছে অজানা আতঙ্ক। যুদ্ধের গন্ধ পেতে শুরু করেছেন অনেকেই। যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির রূপরেখা দেখতে পাচ্ছেন তারা এ মহড়ায়।

শাপলা চত্বরে নিহত ৯৩ জনের নাম

আরও সময় লাগবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে শাপলা চত্বরে সংগঠনটির মহাসমাবেশে নিহতদের এ সংখ্যা নিয়ে মতভেদ ও বিতর্ক রয়েছে। অনুসন্ধান করা মানবাধিকার সংস্থা ‘অধিকার’ ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে ৬১ জন নিহতের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। আবার তৎকালীন বিবিসি ঢাকা প্রতিনিধি মার্ক ডামেট মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে জানিয়েছিলেন, ৫ ও ৬ মে’র সহিংসতায় অন্তত ৫৮ জন নিহত হয়েছেন। ব্লগারদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম অবমাননা ও নারীনীতির বিরোধিতাসহ ১৩ দফা দাবি তুলে ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে হেফাজতে ইসলাম। এতে লাখ লাখ কওমি আলেম শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মুসলমান মহাসমাবেশে অংশ নেন। সেদিন রাত গভীর হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালিয়ে সরিয়ে দেয় তাদের। অভিযানে ব্যাপক গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়া হয়। হেফাজতে ইসলামের দাবি, ওইদিন অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৯৩ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে এবার।

তুরিন আফরোজের মা-ভাই উত্তরার

ভাইয়ের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সাজ্জাদ হায়দার। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম জোবায়ের। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। তুরিনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আখতার হামিদ। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর উত্তরায় পাঁচতলা বাড়িতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) সাবেক প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজের মা শামসুন্নাহার বেগম এবং তুরিন আফরোজের ভাই শিশির আহমেদ শাহনেওয়াজ আহমেদের বসবাস করা নিয়ে বিচারিক আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে দেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে বিচারপতি মো. সেলিমের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, আইনজীবী বিএম ইলিয়াস কচি, ব্যারিস্টার মনজুর রাব্বী, ব্যারিস্টার আতিকুল হক। তুরিন আফরোজের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাইফুল করিম। সেদিন ব্যারিস্টার আতিকুল হক বলেছিলেন, রাজধানীর উত্তরায় পাঁচতলা বাড়িতে বসবাসকে কেন্দ্র করে বিচারিক আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে ওই বাড়িতে তুরিন আফরোজের মা শামসুন্নাহার বেগম ও শাহনেওয়াজের বসবাসের ক্ষেত্রে আর কোনও আইনগত বাধা নেই। তিনি আরও বলেছিলেন, রাজধানীর উত্তরার রেসিডেন্সিয়াল মডেল টাউনের ১১ নম্বর সড়কের ৩ নম্বর সেক্টরের ১৫ নম্বর প্লটের পাঁচতলা বাড়িতে ২০০২ সাল থেকে বসবাস করে আসছিলেন শামসুন্নাহার বেগম এবং তার ছেলে শিশির আহমেদ শাহনেওয়াজ। তবে নিজের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে শামসুন্নাহার বেগম ও শাহনেওয়াজকে ওই বাড়ি থেকে ২০১৭ সালে বের করে দেন তুরিন আফরোজ। পরে ওই বাড়ির ভোগ দখল ও মালিকানা দাবি করে শাহনেওয়াজ ও তুরিন আফরোজ ঢাকার যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দুটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করে। ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর দুই পক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে ওই বাড়ি ভোগদখলের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা জারি করে ঢাকার পঞ্চম যুগ্ম জেলা জজ আদালত। এরপর যুগ্ম জেলা জজ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আবেদন করে শাহনেওয়াজ। পরে ২০২৩ সালের ১৯ জানুয়ারি যুগ্ম জেলা জজ আদালতের আদেশ বহাল রাখেন জেলা জজ আদালত। এরপর ২০২৩ সালের মার্চে জেলা জজ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন দায়ের করেন শাহনেওয়াজ। ২০২৩ সালের ২ এপ্রিল বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ উত্তরায় ওই বাড়ি ভোগদখলের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার আদেশ কেন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হবে, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। পরবর্তী সময়ে আদালত পরিবর্তিত হয়ে মামলাটি বিচারপতি মো. সেলিমের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে আসে। ওই রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মো. সেলিমের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল যথাযথ (অ্যাবসুলেট) ঘোষণা করে স্থিতাবস্থা বাতিল করে রায় দেন। এর ফলে ওই বাড়িতে শাহনেওয়াজ ও তার মা শামসুন্নাহার বেগমের বসবাসের ক্ষেত্রে আইনগত কোনও বাধা নেই। এখন বাড়ির ভোগ দখল ও মালিকানা দাবি করে দায়ের করা দুটি মামলায় বিচারিক আদালতে স্বাভাবিক নিয়মে চলবে বলে জানান আইনজীবী আতিকুল হক। প্রসঙ্গত, বিচারিক আদালতের মামলার আরজিতে তুরিন আফরোজ দাবি করেছেন, তুরিনের মা শামসুন্নাহার ১৯৯১ সালে ক্রয়সূত্রে উত্তরার সম্পত্তির মালিক হন। পরের বছর ১৯৯২ সালে শামসুন্নাহার তার স্বামী তসলিম উদ্দিনকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিযুক্ত করেন। পরে ১৯৯৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তসলিম উদ্দিন মেয়ে তুরিন আফরোজকে হেবা (দানপত্র) করেন। তবে শামসুন্নাহার ও তার ছেলে শাহনেওয়াজ আদালতে লিখিত জবাব দিয়ে বলেছেন, তসলিম উদ্দিন কখনও তার মেয়ে তুরিন আফরোজকে উত্তরার সম্পত্তি দান করেননি। বরং শামসুন্নাহার তার ছেলে শাহনেওয়াজকে উত্তরার সম্পত্তি ১৯৯৭ সালে হেবা করে দেন। পরে ওই জমি শাহনেওয়াজের নামে নামজারি করে ১৯৯৯ সালে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের কাছ থেকে ২৫ লাখ ঋণ নেওয়া হয় এবং রাজউকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা বাড়িতে তারা ২০০২ সাল থেকে বসবাস করে আসছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট প্রঙ্গণে ব্যারিস্টার

সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ও বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, সাবেক স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বার কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, চট্টগ্রাম মহানগরীর আমির শাহজাহান চৌধুরী, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুসহ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যরা। জানাজার নামাজ শেষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর দ্বিতীয় নামাজে জানাজার জন্য লাশ তার দীর্ঘদিনের প্রিয় আইনাঙ্গন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ত্যাগ করে। এর আগে ৪ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও জামায়াতে ইসলামী সাবেক নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। দীর্ঘ ১১ বছর পর ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন বগ্যারিস্টার রাজ্জাক। এরপর সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়মিত হন। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ও জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ২০১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর দেশ ছেড়ে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। এর আগে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের আইনজীবী ছিলেন। যুক্তরাজ্যে থাকা অবস্থায় তিনি ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দল থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর নতুন দল আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির প্রধান উপদেষ্টা হন। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ১৭ আগস্ট সেই পদ থেকেও পদত্যাগ করেন। ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের জন্ম ১৯৪৪ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়নের শেখলাল গ্রামে। বিএ (অনার্স) ও এম এ ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮০ সা?লে তিনি যুক্তরাজ্যের লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি লন্ডনেই আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। দেশে ফিরে ১৯৮৬ সালে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে হাইকোর্ট বিভাগে এবং ১৯৯৪ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯০ সালে তিনি দ্য ল’ কাউন্সেল নামে একটি আইনি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবী হন। ব্যারিস্টার রাজ্জাকের দুই ছেলে ও এক মে?য়ে রয়েছে। দুই ছেলেও ব্যারিস্টার এবং সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত।

চট্টগ্রামে ইমাম রইস উদ্দিন হত্যার

ইসলামী ছাত্র সেনার নেতাকর্মীরা। অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। মুরাদপুর ও বহদ্দারহাট মোড়ে সড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে এবং ইট-পাথর ফেলে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে রাখা হয়। পরে পুলিশ অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে মুরাদপুর এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরাও যুক্ত হন। তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধাওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যান অবরোধকারীরা। পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পাঁচলাইশ থানার ওসি মো. সোলায়মান জানান, আমরা ব্যস্ত আছি। এ বিষয়ে পরে আপডেট জানাবো। নগরীর সল্টগোলা ক্রসিং, দুই নম্বর গেট, জিইসি, নতুন ব্রিজ, একে খান গেটসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার সড়কগুলোতে সুন্নি ছাত্র-জনতা সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। অবরোধের কারণে চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়ক, চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি সড়ক ও চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি সড়কে সকাল ৯টা থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জানা গেছে, জেলার হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড, কাটিরহাট, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, পটিয়া, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রসঙ্গত, গাজীপুর মহানগরীর পূবাইলের হায়দরাবাদ আখলাছ জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম মাওলানা রইস উদ্দিনকে ‘মব’ সৃষ্টি করে গত ২৭ এপ্রিল গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের পর পুলিশের কাছে সোপর্দ করে স্থানীয়রা। পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। ওই রাতেই তার মৃত্যু হয়।

ভারতকে ভয় দেখাতে আরও এক

এক্স ইন্ডাস-এর অংশ হিসেবে এ পরীক্ষাটি চালানো হয়। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, এই উৎক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা এবং ক্ষেপণাস্ত্রটির উন্নত ন্যাভিগেশন সিস্টেম ও নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতাসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাচাই করা। দ্য ডন বলছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কৌশলগত সংস্থার বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের উপস্থিতিতে ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ করা হয়। পরে জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান ও সেনাবাহিনী প্রধান ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণে অংশগ্রহণকারী সেনা সদস্য, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানান এবং দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। সোমবার পরীক্ষিত ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ১২০ কিলোমিটার। ফাতাহ সিরিজের এই ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের কৌশলগত অস্ত্রভাণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। উন্নত ন্যাভিগেশন সিস্টেম ও টার্মিনাল গাইডেন্স প্রযুক্তির মাধ্যমে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এটি।

উল্লেখ্য, এর আগেও ৪০০ কিলোমিটার পাল্লার ফাতাহ-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করেছিল পাকিস্তান, যা বর্তমানে সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই উৎক্ষেপণটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর কাশ্মীরে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান এ হামলায় জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে বুধবার দেশটির সঙ্গে ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে ভারত। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় দেশটি। জবাবে সিমলা চুক্তি স্থগিত ও ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। স্থগিত করে দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্যও। এরপর থেকে দুদেশের পাল্টাপাল্টি হুমকি-ধমকিতে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাকিস্তানের দিক থেকেও চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান।

শুক্রবার আসছে ছাত্রদের আরও এক

বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)’ ঘোষণা করেন। একই পোস্টে নিজেকে আপ বাংলাদেশের প্রধান উদ্যোক্তা জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হতে যাওয়া আসন্ন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের নাম আমরা ঠিক করেছি ‘ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)’। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বলতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, যেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের আপামর ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে প্ল্যাটফর্মটি এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।’ তিনি আরও লেখেন, ‘পিলখানা, শাপলা চত্বর ও জুলাই গণহত্যার মতো ভয়াবহ অপরাধের বিচার, ফ্যাসিবাদী দল আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধকরণ এবং জুলাইয়ের আহত যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার দাবিতে জনমত ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা এই প্ল্যাটফর্মের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, সমাজের সর্বস্তরে যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুনর্গঠন এই প্ল্যাটফর্মের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা।’

‘রাজনীতিতে পেশিশক্তির দাপট, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির যেই বৃত্ত, দীর্ঘ মেয়াদে আমরা তা উপড়ে ফেলতে চাই। ৪টি রাহুগ্রাস থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার থাকবে এই প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাবনায়ড় ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ, ধর্মবিদ্বেষ এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শক্তির এই প্ল্যাটফর্মটি।’বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক আজাদি এবং বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রস্তাবনা থাকবে বলেও উল্লেখ করেন জুনায়েদ।

কলাবাগান থানার ওসি ও দুই

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, গত ২৯ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটে কলাবাগান থানার এসআই বেলালের নেতৃত্বে পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা তার বাসায় জোরপূর্বক প্রবেশ করে। অভিযোগে ড. ওয়াদুদ জানান, এসআই বেলাল ও মান্নান তাকে থানায় না নেওয়ার শর্তে ১ কোটি টাকা দাবি করেন। পরে দেন-দরবারের পর ২ লাখ টাকা দিলে তাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি টাকা দেওয়ার শর্তে ডিবি পরিচয় দেওয়া তিন জন সিভিল পোশাকধারী তার বাসায় পাহারায় রেখে যান। তবে পুলিশি অভিযানের সময় কোনও মামলার কাগজপত্র দেখানো হয়নি। ড. ওয়াদুদ আরও জানান, তার বাসায় থাকা বিদেশি দুর্লভ পাখি, ম্যাকাও, কাকাতুয়া, রেইনবো লরি ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারি অনুমোদন নিয়ে পরিচালিত মিনি চিড়িয়াখানার একটি গর্ভবতী হরিণ পুলিশের অভিযানের আতঙ্কে ছোটাছুটির সময় মারা যায়। পুলিশ সদস্যরা কম্পিউটারের পিসি, ল্যাপটপ ও সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্কও নিয়ে যায়। অভিযানের সময় কলাবাগান থানার ওসি বাইরে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ঘটনার পর থেকে অজ্ঞাত লোকজন বাসার আশপাশে ঘোরাফেরা করছে এবং চাঁদা না দিলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে জানান ড. ওয়াদুদ। তিনি বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং বাসায় ফিরতে পারছেন না। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ডিএমপি। তদন্ত চলাকালীন সময়ে কলাবাগান থানার ওসি মোক্তারুজ্জামান, এসআই বেলাল এবং এসআই মান্নানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ডিএমপি মুখপাত্র।

গাজায় একদিনে আরও

ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। জানা গেছে, গাজায় সামরিক অভিযান তীব্র করার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আরও ৬০ হাজার সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে নেতানিয়াহুর সরকার।

স্বাস্থ্য ক্যাডার পুনর্গঠন করে

ওয়ার্ডভিত্তিক কেন্দ্র গড়ে প্রথম স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রেফারেল ব্যবস্থা কাঠামোবদ্ধ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেফারেল ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে রোগী সঠিক সময়ে সঠিক স্তরের সেবা পায় এবং উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ভিড় কমে। পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সচ্ছতা আনার কথা বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস প্রধান ও উপপ্রধান, মহাপরিচালক, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, বিএমডিসি ও বিএমআরসি-এর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগ্যতা সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

নারায়ণগঞ্জে টেক্সটাইল মিলে বিস্ফোরণে ২ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মঞ্জু টেক্সটাইল মিলে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ চার জনের মধ্যে দুই জন মারা গেছেন। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। গত রোববার দিবাগত রাত ২টা ৪০ মিনিটে মারা যান মো. হান্নান (৫২)। তার শরীরের ৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় মারা যান মো. কবির (৪৫)। তার শরীরের ৫৩ শতাংশ দগ্ধ ছিল। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ‘চার জন দগ্ধ অবস্থায় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। তাদের মধ্যে হান্নান ও কবিরের মৃত্যু হয়েছে। গত ১ মে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জের রূপসী কাজীপাড়া এলাকায় মঞ্জু টেক্সটাইল মিলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ হনড় সিকিউরিটি গার্ড মো. কবির (৪৫), মো. হান্নান (৫২), অ্যাকাউন্টস অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম (৩২) এবং সাইফুল (২৮) নামে আরও একজন। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস লিকেজ থেকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর কারখানাটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত উন্মুক্ত করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) সাধারণ সদস্যরা। দেশের স্বার্থে ও শ্রমিকদের কল্যাণে যেকোনও শর্তে এই বাজার খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান তারা। গতকাল সোমবার রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে এই দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে কয়েক হাজার রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক এবং প্রতিনিধিরা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে অংশ নেন। বক্তারা বলেন, সৌদি আরবের পর মালয়েশিয়া আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার। বর্তমান সরকার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রচেষ্টায় যখন শ্রমবাজার পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই সময় একটি পক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এ বাজারকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে। তারা বলেন, সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, স্বল্প খরচে ও সহজ প্রক্রিয়ায় যেন বাংলাদেশি কর্মীরা মালয়েশিয়ায় যেতে পারেন। কে কোন লাইসেন্সে কত কর্মী পাঠাবে, সেটি বড় বিষয় নয়; আমাদের প্রধান লক্ষ্য, শ্রমিকরা যেন কাজের সুযোগ পায়, ভালো থাকে এবং দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ে। বক্তারা অভিযোগ করেন, একটি প্রভাবশালী মহল, যারা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তারা একটি এনজিও এবং তথাকথিত ‘এন্টি সিন্ডিকেট’ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বায়রার বহিষ্কৃত কয়েকজন নেতা এবং রাজনৈতিক সুবিধাভোগীরা। তারা বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে। সভায় বক্তারা আরও বলেন, অন্য ১৩টি দেশ সরকার নির্ধারিত শর্ত মেনে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার সচল রেখেছে, অথচ বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে। এর ফলে মালয়েশিয়ায় ১২ লাখ কর্মীর সম্ভাব্য নিয়োগ হারিয়ে যেতে পারে, যার আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। বায়রার সাধারণ সদস্যরা একমত পোষণ করে বলেন, সরকার যে কোনও পদ্ধতিতে শ্রমবাজার খুলে দিলে আমরা বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক হিসেবে সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কর্মী পাঠাতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন আল সুপ্ত ওভারসীসের ফরিদ আহমেদ মজুমদার, পূরবী ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, আর্থ স্মার্ট বাংলাদেশের মাহফুজুর রহমান, ইএমএস ইন্টারন্যাশনালের এএমএস সাগর, তাসনিম ওভারসীসের আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, আল আকাবা অ্যাসোসিয়েটের আতিকুর রহমান বিশ্বাস, আল গিফারীর সাগর মাহমুদ, স্কাইল্যান্ড রিক্রুটিংয়ের মনিরুজ্জামান, আরমান এয়ার ইন্টারন্যাশনালের অ্যাডভোকেট সাজ্জাম হোসেন, ফ্রিডম ওভারসিসের কফিল উদ্দিন মজুমদার, এসএফ গ্লোবালের হাওলাদার ফোরকান উদ্দিন ও দুবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

শাহজালালে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির

সন্দেহ হয়। এক পর্যায়ে ওই মেশিনের ভেতরে ১ কেজি ২০০ গ্রাম স্বর্ণের চাকতি পাওয়া যায়। এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চোরাকারবারীরা অভিনব কায়দায় স্বর্ণপাচারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু কাস্টমসের প্রিভেনটিভ টিমের সতর্কতার কারণে তারা সফল হতে পারছে না। একের পর এক তাদের কৌশল ধরাও পড়ছে।

সাগরের মাঝে ভয়ানক আলকাট্রাজ

প্রতীক। উল্লেখ্য, সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের একটি দ্বীপে অবস্থিত আলকাট্রাজ কারাগারটি নির্মিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯২০ সালের মধ্যেই এটি তিনতলা পূর্ণ হয়ে যায়। শুরুতে এটি দীর্ঘমেয়াদি সামরিক কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরে কুখ্যাত অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির জায়গা হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৩৬ সালে এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের আওতায় আসে এবং কঠোর নিরাপত্তার একটি কারাগারে রূপ নেয়। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে কারাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সুন্দরবনে মহাবিপন্ন কচ্ছপের ৬৫

করমজলে ২০১৪ সালে মহাবিপন্ন প্রায় এ বাটাগুর বাসকা প্রজাতির কচ্ছপের প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই ৮টি কচ্ছপ দিয়ে শুরু হয় এ প্রজনন কার্যক্রম। সেই থেকে এ পর্যন্ত করমজলে ৫২১টি ডিম দিয়ে এ কচ্ছপ। তা থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয় ৪৭৫টি। বর্তমানে এ প্রজনন কেন্দ্রে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫৫৮টি কচ্ছপ রয়েছে। আর বংশ বিস্তারে বিভিন্ন সময়ে এ প্রজনন কেন্দ্র থেকে শতাধিক বাচ্চা সাগর ও সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়েছে।

নানামুখী চাপে টিকতে পারছে না

এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এয়ারলাইন্স দেয় ১২ থেকে ১৮ শতাংশ। বেবিচকের আরোপিত এই ৭২ শতাংশ সারচার্জের বলি হয়ে চিরতরে বন্ধ হয়েছে ৩ দেশীয় এয়ারলাইন্স। ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অপারেশন বন্ধ করার সময় বেবিচকের কাছে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের দেনা ছিল ৫৫ কোটি টাকা। তবে বকেয়া সারচার্জ যুক্ত হয়ে পাওনা গিয়ে ঠেকে ৩৫৫ কোটি টাকায়। ২০২৩ সালের শুরুর দিকে ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে ৩৫৫ কোটি টাকার মধ্যে মূল দেনা ৫৫ কোটি টাকা পরিশোধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয় সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ফলে সারচার্জের চাপে চিরতরে ধূলিসাৎ হয় ইউনাইটেডের ডানায় উড়ে ফিরে আসার স্বপ্ন।

২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা জিএমজি এয়ারলাইন্স ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৩ সালের মধ্যে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েও আর ফিরতে পারেনি। ফ্লাইট বন্ধের সময় জিএমজির কাছে বেবিচকের পাওনা ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। সময়মতো পাওনা পরিশোধ না করায় তা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০ কোটি টাকায়। অতিরিক্ত সারচার্জের কারণে জিএমজির অধিকাংশ শেয়ারের ক্রেতা বেক্সিমকো গ্রুপ এটি চালু করতে আর আগ্রহ দেখায়নি। ২০২০ সালের মার্চে করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় সব ধরনের ফ্লাইট স্থগিত করার সময় রিজেন্ট এয়ারওয়েজের কাছে বেবিচকের পাওনা ছিল ২৮৩ কোটি টাকা। ২০২১ সালে আবারও ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছিল এয়ারলাইন্সটি। দেনার বিষয়ে রিজেন্ট বেবিচকের সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে চেয়েছিল। তবে বেবিচক কোনোভাবেই মোটা অঙ্কের বিলে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না বলে আর ফিরতে পারেনি সংস্থাটি। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বন্ধ হওয়া এয়ারলাইন্সগুলো মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেবিচকের একটা কমিটি করা উচিত। সেই কমিটির তদন্ত করা উচিত একের পর এক ব্যবসা সফল এয়ারলাইন্সগুলো কেন ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে। ইউএস-বাংলা ও এয়ার অ্যাস্ট্রা বর্তমানে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। তারা যে কতদিন টিকে থাকবে এটা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এসব বিষয়ে এখনই গবেষণা করে ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা করা প্রয়োজন। বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সদস্য, এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, সম্প্রতি নভোএয়ার তাদের ফ্লাইট সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে। আমাদের আশা থাকবে নভোএয়ার ফিরে আসুক। তবে একবার ফ্লাইট বন্ধ করলে ফিরে আসা দুষ্কর হয়ে যায়। নভোএয়ারের মতো একটা সফল এয়ারলাইন্স, যাদের অ্যাকসিডেন্ট রেকর্ড শূন্য, অনটাইম পারফরমেন্স ভালো, সার্ভিস রেটিং ভালো ছিল। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যখন বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এটা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশে এয়ারলাইন্সগুলোর ব্যবসা বন্ধের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বেবিচকের পলিসি এভিয়েশন ব্যবসাবান্ধব নয়। এখানে এয়ারক্রাফট চালানো অনেক বেশি, সিভিল এভিয়েশনের চার্জ বেশি, তেলের খরচ অনেক বেশি, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং সিভিল এভিয়েশনের অত্যধিক সারচার্জ। পৃথিবীর কোথাও ৭২ শতাংশ সারচার্জ দিয়ে কেউ ব্যবসা করে না। এগুলো যৌক্তিক পর্যায়ে না আনলে কোনো এয়ারলাইন্স টিকবে না। এমনকি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সও দীর্ঘ ৫৪ বছরে মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। পলিসিগুলো পর্যবেক্ষণ ও যুগোপযোগী করতে হবে। এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বাংলাদেশের জেট ফুয়েলের দাম সর্বোচ্চ দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো বলছে, দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলোর লোকসানের অন্যতম কারণ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় জেট ফুয়েলের অতিরিক্ত দাম। নিজেদের মতো করে মনোপলি বা একচেটিয়াভাবে দাম বৃদ্ধি করে জেট ফুয়েলের এ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) অধীন পদ্মা অয়েল। সর্বশেষ চলতি মে মাসে দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলোকে প্রতি লিটার জেট ফুয়েল কিনতে হচ্ছে দশমিক ৭৫ মার্কিন ডলারে। অথচ একই তেল ভারতের চেন্নাইয়ে দশমিক ৬৩ মার্কিন ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ৫৮, শারজাহ ৬৪, চীনের গুয়াংজু-তে ৫৪, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ৫৯ ও সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে দশমিক ৫৭ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। এয়ার অ্যাস্ট্রার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইমরান আসিফ বলেন, মেইনস্ট্রিম বহরে থেকে গেলে জিএমজি, ইউনাইটেড ও রিজেন্ট এয়ারওয়েজ ছিল। তাদের বড় বহর এবং সুনাম থাকার পরও তারা টিকে থাকতে পারেনি। এয়ারলাইন্সগুলো ১৪-১৫ বছরের সাইকেল ব্রেক করতে পারছে না। যেকোনো এয়ারলাইন্সের জন্য সবচেয়ে বড় খরচ হচ্ছে জেট ফুয়েলের খরচ। বাংলাদেশে ফুয়েলের খরচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি। তাহলে আমাদের দেশের এয়ারলাইন্স কীভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে? এছাড়াও পৃথিবীর সব দেশে ৮ থেকে ১২ শতাংশ সারচার্জের বিপরীতে বাংলাদেশে বছরে ৭২ শতাংশ সারচার্জ নিচ্ছে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এয়ারলাইন্সের কোনো আয় ছিল না। সেক্ষেত্রে এ সময় সারচার্জ গুলোতে আমরা কীভাবে সারচার্জ দেব? উচ্চ সারচার্জের কারণে সিভিল এভিয়েশন তাদের মূল পাওনাও হারাচ্ছে। আকাশচুম্বী ল্যান্ডিং-পার্কিং চার্জে বিপর্যস্ত এয়ারলাইন্সগুলো এয়ারলাইন্সগুলো বলছে, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো থেকে যে ল্যান্ডিং-পার্কিং চার্জ আদায় করা হচ্ছে তা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এতে করে যেকোনো এয়ারলাইন্সের ঢাকায় বিমানবন্দরের ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে যায়। এয়ারলাইন্সগুলো জানায়, বোয়িং ৭৩৭-৮০০ মডেলের একটি প্লেন ঢাকায় অবতরণ করলে ১৫৪০ মার্কিন ডলার ও তার ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২ লাখ ২২ হাজার টাকা। অথচ একই প্লেন মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে নামলে তাকে মাত্র ১৫ হাজার ৫৩৭ টাকা ল্যান্ডিং চার্জ দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ একই প্লেন ঢাকায় নামলে মালয়েশিয়ার চেয়ে ২ লাখ ৭ হাজার টাকা বেশি চার্জ দিতে হয়। এই আকাশচুম্বী চার্জ যাত্রীদের টিকেটের দামেও প্রভাব ফেলছে। এয়ারলাইন্সগুলোর পক্ষ থেকে বারবার বেবিচক এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে বিষয়গুলো জানানো হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেয়নি। চার্জও কমায়নি। বর্তমানে দেশীয় ও বিদেশি সব এয়ারলাইন্সগুলোর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বোয়িং ৭৩৮-৮০০ মডেলের প্লেনের জন্য বিমান গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং চার্জ নিচ্ছে ২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার বা ৩ লাখ ৬ হাজার টাকা। অথচ মালয়েশিয়া পৃথিবীর অন্যতম একটি বড় বিমানবন্দর। সেখানে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং চার্জ মাত্র সাড়ে ৩ হাজার রিঙ্গিত বা ৯৭ হাজার ৫৪৫ টাকা। আড়াই দশক ধরে বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মো. কামরুল ইসলাম। বর্তমানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক-জনসংযোগ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে অতিরিক্ত জেট ফুয়েলের দাম, বিমানবন্দরের উচ্চ চার্জ এবং উচ্চ করের কারণে এয়ারলাইন্সগুলো ফ্লাইট বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার পর কয়েকটি এয়ারলাইন্স অপারেশনে ফেরার চেষ্টা করলেও বেবিচকের বকেয়া চার্জের ওপর বার্ষিক সারচার্জের পিষ্ট হয়ে তাদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়। দেশের এয়ারলাইন্সগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের নীতিমালায় নমনীয়তা আনতে হবে।

অটোরিকশায় ওড়না পেঁচিয়ে নারীর

বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

দিনের ভোট রাতে হওয়ার কোনো

সমস্ত সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে, সেগুলো আমরা সতর্কভাবে পরিহার করছি। তিনি বলেন, কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াতে চায় না নির্বাচন কমিশন। যেকোনো সিদ্ধান্ত কমিশনের সকল সদস্য মিলে নেওয়া হয়। একক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। এসময় ইশরাক হোসেনের ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গেও প্রশ্ন করা হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে। জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইশরাক হোসেনকে শপথ করানোর দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই। নির্বাচন কমিশন আদালতের নির্দেশনা পালন করে গেজেট প্রকাশ করেছে। আদালত দশ দিনের ভেতরে গেজেট প্রকাশ করতে বলেছিল; আদালতের বাধ্যবাধকতা মেনে দশম দিনের মধ্যে আমরা তা করেছি।

আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলায়

জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া বলেন, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সাইফুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গত রোববার আদালতে আবেদন করেন। আদালত গতকাল সোমবার আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলায় ভার্চুয়াল শুনানি শেষে তাকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আদেশ দিয়েছেন। বাকি তিন মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আবেদনের ওপর মঙ্গলবার শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজ উদ্দিন বলেন, আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় চিন্ময় দাসকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ভার্চুয়াল শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। গত বছরের ২৫ অক্টোবর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সনাতন সম্প্রদায়ের একটি বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ ওঠে। এর কয়েকদিন পর ৩১ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়। এ মামলায় ২৫ নভেম্বর তাকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের সেই মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন চট্টগ্রামের আদালত। সেদিনই চিন্ময় দাসের আইনজীবীরা ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন চেয়ে আবার জামিন আবেদন করেছিলেন। তার জামিন ঘিরে সংঘর্ষে জড়ান ভক্তরা। তাদের সংঘর্ষে নিহত হন চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী মো. সাইফুল ইসলাম আলিফ। তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। আইনজীবী সাইফুলকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তার বাবা জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা করেন। এ ছাড়া পুলিশের ওপর হামলা, কাজে বাধা এবং আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও পাঁচটি মামলা হয়। হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন ৫১ জন। তাদের মধ্যে হত্যায় জড়িত অভিযোগে ২১ জন গ্রেপ্তার রয়েছেন।

ঢাকাসহ ৬ বিভাগে

হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ দিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এতে বলা হয়, বুধবার (৭ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। আর দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতিবারের (৮ মে) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এদিন সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ দিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সময়ের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে।

পুলিশের সঙ্গে হাজী সেলিমের

আইনজীবীর মধ্যস্থতায় শান্ত হন। এরপর গ্রেপ্তার দেখানোর শুনানি শুরু হয়। পরে শাহবাগ থানার এক মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র। পরে ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে এজলাস থেকে হাজী সেলিমকে নামিয়ে হাজতখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও বাধে বিপত্তি। পুলিশের সঙ্গে ফের চিল্লাপাল্লায় লিপ্ত হন বাকশক্তিহীন হাজী সেলিম। পরে শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে এজলাস থেকে নামিয়ে হাজতখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তার মাথায় হেলমেট, বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং দুই হাত পেছন দিক থেকে পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কারের জন্য

থাকতে হবে।' তবে তিনি বলেন, 'দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়া যেন অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়।'রাজনৈতিক দলগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে মিলার বলেন, 'এই রূপান্তরের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। একইসঙ্গে তারা তাদের সমর্থন বাড়াতে চাইছে, যাতে করে নির্বাচনের সময় সুবিধা পাওয়া যায়।'তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কীভাবে কাজ করা হয়, সেটি আমরা চিহ্নিত করার জন্য কাজ করছি। সামনের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর ভূমিকা পালনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে। যখন নির্বাচন হবে তখন আমরা এই প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে চাই।'ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ব্রাসেলস সফর করে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে।' অন্যান্য দলগুলোও ইইউ'র রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে বলে তিনি জানান। রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়ে মাইকেল মিলার বলেন, 'রোহিঙ্গারা রাখাইনে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই এবং শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা মিলিটারি কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছি। আমরা ২০১৭ থেকে ৫০ কোটি ইউরোর মতো সহায়তা দিয়েছি। এখন সহায়তার পরিমাণ কমে আসছে এবং এজন্য আমরা রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করতে চাইছি।' মানবিক করিডোরের বিষয়ে তিনি বলেন, 'উদ্বাস্তুরা যে দেশেই থাকুক না কেন, আমরা তাদের সহায়তা করতে পারলে খুশি হবো। যদি সীমান্তের ওপার থেকে, তবে তাদের সহায়তা করার জন্য আমাদের একটি চ্যানেল লাগবে।'বাংলাদেশ থেকে ইইউ'র দেশগুলোতে অর্থপাচার হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'অর্থপাচারের ক্ষেত্রে ইইউ কাজ করবে না, বরং সদস্য দেশগুলোতে বিচার বিভাগ কাজ করবে। সদস্য দেশগুলোতে বিচার বিভাগকে প্রমাণাদি দিতে হবে অপরাধ সম্পর্কে এবং তারা সেগুলো বিবেচনা করবে। তবে, এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে কয়েক বছর লেগে যায়।' বাংলাদেশ ও ইইউ'র মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার জীবদশায় ইউরোপের প্রায় অর্ধেক দেশ কর্তৃত্ববাদ থেকে গণতন্ত্রের পথে এসেছে এবং এই রূপান্তর আমি কাছাকাছি থেকে দেখেছি।' বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা এবং সুশীল সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া। আমরা চাই, বাংলাদেশে তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করুক যাতে করে ইউরোপের কোম্পানিগুলো এখানে ব্যবসা করতে পারে। পানি, ডিজিটাল, পরিবহন, জ্বালানি, অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতে ইউরোপের কোম্পানিগুলো আগ্রহী বলে তিনি জানান।

ফয়জুল করীমকে মেয়র

আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীমকে মেয়র ঘোষণা করার জন্য ১৭ এপ্রিল বরিশাল নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয়। গত ২৪ এপ্রিল এই আবেদনের শুনানি তারিখ ৫ মে নির্ধারণ করেন বিচারক।

বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আরও

উদাত্ত আহ্বান জানান। ড. আসিফ নজরুল টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং প্রবাসী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ত্রিশ লাখেরও বেশি বাংলাদেশিকে সৌদি আরবের কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য সৌদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা আরও গভীর করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উপদেষ্টা আগামী ৮-৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ১৫তম যৌথ কমিশন এবং ৫ম যৌথ কারিগরি কমিটির সভার বিষয়ে অবহিত হন এবং সৌদি মন্ত্রীকে তার সুবিধামত সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান। উপদেষ্টা সৌদি ডাইন মিনিস্টারকে ৭ম বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্মেলন আয়োজন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান।

এপ্রিলে ৭ ব্যাংকের মাধ্যমে এক

মাধ্যমে কোন রেমিট্যান্স আসেনি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল। বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক। বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। অন্যদিকে, আলোচিত এপ্রিলে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৯৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৬১ কোটি ১০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আর বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ৬০ লাখ ডলারের। এর আগে সদ্য বিদায়ী মাস মার্চের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৩.২৯ বিলিয়ন (৩২৯ কোটি ডলার) ডলারের রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসেবে) যার পরিমাণ ৪০ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা। সে হিসেবে প্রতিদিন আসছে প্রায় ১০.৬১ কোটি ডলার বা ১২৯৫ কোটি টাকা করে। তবে গত বছরে, গত বছরের মার্চের পুরো সময় রেমিট্যান্স এসেছিল ১.৭১ বিলিয়ন বা ১৭১ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে সদ্য বিদায়ী মার্চে ১৫৮ কোটি ডলার বেশি এসেছে। আর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৭৮ কোটি ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১ হাজার ৭০৮ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪৭০ কোটি ডলার বেশি এসেছে। গত ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে দেশে। সে রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়লো মার্চ মাস। আর এ নিয়ে অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্ট থেকে টানা ৮ মাস দুই বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে এসেছে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার, নভেম্বর মাসে এসেছে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার এবং ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। আর সবশেষ মার্চে এলো ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স যা প্রবাসী আয়।

১৬ বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বিএনপির সমর্থন ধরে রাখার ক্ষেত্রে ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়তা আদৌ মাঠের ভোটবাক্সে রূপান্তরিত হচ্ছে কি না? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ভার্চুয়াল জনপ্রিয়তা আর নির্বাচনী শক্তি এক নয়। মাঠে জনসমর্থন ছাড়া শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে রাজনৈতিক দল টিকিয়ে রাখা কঠিন। আসন্ন ভবিষ্যৎ: রক্ষাকবচ নাকি আত্মহননের রণক্ষেত্র বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপি যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সংগঠিত বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে সাজিয়ে নিতে পারে, তাহলে এটি মাঠের রাজনীতির ঘাটতি অনেকাংশে পুষিয়ে দিতে পারবে। তবে যদি চলমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাহলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আত্মঘাতী হাতিয়ারে পরিণত হবে। বিএনপির এক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি, প্রযুক্তি দিয়েই প্রযুক্তির বিভ্রান্তি ঠেকাতে হবে। দলীয়ভাবে প্রশিক্ষিত মিডিয়া সেল ছাড়া এ যুদ্ধে জয় সম্ভব নয়।' অতএব, বিএনপির জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো একক, সুসমন্বিত বার্তা নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন, তরুণ কর্মীদের তথ্য যাচাই ও কৌশলী প্রচারণায় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিভ্রান্তিমূলক ও বিশৃঙ্খল প্রচার বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। রাজনীতির মাঠ যতই সংকুচিত হোক, জনগণের আস্থা এবং সাংগঠনিক সংহতি ছাড়া কোনো ডিজিটাল যুদ্ধই দীর্ঘমেয়াদে বিজয় এনে দিতে পারে না। বিএনপির সামনে এখন সেই কঠিন বাস্তবতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপির প্রভাব বাড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপির প্রভাব আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান। মাঠের রাজনীতিতে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে দলটি অভূতপূর্ব সক্রিয়তা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষ করে ফেসবুক, এক্স (সাবেক টুইটার), ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব, টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে বিএনপি নেতাদের উপস্থিতি এবং অনুসারীদের তৎপরতা নজর কাড়ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ফেসবুক পেজে বর্তমানে অনুসারীর সংখ্যা ৩৪ লাখের বেশি। এক্স অ্যাকাউন্টে অনুসারী আছে প্রায় ৮১ হাজার ৬০০। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুসারী প্রায় ৭৬ হাজার ৮০০। টিকটকে অনুসারীর সংখ্যা চার লাখ ৮৮ হাজারের বেশি। লাইকের সংখ্যা ৭৭ লাখের বেশি। বিএনপির ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ২৭ লাখের বেশি। টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার আছে প্রায় ৫২ হাজার ৬০০। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে অনুসারীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এসব পেজ ও অ্যাকাউন্টে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, বড় ছেলে তারেক রহমান, বিএনপির কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নেতার বক্তব্য, বৈঠক ও কর্মসূচির খবর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বিএনপির নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাংবাদিকরা নিয়মিত এসব পেজ, অ্যাকাউন্ট ও চ্যানেল থেকে নিয়মিত তাৎক্ষণিক খবরাখবর পাচ্ছেন। ফেসবুকে বেগম খালেদা জিয়া ফেসবুকে বেগম খালেদা জিয়া নামে একটি ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ রয়েছে। বর্তমানে এই পেজে অনুসারীর সংখ্যা ২৭ লাখের বেশি। এই পেজে খালেদা জিয়ার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও রয়েছে। তার চেয়ে বেশি বক্তব্যের ভিডিও রয়েছে তারেক রহমানের। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ছাত্রদের কর্মসূচির প্রতি সাড়া দিয়ে গত বছরের ৩০ জুলাই ফেসবুক প্রফাইল লাল করেছিলেন কারা নির্যাতিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এর কিছুদিন পরই ৫ আগস্ট পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ছুটে যান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে হাস্যোজ্জ্বল খালেদা জিয়াকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান তিনি। সেই ছবি ৭ আগস্ট খালেদা জিয়ার ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়। সেদিন ফেসবুক পেজে লাইভ করে জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দেন খালেদা জিয়া। বলেন, 'আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। শতশত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা।' তার সেই পোস্ট ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত দেখেছেন ৪০ লাখের বেশি মানুষ। মন্তব্য করা হয়েছে ১৯ হাজার ৩০০-এর বেশি। এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে খালেদা জিয়ার ফেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট ও চ্যানেল খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভার্চুয়াল জনপ্রিয়তায় শীর্ষে তারেক রহমান ফেসবুকে বেশ জনপ্রিয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বর্তমানে তার পেজে অনুসারীর সংখ্যা ৩৫ লাখের বেশি। এক্স প্ল্যাটফর্মেও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন তিনি। প্রতিদিন গড়ে এক হাজারের বেশি নতুন অনুসারী যুক্ত হচ্ছেন তার অ্যাকাউন্টে। বর্তমানে তার অনুসারীর সংখ্যা ৭৬ হাজারের বেশি। তারেক রহমান সক্রিয় রয়েছেন ইনস্টাগ্রামেও। অনুসারীর সংখ্যা নয় হাজার ৮০০-এর বেশি। ইউটিউব ও টিকটকে তারেক রহমানের ভেরিফায়েড চ্যানেল পাওয়া যায়নি। লন্ডন থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য, দলীয় নির্দেশনা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক ভিডিও নিয়মিত এসব মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাজার হাজার অনুসারী তাতে মন্তব্য করছেন, প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন এবং নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করছেন। এসব বক্তব্য ভাইরাল হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে। ফেসবুকে সক্রিয় বিএনপি মহাসচিবও ফেসবুকে সক্রিয় আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও। তার ফেসবুক পেজে অনুসারী আছেন পাঁচ লাখ ৯৮ হাজারের বেশি। ইউটিউব, টিকটক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে তার ফেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট ও চ্যানেল খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নামে ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে একাধিক পেজ ও অ্যাকাউন্ট থাকলেও কোনোটিই ফেরিফায়েড নয়। বিএনপি মিডিয়া সেলের শক্তিশালী ভূমিকা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বার্তা প্রচারে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় বিএনপি মিডিয়া সেল। ফেসবুকে বিএনপি মিডিয়া সেল পেজের অনুসারীর সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি। ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার ৮০০। টিকটকে অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৮৭ হাজার ৮০০। এক্সে অনুসারী আছে ৮০ হাজার ১০০-এর বেশি। বিএনপি মিডিয়া সেলের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার ৩৮ হাজারের বেশি। টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার প্রায় আট হাজার। এসব চ্যানেলে নিয়মিত লাইভ করে এবং বিশ্লেষণমূলক ভিডিও দিচ্ছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের কর্মকর্তারা, যার অনেকগুলোর ভিউ কয়েক লাখ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। দলীয় কর্মসূচি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, বক্তৃতার ক্লিপিং এবং ব্রেকিং আপডেট দিয়ে এসব পেজ, চ্যানেল ও অ্যাকাউন্ট বিরোধী রাজনীতির প্রধান অনলাইন মুখ হয়ে উঠেছে। ফেসবুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ইশরাক হোসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। তার ফেসবুক পেজে অনুসারীর সংখ্যা এখন ২৯ লাখের বেশি। এক্স অ্যাকাউন্টে অনুসারী আছে প্রায় ৫৭ হাজার ৩০০। ইনস্টাগ্রামে অনুসারী আছেন এক লাখ ৫৮ হাজারের বেশি। ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৮৩ হাজার ৫০০-এর বেশি। সরাসরি সম্প্রচারিত বক্তব্য, গ্রাউন্ড রিপোর্ট এবং আন্দোলনমুখী বিভিন্ন বার্তা ও ফটোকার্ড পোস্ট করে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে যুক্ত রাখছেন তিনি। বিশেষ করে শিক্ষিত শহুরে তরুণদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে দিন দিন। শামা ওবায়েদ ও নারীদের প্রতিনিধিত্ব বিএনপির অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় মুখ। তার রাজনৈতিক অবস্থান, নারীর অধিকার নিয়ে সরব অবস্থান এবং স্পষ্ট বক্তৃতা তাকে অনলাইন ব্যবহারকারীদের কাছে একটি পরিচিত মুখে পরিণত করেছে। ফেসবুকে তার অনুসারীর সংখ্যা দুই লাখ ৬০ হাজারের বেশি। অঞ্চলভিত্তিক নেতাদের জনপ্রিয়তা চট্টগ্রামের গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী, কুমিল্লার সাজ্জাদ মাহমুদ, চাঁদপুরের শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক কিংবা ময়মনসিংহের আবদুল কাইয়ুম বাবলুর মতো স্থানীয় নেতারাও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছেন। তাদের অনেকের ফলোয়ার ১০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে, কিন্তু পোস্ট রিচ লাখ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 'মিডিয়া যুদ্ধ' বিএনপির তরুণ কর্মীরা মিম, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেটেড ভিডিও ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অংশ ভাইরাল করে দিচ্ছেন ফেসবুক গ্রুপ ও পেজের মাধ্যমে। ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের অজস্র অনলাইন ইউনিট এখন তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুহূর্তে। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি নেতা নাসের রহমান কিংবা বিএনপির মিডিয়া সেলের কয়েকজন রয়েছেন যারা দলের সাংগঠনিক পদেও রয়েছেন, তারা মাঠের কর্মসূচিতে যতটা সক্রিয় থাকেন তার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সরব থাকেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মাঠের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কাটাতে বিএনপি ডিজিটাল যোগাযোগকে অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। এটাই এখন দলটির নতুন যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে তারেক রহমান ও ইশরাক হোসেনের মতো নেতারা হাত রেখেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব মহিউদ্দিন খান মোহন বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপির তৎপরতা রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যমের যে ভূমিকা রাখার কথা ছিল সেটা তারা রাখতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে বিএনপি তাদের কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্লাটফর্মে তুলে ধরেছে এবং সেখান থেকে জনগণ জানতে পেরেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার রয়েছে। বিএনপি যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে সে ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক তৈরি হয়। বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মুস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, জনগণের কাছে যাওয়ার অনেক মাধ্যম রয়েছে। যার মধ্যে প্রধানতম সহজ মাধ্যম হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। বিএনপি সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব রয়েছে। সরকার পরিবর্তনেও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব রয়েছে। আবার চরিত্র হননেরও শিকার হতে হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের পরামর্শে সোশ্যাল মিডিয়ার পরিচালনা কৌশল ঠিক করা উচিত।

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব শুধু বিএনপিতে নয়, পলাতক আওয়ামী লীগের রাজনীতিতেও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় প্রপাগান্ডা দেখতে পাই, আবার সত্য উঠে আসে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারুফ মল্লিক বলেন, বিএনপি অপপ্রচারের অস্ত্র হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে না। তারা তাদের দলীয় নীতি আদর্শ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের চেষ্টা করছে, ৩১ দফার প্রচারণা চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ বা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে, বিএনপির মধ্যে সেই অনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই। অনেকে বলার চেষ্টা করেন বিএনপি সোশ্যাল মিডিয়ায় শক্তিশালী নয়। কিন্তু আমি মনে করি জামায়াত ও জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি তাদের নিজেদের দলীয় কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এটা স্যোশাল মিডিয়ায় শক্তিশালী হওয়ার নমুনা হতে পারে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে গুলশান কার্যালয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'আমরা রাজনীতির মাঠে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে সোশ্যাল মিডিয়াকেও হাতিয়ার হিসেবে দেখতে পারি। তবে এ মাধ্যম যেন বিভ্রান্তি বা উসকানির উৎস না হয়, সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।' বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, 'আমরা মাঠে নামতে পারিনি, মিডিয়া ছিল নিয়ন্ত্রিত। তাই তরুণদের হাত ধরে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।' বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান ২০২০ সালে এক ভার্চুয়াল বক্তব্যে বলেন, আজকের রাজনীতি তথ্যযুদ্ধের রাজনীতি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সেই লড়াইয়ের অন্যতম মঞ্চ। সত্য প্রচারের জন্য এই মাধ্যম আমাদের অস্ত্র। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ এবং মিডিয়া সেল অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে নেতাকর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসর ও তুলনা ভারতে কংগ্রেস পার্টি এবং পাকিস্তানে পিটিআই, উভয় দলই সোশ্যাল মিডিয়াকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সফলভাবে ব্যবহার করেছে। ইমরান খানের পিটিআই দলের 'ডিজিটাল আর্মি' ২০১৮ সালের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অথচ বিএনপির মিডিয়া কৌশল এখনও অপেক্ষাকৃত ছন্নছাড়া। ২০২৩ সালে 'ডিজিটাল মিডিয়া ইন বাংলাদেশি পলিটিকস' শীর্ষক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিএনপি-সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজগুলোর সম্মিলিত রিচ ছিল প্রায় ৩৫ কোটি, যেখানে আওয়ামী লীগের ছিল প্রায় ৫০ কোটি। তরুণ ভোটারদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ বলেছে, তারা প্রথম রাজনৈতিক তথ্য পায় ফেসবুক বা ইউটিউব থেকে। এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা বিএনপির ডিজিটাল কার্যক্রমের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের ভাষায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটা মূলত তৈরি হয়েছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যোগাযোগের জন্য। এখন এটি প্রচার মাধ্যম বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এবং এক শ্রেণির প্রপাগান্ডার হাতিয়ার। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদ শেখ হাসিনা সরকার নিজেদের প্রয়োজনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটা বিএনপি ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে মামলা থেকে শুরু করে গ্রেপ্তার, হত্যা, গুম, নিপীড়ন করেছে। এখন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা সক্রিয় আছেন, তারা পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে যেভাবে পারছেন নীতির সমালোচনা না করে ব্যক্তির সমালোচনা ও আক্রমণ করছেন। হয়তো সাময়িক কিছুটা সময় নাগরিকদের মধ্যে আলোচনা হয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে বিএনপির জন্য নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারবে না। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেন, শুধু বিএনপির রাজনীতি নয়, গোটা বিশ্বেই এখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব পড়ছে। নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। তবে গণমাধ্যমের মতো সব সময় বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় না, ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ফরিদপুরে দু-দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩০

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তিন ঘণ্টা ব্যাপী চলা সংঘর্ষে কুদ্দুস মোল্লা (৬০) নামে একজন নিহত এবং কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। গত রোববার রাত ৮টার থেকে ১১টা পর্যন্ত ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের মকরমপুর্টি গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের ভাঙ্গা ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ পেয়ে ভাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের মকরমপুর্টি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দবির মাতব্বরের সঙ্গে একই গ্রামের বজলু মুন্সির দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। গত রোববার রাত ৮টায় দবিরের পক্ষের সোলেমান মাতুব্বর এবং বজলুর পক্ষের শাহ আলমের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় দুই দল গ্রামবাসী দেশি অস্ত্র, ডাল, কাতরা, টেঁটা রামদা, ইট নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু করে। তিন ঘণ্টা ধরে চলা এ সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে বেশ কিছু বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে কুদ্দুস মোল্লা নিহত ও ৩০ জন আহত হন। এ ব্যাপারে ভাঙ্গার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তাহসিন জুবায়ের জানান, সংঘর্ষে ঘটনায় এ পর্যন্ত আহত ৬-৭ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং কুদ্দুস মোল্লা নামে একজন নিহত হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মার্গে পাঠানো হবে। ভাঙ্গা থানার ওসি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, সংঘর্ষের খবর পাওয়ার পরপরই দ্রুত পুলিশ পাঠানো হয়। ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে তিনি জানান।

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ সবারই মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের জয়দেবপুর থানার মোগরখাল এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ পাঁচ জনের সবাই মারা গেছেন। সর্বশেষ গত রোববার রাত ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ১০ বছর বয়সী শিশু তানজিলা। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, তানজিলার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। ওই দুর্ঘটনায় দগ্ধ পাঁচ জনের সবাই মারা গেছেন। গত ২৭ এপ্রিল রাতে মোগরখাল এলাকার একটি বাসার রান্নাঘরে গ্যাস জমে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে ঘরে গ্যাস জমে ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়। আগুন জ্বালাতে গেলে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘরের ভেতর। বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ পাঁচ জনকেই রাত সাড়ে ১০টার দিকে উদ্ধার করে ঢাকার বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। তারা সবাই একই পরিবারের সদস্য। দগ্ধদের মধ্যে ছিলেন- সিমা আক্তার (৩০), পারভিন আক্তার (৩৫), পারভিন আক্তারের ছেলে আয়ান, তাসলিমা বেগম (৩০), তার মেয়ে তানজিলা (১০)। এছাড়া তাসলিমা ছিলেন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হাসপাতালে ভর্তির পরদিন ২৮ এপ্রিল মারা যান সিমা আক্তার। ২৯ এপ্রিল মারা যান তাসলিমা, ৩ মে সকালে শিশু আয়ান। তার একদিন পর মা পারভিন আক্তার মারা যান। সর্বশেষ ৪ মে রাতে মারা গেলো শিশু তানজিলা। নিহত পারভিনের স্বামী মাজহারুল ইসলাম জানান, তারা ওই বাসায় ভাড়া থাকতেন। ঘটনার সময় তিনি বাইরে ছিলেন। তিনি বলেন, যতটুকু জানতে পেরেছি, সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে ঘরে গ্যাস জমে ছিল। চুলায় আগুন জ্বালাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। পরে বিস্ফোরণের পর প্রতিবেশীরা পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে সবাই দগ্ধ হয়।

কক্সবাজারের সাবেক এমপি জাফর আলম রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলমের (৬৯) চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্রের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন আসামিকে আদালতে উপস্থিত করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। অন্যদিকে আসামির পক্ষে কোনও আইনজীবী ছিলেন না। এর আগে গত ২৮ এপ্রিল জাফর আলমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ'র আদালত। তার আগে ২৭ এপ্রিল রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকা হয়। মহাসমাবেশকে পণ্ড করার জন্য একই দিনে আওয়ামী লীগ পাল্টা সমাবেশ ডাকে। বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পুলিশের সহায়তায় মহাসমাবেশে হামলা চালানো হয়। হামলায় যুবদল নেতা শামীম নিহত হন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পল্টন থানায় একটি মামলা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাফর আলম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ২০২৪ সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন অংশ নিয়ে হেরে যান। জাফর আলম ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চকরিয়া পৌরসভার মেয়র ছিলেন। ২০১৪ সালে চকরিয়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। আওয়ামী লীগের পতনের পর তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চকরিয়া ও পেকুয়ায় অন্তত ১৫-১৬টি মামলা হয়েছে।

বগি লাইনচ্যুত, রাজশাহী থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর ছাড়লো বনলতা

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে চলাচল করা বিরতিহীন বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে রাজশাহী থেকে যাত্রা শুরু করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি গতকাল সোমবার সকাল ৭টার দিকে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার সময় একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। পরে সাড়ে ১০টার দিকে ট্রেনটি স্টেশন ছাড়ে। সংশ্লিষ্টরা জানান, রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার সময় বনলতা এক্সপ্রেসের একটি বগির চাকা ভেঙে লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। বগিটি অবশ্য উল্টে যায়নি। এতে কোনও হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। তবে ট্রেনটি আটকে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। এ ছাড়া এই সময় রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। অন্য রুটের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এদিকে, ট্রেনের বগি লাইনচ্যুতির কারণে সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় অনেক যাত্রী প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করতে থাকেন। পরে বগিটি তোলার পর সকাল সাড়ে ১০টায় ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে। রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের ব্যবস্থাপক শহীদুল আলম বলেন, টুলভ্যানের মাধ্যমে লাইনচ্যুত হওয়া বগিটি তোলা হয়। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। তিনি জানান, বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় যাত্রীদের টিকিটের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক যাত্রী টিকিটের টাকা রিফান্ড করে অন্য গাড়িতে চলে গেছেন। অনেকে আবার অপেক্ষায় ছিলেন। বগি উঠলে তারা বনলতা এক্সপ্রেসেই ঢাকায় যান।

কারা হেফাজতে ইমাম রইস উদ্দিনের মৃত্যুতে এনসিপি'র নিন্দা ও প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : কারা হেফাজতে গাজীপুর সিটির হায়দারাবাদ এলাকার আখলাদুল জামে মসজিদের খতিব রইজ উদ্দিনের মৃত্যুর ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। গত রোববার রাতে দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গত ২৭ এপ্রিল ইমাম রইস উদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে বর্বর নিপীড়ন চালানো হয় এবং তার মাথার চুল কেটে গলায় জুতার মালা পরিয়ে ভিডিওচিত্র ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ভুক্তভোগীকে পুলিশে সোপর্দ করা হয় এবং আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কারা হেফাজতে ভোর ৪টায় তার মৃত্যু হয়।

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্য যাতে না বাড়ে নিরসনে জোর দিন

বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক। ঢাকায় অর্থনীতিবিদেরাও দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখছেন। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসার সম্ভাবনা নেই। বরং এ বছর বাংলাদেশে আরও ৩০ লাখ মানুষ অতি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে, এ বছর বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২২ দশমিক নয় শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা ২০২২ সালে ছিল ১৮ দশমিক সাত শতাংশ। বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার পিছনে মূল্যস্ফীতি, চাকরি হারানো ও অর্থনীতির ধীরগতিকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে নিম্নবিত্ত মানুষকে চড়া দামে নিত্যপণ্য কিনতে হচ্ছে এবং চলতি অর্থবছরে প্রকৃত মূল্যস্ফীতির হার আরও বেড়ে ১০ শতাংশে হতে পারে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে প্রায় চার শতাংশ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। এই একই সময়ে দক্ষ কর্মীদের মজুরি দুই ও উচ্চ দক্ষ কর্মীদের মজুরি দশমিক পাঁচ শতাংশ কমেছে। এ কারণে জাতীয় দারিদ্র্য হার বাড়ছে, চরম দারিদ্র্যের হারও অনেক বেড়ে যাবে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, দারিদ্র্য রোধে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। অন্যথায়, দেশের অর্জিত উন্নয়ন অগ্রগতি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তিন দশমিক তিন শতাংশ হতে পারে; যা গত বছর ছিল চার দশমিক দুই শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল পাঁচ দশমিক আট শতাংশ। মূল্যস্ফীতি, চাকরি হারানো ও অর্থনীতির ধীরগতি'র মতো যে-সব বিষয়কে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবেদনে, অর্থনীতিবিদেরাও তাতে একমত। বাস্তবতা হলো আওয়ামী লীগ সরকারের শেষদিকে যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সাড়ে আট মাস পরও সেটা কমানো যায়নি। মূল্যস্ফীতির কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে চললেও সরকার প্রতিকার হিসেবে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সীমিত আয়ের মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চলছে ঢিমেতালে। সামাজিক সুরক্ষায় তৈরি কার্ডের তালিকা নিয়েও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ছাড়া কেবল আমলাদের দিয়ে সেটা করা সম্ভবও নয়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সাহসী সংস্কার দরকার। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আর্থিক খাত পুনর্গঠন, রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সহজ করতে হবে।

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র হোক স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শারীরিক-মানসিক সুস্থতা। শ্রমিকদের জীবন ও নিরাপত্তা নানা ঝুঁকির মুখে প্রতিনিয়তই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। অনেক পোশাক কারখানা আবাসিক ভবন পরিবর্তন করে বানানো হয়েছে, যা শিল্প কার্যক্রমের জন্য উপযোগী নয়। পুরোনো ভবন, অপর্যাপ্ত জায়গা এবং অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির চাপ ভবনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ভবনে পর্যাপ্ত জরুরি নির্গমন পথ থাকে না বা সেগুলো অবরুদ্ধ থাকে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের স্বার্থে ২৫টি মূল সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। সম্প্রতি কমিশনের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে এ প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বিশেষ সুপারিশ করেছে কমিশন। সেগুলো হলো শ্রম আইনে মহিলা শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দ ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রে তুই/তুমি সম্বোধন বন্ধ করা। সেই সঙ্গে নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার কথা বলা হয়েছে, যে সুপারিশ অন্যান্য কমিশনও করেছে। এ ছাড়া মজুরি দেরিতে হলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা ও জাতীয় ন্যূনতম মজুরি : সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। দেশে আট কোটি শ্রমজীবী মানুষ আছে। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ বা সাত কোটি শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নেই। শ্রমবিষয়ক সংস্কার কমিটি এই শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে। বিশ্বের কোনো না কোনো জায়গায় কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির দুর্ঘটনা ঘটে। আবার কেউ কেউ চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে। একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ শুধু শ্রমিকের জীবনের জন্যই নয়, প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়, প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য মতে, প্রতি বছর প্রায় ২.৩ মিলিয়ন মানুষ কর্মক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা বা রোগে প্রাণ হারায়। এছাড়া লাখ লাখ মানুষ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হন বা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভোগেন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পকারখানার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা ঝুঁকিও বেড়েছে। এখানে গার্মেন্টস, নির্মাণশিল্প ও কৃষি খাতে কর্মরত শ্রমিকেরা নানা ধরনের ঝুঁকির মুখোমুখি হন। অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, রাসায়নিক দুর্ঘটনা-এসব দুর্যোগ আমাদের এখনো মনে করিয়ে দেয়, সচেতনতা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা কতটা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু আইনি কাঠামো নয়, সচেতনতা, সংলাপ, বাস্তব প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারখানায় স্থায়ী মেডিক্যাল চেকআপ সেন্টার স্থাপন করতে হবে। শ্রমিকদের বছরে অন্তত দুইবার পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে, বিশেষ করে চোখ, ফুসফুস, চর্মরোগ ও স্নায়বিক সমস্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা। চিকিৎসক ও প্যারামেডিকের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা উচিত।

উন্নয়নের নামে গাছ কাটা বন্ধ হোক

গাছ আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছপালা এবং গাছের কারণেই আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পেরেছি। বিকাশ হচ্ছে মানব সভ্যতার। গাছ শুধুমাত্র আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন নয়। গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে বলেই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী বেঁচে থাকে। গাছ আমাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়। অনেক গাছে ফল হয় যা পাখি ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষও বিভিন্ন ফল যেমন- আম, আপেল এবং কলাসহ বিভিন্ন ফলের স্বাদ গ্রহণ করে। গাছের পাতা ও বাকল ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গাছ পশুপাখি ও মানুষকে আশ্রয় দেয়। বিশাল ঘনগাছ ও গাছ-পালা ভরা অরণ্য বন্যপ্রাণী ও পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে এবং সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্র্যের দিকে অবদান রাখে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো অক্সিজেন। আর এই অক্সিজেন গাছ থেকে পেয়ে থাকি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। এখন যখন দেশব্যাপী প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ চলছে, তখন পরিবেশ ঠান্ডা রাখতে একমাত্র গাছই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু উন্নয়ন নামক নানা প্রকল্প গ্রহণ করতে গিয়ে পরিবেশ রক্ষাকারী গাছকেই কেটে ফেলা হচ্ছে। এ উন্নয়নের গাছ কাটার উদ্যোগ কোনোভাবেই পরিবেশের তো উপকার করবেই না; বরং এটিকে পরিবেশ ধ্বংস করার নতুন অপতৎপরতা বলতে হবে। রাজধানীসহ সারাদেশে উন্নয়নের নামে এভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে সবুজ। সারা দেশে নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে জলাভূমি ও সবুজবলয় ধ্বংস হচ্ছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বিলুপ্তির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এ কারণে তীব্র তাপদাহ চলছে।উন্নয়নের নামে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট এবং প্লাস্টিক-বর্জ্য উৎপাদনের কারণে আমাদের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলছে। ২৫ ভাগ বনভূমি থাকার কথা থাকলেও দেশে মাত্র ১৫ ভাগ বনভূমি আছে, যার অধিকাংশই নান-াভাবে সংকটাপন্ন। প্রকল্পের পর প্রকল্পের করাতে কাটা পড়েছে বৃক্ষরাজি। আর উধাও হয়ে যাচ্ছে গাছের ছায়া। খাতা-কলমে একটি কাটলে তিনটি গাছ লাগানোর কথা। তবে রাজধানীতে কোথায়, কত বিকল্প গাছ লাগানো হয়েছে তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। তাপদাহ যখন ঢাকাকে পোড়াচ্ছে, ঠিক তখন গাছ কাটার বিষয়টি নগরবাসীর মনে দাগ কেটেছে। ষাটের দশক থেকে রাজধানীর পরিধি ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সবুজ ক্রমেই ধূসর হয়ে এসেছে। নৃশংসভাবে গাছ কেটে যে নগরায়ণ করা হয়েছে তার বিরূপ প্রভাব এখন আমরা ভোগ করছি। শব্দদূষণ, মারাত্মক বায়ুদূষণ ও অসহনীয় তাপমাত্রা রাজধানীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের নামে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং কাটা গাছের স্থানে দেশীয় বৈচিত্র্যময় প্রজাতির বৃক্ষবলয় গড়ে তুলতে হবে।

দেশে সাংবাদিকতাই শ্রেষ্ঠ পেশা হবে কবে

মো: হায়দার আলী

সংবাদপত্রকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনিবার্য এক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাংবাদিকদের জাতির বিবেকও বলা হয়। সাংবাদিকগণ হচ্ছেন জাতির জাগ্রত বিবেক। আর সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। সংবাদপত্রের যাত্রা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও বিংশ শতাব্দীতে সংবাদপত্র বিভিন্ন দেশীয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বর্তমানেও করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি দেশের সাংবাদিক, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা, চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি, মন্ত্রী, শিক্ষক সমাজ যদি সৎ, যোগ্য, বাস্তববাদী হয় তবে যে কোন ধরনের উন্নতি করতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আমি নিজে যত্রতত্র সাংবাদিক পরিচয় দিতে লজ্জিতবোধ করি। পেশাগত কাজে কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনে যদি কোথাও এই পরিচয়টা দিই তখন মানুষ সম্মান করে। কিন্তু আমার ধারণা, ওই সম্মানটা ভেতর থেকে হয় না। আমি সাংবাদিক হলেও হয়ত ব্যতিক্রম কেউ, এই ধারণা আমি তাদের ভেতরে জন্মাতে ব্যর্থ হই। তবুও আমি মনে করি, এই ব্যর্থতা আমার নিজের নয়, গোটা সাংবাদিক সমাজের। কারণ পেশাটাকে আমরা কেবল ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছি এবং ওই ব্যর্থতার জায়গায় নিয়ে গেছি। যার কারণে পুলিশের পাশাপাশি এখন সাংবাদিকদের নামও উচ্চারিত হয়। পুলিশ কিংবা সাংবাদিকরাই (সবাই নয়) যে ওই দোষে দুষ্ট তা নয়, যে কোনো পেশার দিকে আপনি তাকাবেন প্রায় একই দোষের মানুষ পাবেন। ধরুন শিক্ষকতা পেশার কথা। শিক্ষকদের এক সময় আদর্শবান বলা হতো। কিন্তু এখন ওই অভিধায় তাদের আর অভিহিত করা হয় না। দেখা হয় না শ্রদ্ধার চোখেও। আদর্শের ওই জায়গা থেকে অনেক শিক্ষকই এখন সরে এসেছেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অভিযোগ থেকে শুরু করে ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ এন্তার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে নকল পরিবেশন করারও। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ঠিকমতো ক্লাস না নিয়ে এনজিওর কনসালটেন্সি করেন, গোপনে পড়ান অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও। সুতরাং নীতি-আদর্শের জায়গাটা সব পেশাতেই হয় খোয়া গিয়েছে, না হয় টলটলায়মান। বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় নীতি-আদর্শে টিকে থাকা হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আগুনে হাত রাখার মতো। লোভ-স্বার্থান্ধতা সবসময়ই আমাদের মধ্যে কাজ করে। তাই নীতি-আদর্শে টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। নীতি-আদর্শ ত্যাগ করার নাম আধুনিকতা কিংবা উত্তর-আধুনিকতা নয়। তাই শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী কেউই নীতি-আদর্শে পুরোপুরি টিকে থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কেবল পুলিশ কিংবা সাংবাদিকের দোষ কী? ডাক্তার মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, সুযোগ বুঝে রোগীর শ্লীলতাহানি ঘটান, ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর মৃত্যুও ঘটান। কি খেলাধুলা, কি শিল্প-সাহিত্য, কি ব্যবসা-বাণিজ্য, কি চিকিৎসা যে কোনো একটি সেক্টরের দিকে তাকালেই বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র বোঝা যায়। আমরা কোনো কাজই মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করি না। করলেও সততার চেয়ে দুর্নীতি ও ফাঁকিই সেখানে প্রাধান্য পায়। এর জন্য মূলত রাজনৈতিক দলগুলোই দায়ী। তারা সবাই মিলে দেশ ঠিক করলে দেশের প্রতিটি সেক্টরের এমন করুণ দশা হতো না। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নই দেশকে এমন অস্থিতিশীল, আদর্শহীন, দুর্নীতিপ্রবণ জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। তাই বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করে। যদিও বর্তমানে দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। পুলিশ দুই টাকা, একটি সিগারেট অথবা এক খিলি পান পর্যন্ত ঘুষ খায় এমন অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়। সাংবাদিকরা অবলীলায় তার আদর্শের জায়গা থেকে সরে যায়, আর শিক্ষক, বিচারকরাও অভিযুক্ত হন ঘুষ-দুর্নীতিতে। এই দেশ, দেশের মানুষ একদিন ঠিক হবে। সাংবাদিকদের দুর্নাম কুড়াতে হবে না, বাংলাদেশেও সাংবাদিকতা শ্রেষ্ঠ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু কবে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাদের দেশের ওই সব মানুষ গুলি কতটা সৎ, তার নমুনা হিসেবে দেখা গিয়েছে করোনা প্রস্তুতিতে ত্রাণের চাল, ডাল, সোয়াবিন তেল চুরির প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সুইপার, পিয়নসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ বাণিজ্য, দরপত্রে যেমন সর্বোচ্চ দরদাতা কাজ পেয়ে থাকে তেমনি চাকুরির করার যোগ্যতা, মন মানসিকতা থাক আর না থাক সর্বোচ্চ উৎকোচ দাতা চাকুরি পাচ্ছেন।একজন ডিগ্রি পাশ বেকার ছাত্র দেড়বিঘা জমি এক নেতাকে লিখে দিয়ে কলেজে অফিস সহায়কের চাকুরি নিয়েছেন, একবছর পর বেতনভাতা হয়েছে। ওই জমির দাম ৩০/৩৫ লাখ টাকা। সে এখন কান্না করে বলেন চাকুরি না করায় ভাল ছিল। এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, উপজেলার চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, মহিলালীগ, কৃষকলীগসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বাধ্য করেই নিয়োগ দিয়েছেন। এর বিনিময়ে কর্মচারী প্রতি ১০/১২ লাখ, শিক্ষক প্রতি ১৫ লাখ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতি ২০/৪০ লাখ টাকা, সহঃ প্রধানের ক্ষেত্রে কয়েক লাখ টাকা কম নিয়েছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী নিয়োগে নিয়েছেন ৮/১২ লাখ টাকা। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ আওয়ামী লীগ দলীয় পদ-পদবি গ্রহণ করে মাদার অফ মাফিয়া অধীনে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনে নিয়ম ভঙ্গ করে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে হাজার হাজার ব্যালট পেপারে আগাম নৌকায় সীল মেরে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিশাল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়েছেন। তারা নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। শুধু কি তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, সহঃ প্রধান, সহকারী শিক্ষক, সুপার, সহঃ সুপারগণ পদপদবীধারী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলালীগের নেতারা নিয়োগবানিজ্য, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হাটঘাট, করিডোর, কাস্টম, সাব-রেজিস্টার অফিস, বালুমহল, জলমহল, খাসপুকুরসহ বিভিন্নভাবে কোটি কোটি কাল টাকার সম্পদ গড়েছেন আর এমপি, মন্ত্রী নেতার গড়েছেন শ শ কোটি টাকার সম্পদ। এসব নিউজ করতে গিয়ে মফস্বলের সাংবাদিকগণ মামলা হামলা হয়রানির সম্মুখীন হয়েছেন। আর পট পরিবর্তনের পর ওই সব সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের অনেকেই এখন বিএনপি ও জামায়াতের ছত্রছায়ায় চলছেন। কেউ কেউ ভোল্ট পাল্টিয়ে ওই দুইটি দলের নেতা পাতি নেতা সাথে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে যাচ্ছে, প্রথম দিকে আসন পাচ্ছেন। ফেস বুকে ছবি দিয়ে বীরদর্পে ঘুরে বেরাচ্ছেন। ভাগবাটোয়ারা করে অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছেন। বিএনপি কিছু সুবিধাবাদী নেতা মামলা করলেও রহস্যজনক কারণে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের পদধারী নেতা, লুটপাটকারী নেতা, জনপ্রতিনিধিদের নামে মামলা করা হয় নি। যারা লাখ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, আওয়ামী লীগের নেতা ও মেয়র, উপজেলার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, এমপি ফারুর চৌধুরীর ডান হাত বাম বলে খ্যাত, থিম ওমর প্লাজায় বসে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য, খাস পুকুর বাণিজ্য, খাদ্য গুদামসহ বিভিন্ন প্রকল্প করে লুটে নিয়েছেন কোটি কোটি, ওমর প্লাজায় ফ্ল্যাট, দোকান বাড়ি কিনেছেন রহস্যজনক কারণে মামলার আসামি করা হয়নি। এমনকি আওয়ামী লীগ দলীয় পদ নিয়ে প্রত্যেক নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হয়ে রাতের আধারে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে হাজার হাজার ব্যালট পেপারে নৌকায় সিল মেরেছিল তাদেরকেও আসামি করা হয়নি। তারা কিছু অসৎ নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে আছেন। প্রতিমাসে দিতে হচ্ছে চাঁদা। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে সাইজ করতে খুন, লুটপাট, দোকান, জমি, পুকুর দখলের রাজত্ব কায়েম করছেন। সুবিধাবাদী নেতা বহিষ্কার হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, লুটপাট, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলা হচ্ছে যা পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আনলাইন নিউজ পোটাল, টিভি নিউজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে। ওই সব সুবিধাবাদী বিএনপির নেতাদের থামাতে হবে এখনই। তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী নেতাদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা এরা বিএনপি তথা তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার ভাল চান না এরা তৃতীয় পক্ষের হয়ে কিংবা শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের হয়ে বিগত দিনে এবং এখনও কাজ করছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর বিগত ১৫ থেকে ১৮ বছর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রুপি নতা, জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের নিউজ করে গিয়ে সাংবাদিকদের হতে হচ্ছে হয়রানির সম্মুখীন ও প্রভাবশালীদের সন্ত্রাসী বাহি-নীর দ্বারা প্রহৃত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আওয়ামী সরকারের ১৫ বছর সময় থেকে সাংবাদিকতা পেশাটি দিনদিন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে পড়েছিল এখনও অব্যাহত রয়েছে, আর মফস্বল সাংবাদিকগণ বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের এক একটি নিউজ যেন এক একটি প্রতিপক্ষ। সংবাদপত্রের অবস্থাও ভাল নেই করোনাকালীন সময় থেকে অনেক সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সাংবাদিক চাকুরি হারিয়েছেন এবং অনেকের বেতন ভাতা কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে অনেক পত্রিকার অবস্থা নাজুক। বর্তমানে দীপ্ত টিভির সম্প্রচার বন্ধসহ তিন জন সাংবাদিককে বহিস্থার করা হয়েছে। সংবাদপত্রের ইতিহাসের দিকে একটু লক্ষ্য করা যাক, ১৫৬৬ সালে ভেনিসে হাতে লেখা সংবাদ প্রচার করা হতো। চারটি কাগজ একসঙ্গে গোল করে পেঁচিয়ে পাঠকের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো সপ্তাহে সপ্তাহে। ইতালি ও ইউরোপের যুদ্ধ ও রাজনীতির খবর থাকত এসব কাগজে। ১৬০৯ সালে প্রথম ছাপা সংবাদপত্র বের হয় জার্মানি থেকে, জোহান ক্যারোলুসের উদ্যোগে। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত রিলেশন নামের এই পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। ইংরেজি ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বের হয় আমস্টার্ডাম থেকে, ১৬২০ সালে। ফ্রান্সের প্রথম পত্রিকা বের হয় ১৬৩১ সালে এবং আমেরিকার প্রথম সংবাদপত্র বের হয় ১৬৯০ সালে। ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট। ১৭৮০ সালের জানুয়ারিতে জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় বের হয়। চার পাতার এই পত্রিকার আকার ছিল ১২ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি। পর্তুগিজরাই প্রথম ভারতে মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসে। ১৫৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাঠের তৈরি ছাপার যন্ত্র জাহাজ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় নামানো হয়েছিল। ওই বছরেই নাকি সেখান থেকে বই ছাপা হয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু সে বই কেউ চোখে দেখেনি। হুগলিতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৮ সালে। এখন সে সংবাদপত্রে কতটা আধুনিকতার ছোঁয়া, বেড়ে সুযোগ সুবিধা, সংবাদ পাঠানো প্রকাশিত হতে আর সময় ক্ষেপণ করতে হয় না তথ্য প্রযুক্তির বদলাতে কয়েক সেকেন্ডে তা করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, অনলাইন পত্রিকা, মাসিক এরকম বিভিন্ন প্রকারভেদের পত্রিকা রয়েছে এবং দেশের সকল প্রধান জেলাসমূহে এসব পত্রিকা পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র জেলাভিত্তিক পত্রিকাও ছাপা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন দৈনিকের সান্ধ্যকালীন সংস্করণ প্রকাশ হয় না। তবে প্রচলিত ব্রডশীটের পত্রিকার পাশাপাশি সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্তমানে অধিকাংশ ছাপানো পত্রিকারও অনলাইন সংস্করণ দেখা যায়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন শাখা থেকে সংবাদপত্রের নিবন্ধন প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখের হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে নিবন্ধিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৩০৬১টি (অনলাইন গণমাধ্যম অন্তর্ভুক্ত নয়) যার মধ্যে ১২৬৮টি ঢাকা থেকে এবং ১৭৯৩টি অন্যান্য জেলা থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দৈনিক ১২১৩টি, অর্ধ-সাপ্তাহিক ৩টি, সাপ্তাহিক ১১৮১টি, পাক্ষিক ২১৩টি, মাসিক ৪১০টি, দ্বিমাসিক ৮টি, ত্রৈ-মাসিক ২৮টি, চর্তুমাসিক ১টি, ষান্মাসিক ২টি এবং বার্ষিক ১টি পত্রিকা রয়েছে। আগে বলা হয়েছে মহৎ পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে সারা বিশ্বে 'ফোর্থ স্টেট' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি শুধু বলার খাতিরে বলা নয়। হাতিয়ার হিসেবে সাংবাদিকতা সৎ রিপোর্টিংকে এর মৌলিক ভিত্তি (প্রিমিজ) হিসেবে এবং রিপোর্টিংয়ের সঠিকতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে বলেই সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজকের এ জটিল টালমাটাল বিশ্বে সাংবাদিকতা নিজেকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে পেরেছে। এ রকমটা না করতে পারলে সাংবাদিকতা হয়ে যেত শুধু একটা ব্যবসার ব্যাপার। সাংবাদিকতার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কাভার করার সময় ব্রিটিশ সাংবাদিক ও গবেষক হেমিংওয়ে বলেছিলেন, 'আমি হলাম সেই তাঁতি যার প্রতিদিনের বুননে উঠে আসে জাতির শোক, সুখ, জয়গানের গল্প।' সংবাদপত্র হল রাষ্ট্রের দর্পণ। আর সাংবাদিকরা হলেন জাতির বিবেক। সাংবাদিকতাকে বলা হয় নির্মাণ বা ধ্বংসের গদ্য। সাংবাদিকতা জাতির চিন্তা-চেতনার শৈলী ও সুপ্ত মনমানসিকতা সৃষ্টিতে বা বিনাশে কতটুকু ভূমিকা পালন করে, তা কোনো বুদ্ধিমান, সচেতন ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে অস্পষ্ট নয়। মানবতার অতন্দ্র প্রহরী সৎ সাংবাদিকরা দেশ ও জাতির শেষ ভরসা। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা জাতির জাগ্রত বিবেক এবং পাঠকরাই হচ্ছেন তার প্রাণশক্তি। তবে ভুয়া খবর মানুষের মধ্যে সাংবাদিকতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে, এ কথা সবার জানা। তবুও ভুয়া খবর প্রচার করা হয় মিডিয়াগুলোতে, অনেক সময় বুঝেশুনে স্বেচ্ছায়, আবার অনেক সময় প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই না করে। ফলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে; তাতে বিপর্যয়ও ঘটে। শোনা যায়, কখনও কখনও পজিটিভ রিপোর্টিং করার জন্য কিংবা ভালো কভারেজ পাওয়ার জন্য মূল্যবান বা ব্যয়বহুল গিফট দিতে হয়। এমনকি, সত্য কিন্তু ইমেজ নষ্ট করতে পারে এমনতর! সংবাদ ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করা হয়। যেমন- এক দেশে একবার একটি হোটেলের পাশে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরদিন পত্রিকায় প্রথম পাতায় আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে প্রচার হয়- '(অমুক) শহরের একটি অভিজাত হোটেলে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।' ব্যস, আর যায় কোথায়? শুরু হল অভিজাত মহলে গুঞ্জন। সে হোটেলের ব্যবসায় নামল ধস। একবার গরুর মাংসের ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছিল যখন মিডিয়ায় খবর প্রকাশ পায় যে, গরুর মাংস খেয়ে 'কোথাও' কেউ 'অমুক' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এ ছাড়াও ভাষার ওপর ভালো দখল থাকলে একজন সাংবাদিক একটি বিষয়কে পুরোপুরি ড্যামেজ করে দিতে পারেন অথবা একই বিষয়ের চিত্র পাল্টেও দিতে পারেন। উদাহরণগুলো সঠিক সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে। কেউ কেউ এ রকম সংবাদকে 'হলুদ সাংবাদিকতা' বলে থাকে। হলুদ সাংবাদিকতার প্রচলন বহু আগে থেকেই। এক শ্রেণির দুষ্টু, স্বার্থশিকারি সাংবাদিক হলুদ সাংবাদিকতার আশ্রয় নিয়ে তাদের টার্গেট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করে স্বার্থসিদ্ধির অপপ্রয়াস চালায়। হলুদ সাংবাদিকতা যেহেতু তথ্য ও সত্যকে আড়াল করে মনগড়া সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে জড়িত, সেহেতু এরূপ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সৎ সাংবাদিকরা সব সময় সোচ্চার। অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন বা গুজব ছড়ানো কিংবা 'ভীতিজনক' শিরোনাম দিয়ে পাঠক/দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য হলুদ সাংবাদিকতা ব্যবহার করা হয়। এতে পত্রিকার কাটতি কিংবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আকর্ষণ হয়ত সাময়িক বাড়ে; কিন্তু পরিণামে জনমানুষের কোপানলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

> **সাংবাদিকগণ হচ্ছেন জাতির জাগ্রত বিবেক। আর সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। সংবাদপত্রের যাত্রা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও বিংশ শতাব্দীতে সংবাদপত্র বিভিন্ন দেশীয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বর্তমানেও করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি দেশের সাংবাদিক, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা, চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি, মন্ত্রী, শিক্ষক সমাজ যদি সৎ, যোগ্য, বাস্তববাদী হয় তবে যে কোন ধরনের উন্নতি করতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আমি নিজে যত্রতত্র সাংবাদিক পরিচয় দিতে লজ্জিতবোধ করি। পেশাগত কাজে কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনে যদি কোথাও এই পরিচয়টা দিই তখন মানুষ সম্মান করে। কিন্তু আমার ধারণা, ওই সম্মানটা ভেতর থেকে হয় না। আমি সাংবাদিক হলেও হয়ত ব্যতিক্রম কেউ, এই ধারণা আমি তাদের ভেতরে জন্মাতে ব্যর্থ হই। তবুও আমি মনে করি, এই ব্যর্থতা আমার নিজের নয়, গোটা সাংবাদিক সমাজের। কারণ পেশাটাকে আমরা কেবল ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছি এবং ওই ব্যর্থতার জায়গায় নিয়ে গেছি। যার কারণে পুলিশের পাশাপাশি এখন সাংবাদিকদের নামও উচ্চারিত হয়। পুলিশ কিংবা সাংবাদিকরাই (সবাই নয়) যে ওই দোষে দুষ্ট তা নয়, যে কোনো পেশার দিকে আপনি তাকাবেন প্রায় একই দোষের মানুষ পাবেন। ধরুন শিক্ষকতা পেশার কথা। শিক্ষকদের এক সময় আদর্শবান বলা হতো। কিন্তু এখন ওই অভিধায় তাদের আর অভিহিত করা হয় না। দেখা হয় না শ্রদ্ধার চোখেও। আদর্শের ওই জায়গা থেকে অনেক শিক্ষকই এখন সরে এসেছেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অভিযোগ থেকে শুরু করে ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ এন্তার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে নকল পরিবেশন করারও। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ঠিকমতো ক্লাস না নিয়ে এনজিওর কনসালটেন্সি করেন, গোপনে পড়ান অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও। সুতরাং নীতি-আদর্শের জায়গাটা সব পেশাতেই হয় খোয়া গিয়েছে, না হয় টলটলায়মান। বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় নীতি-আদর্শে টিকে থাকা হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আগুনে হাত রাখার মতো। লোভ-স্বার্থান্ধতা সবসময়ই আমাদের মধ্যে কাজ করে**

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ও করণীয়

বাহলুল আলম

এ কথা আজ বিশ্ববাসীর কাছে নতুন কোন ধারণা নয় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন। জলবায়ুর এই নেতিবাচক পরিবর্তন মানব সভ্যতার সামনে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবর-জীবিকার ওপর চরম আঘাত হানতে যাচ্ছে, যা ইতোমধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। জলবায়ু পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিবেশে পরিবর্তন আনছে না, এটি মানব জীবন, খাদ্য উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি সবকিছুই প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে নিম্নে বিশদ আলোচনা কর হলো– জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের ৬ষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২১ শতকের শেষনাগাদ বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে ১ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ২৩ মি.মি. হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে । উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে প্রায় ১০টি জেলা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ ১ মিটার বাড়লে প্রায় ১৭% জমি এবং ৩০ মিলিয়ন মানুষ ঝুঁকিতে পড়বে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অনুসারে, গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৬%।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা : ২০৫০ সালের মধ্যে ১.৫২ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের বসতি হারাতে পারে উপকূলীয় অঞ্চলে। এদের বলা হচ্ছে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু', যাদের অনেকেই শহরমুখী হয়ে চরম দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। সুন্দরবন বন জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাবের শিকার। নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ার সাথে সাথে স্রোতের অভাবে লোনা পানি ঢুকে মিঠা পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। সম্ভাব্য ক্ষতি : মৎস্য শিল্পের ধ্বংসে উপকূলীয় জেলেরা জীবিকা হারাচ্ছেন। সুন্দরবনের ক্ষয়ে ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষার প্রাকৃতিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (সুন্দরবন) রয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিপন্ন হতে পারে। বাংলাদেশ বন বিভাগের তথ্যমতে, সুন্দরবনের ৪০% অঞ্চল আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বিলীন হতে পারে, যা বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতি তহবিলের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, সুন্দরবন যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল, তেমনি এটি উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানবিক ও পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি করবে । পানিবাহিত রোগ (ডায়রিয়া, টাইফয়েড, চর্মরোগ) বাড়ছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পরে বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র অনুযায়ী, ২০২২ সালে জলবায়ুজনিত কারণে বাংলাদেশে ৭ লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। শহরমুখী অভিবাসন বৃদ্ধি পাবে, ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো বিভাগীয় শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি। বস্তি ও সামাজিক অস্থিরতা তথা অপরাধ, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েই যাবে, মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে যারা বাস্তুচ্যুত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বেই; বিশেষ করে জলবাহিত রোগ এবং তাপমাত্রার কারণে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের প্রবণতা পরিবর্তন হলে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং কলেরা রোগের বিস্তার বাড়বে। স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে এবং দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে। জলবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি অনাবাদি হয়ে পড়বে। ধান, গম, সবজি, পাটসহ বহু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩০-৪০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। গবাদি পশু ও খামারব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানির সংকট তীব্র হবে, লবণাক্ততা ভূগর্ভস্থ ও পৃষ্ঠজল উভয়েই আক্রান্ত করবে, বিশুদ্ধ পানির অভাবে জলবাহিত রোগ ও অপুষ্টি ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারে। মৎস্য ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হবে; সুন্দরবনসহ উপকূলীয় নদী ও মোহনার জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে। চিংড়ি, ইলিশ ও অন্যান্য মাছের প্রজনন হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে জীবিকা হারাবে লাখো মানুষ। করণীয় হিসেবে উপকূলীয় এলাকায় গাছ লাগানো, বিশেষ করে সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ বন সম্প্রসারণ, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। বাড়ির চারপাশে নারকেল, তাল, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি গাছ রোপণ করা। চাষাবাদের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান, গম বা সবজির জাত নির্বাচন করা। লবণ সহনশীল কৃষি গবেষণা ও বীজ সরবরাহে বিনিয়োগবৃদ্ধি করা। পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার দক্ষ করার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ। শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর না করে হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ (বিশেষ করে বা ফ্লক পদ্ধতিতে), হস্তশিল্প বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়া। নারীদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে সেলাই, কুটির শিল্প এবং ছোটখাটো উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া। উঁচু মাচা বা প্ল্যাটফর্মের উপর ঘর নির্মাণ। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে উপযোগী স্থাপত্য গঠন করা। স্থানীয় সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে সঠিকভাবে যাতায়াত নিশ্চিত করা। পরিবারভিত্তিক জরুরি পরিকল্পনা তৈরি (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ওষুধ, শুকনো খাবার সংরক্ষণ)। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা। স্কুল ও কমিউনিটিতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা। সরকার বা এনজিওর মাধ্যমে বিনামূল্যে চারা, প্রশিক্ষণ, টেকসই কৃষি সরঞ্জাম গ্রহণ। উপকূলীয় জেলায় মিষ্টি পানির রিজার্ভার নির্মাণ। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ঘরে ঘরে হারভেস্টিং সিস্টেম চালু করা। দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সরকারি সুযোগ সম্পর্কে অবগত থাকা। আগাম ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা ও এসএমএস সতর্কবার্তা প্রযুক্তি আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করা। জলবায়ু কারণে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর জন্য গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (যেমন আশ্রয়ণ প্রকল্প) আরও সম্প্রসারণ। কর্মসংস্থান ও শিক্ষা নিশ্চিত করে সামাজিকভাবে পুনঃঅন্তর্ভুক্তি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল শক্তিশালী করা। উন্নত দেশগুলো থেকে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ সংগ্রহে সক্রিয় কূটনীতি। ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য লস অ্যান্ড ড্যামেজ অর্থায়ন নিশ্চিত করা। জাতীয় জলবায়ু ফান্ড গঠন করে উপকূলীয় উন্নয়নে ব্যবহার। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বহু-খাতভিত্তিক সমন্বিত নীতি গ্রহণ। আগামী প্রজন্মের জন্য আজ থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের মানসিকতা, অভ্যাস ও নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে- নাহলে ২০৫০ সালে উপকূল নয়, পুরো বাংলাদেশই বিপদের মুখে পড়তে পারে।

> **বাড়ির চারপাশে নারকেল, তাল, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি গাছ রোপণ করা। চাষাবাদের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান, গম বা সবজির জাত নির্বাচন করা। লবণ সহনশীল কৃষি গবেষণা ও বীজ সরবরাহে বিনিয়োগবৃদ্ধি করা। পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার দক্ষ করার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ। শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর না করে হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ (বিশেষ করে বা ফ্লক পদ্ধতিতে), হস্তশিল্প বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়া। নারীদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে সেলাই, কুটির শিল্প এবং ছোটখাটো উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া। উঁচু মাচা বা প্ল্যাটফর্মের উপর ঘর নির্মাণ। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে উপযোগী স্থাপত্য গঠন করা। স্থানীয় সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে সঠিকভাবে যাতায়াত নিশ্চিত করা। পরিবারভিত্তিক জরুরি পরিকল্পনা তৈরি (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ওষুধ, শুকনো খাবার সংরক্ষণ)। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা। স্কুল ও কমিউনিটিতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা। সরকার বা এনজিওর মাধ্যমে বিনামূল্যে চারা, প্রশিক্ষণ, টেকসই কৃষি সরঞ্জাম গ্রহণ। উপকূলীয় জেলায় মিষ্টি পানির রিজার্ভার নির্মাণ**

দিনিপ্রো ও খারকিভে রাশিয়ার হামলায় নিহত ১, আহত ৩৯

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের দিনিপ্রো ও খারকিভ নগরীতে রাতে রাশিয়ার হামলায় কমপক্ষে একজন নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার ভোরে এ তথ্য জানায়। কিয়েভ থেকে এএফপি জানায়, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৮-১০ মে পর্যন্ত রাশিয়ান বাহিনী যুদ্ধবিরতি পালন করবে বলে ঘোষণা করার পর এই হামলা চালানো হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই পদক্ষেপকে 'কারসাজি' বলে অভিহিত করেছেন। দিনিপ্রো পেট্রোভস্কের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের গভর্নর সের্গেই লিসাক বলেছেন, দিনিপ্রোতে এক ব্যাপক ড্রোন হামলায় একজন নিহত হয়েছে। নগরীর মেয়র বরিস ফিলাটভও একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে দিনিপ্রো দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার ভয়াবহ আক্রমণ থেকে নিরাপদে থেকেছে। তবে রাশিয়ান বাহিনী আঞ্চলিক দখলের চেষ্টা করায় ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হয়েছে। মঙ্গলবার এই অঞ্চল থেকে কিছু লোককে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নগরী খারকিভের মেয়র ইগর তেরেখভ বলেন, রাশিয়ান সীমান্তবর্তী নগরীটিতে ১৬টি হামলার খবর পাওয়া গেছে। এসব হামলায় ৩৯ জন আহত হয়েছেন। রাশিয়ার সীমান্তেবর্তী কুরস্ক অঞ্চলের অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নর আলেকজান্ডার খিনশটাইন টেলিগ্রামে বলেছেন, রিলস্ক নগরীর উপকণ্ঠে একটি ড্রোন হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন, যাদের দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফ্রান্সের নতুন নিষেধাজ্ঞার 'হুমকির' তীব্র নিন্দা ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের জাতিসংঘ মিশন তেহরানের পরমাণু কর্মসূচির ওপর ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক চুক্তির অধীনে প্রত্যাহার করা নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনরায় আরোপের জন্য ফ্রান্সের 'হুমকির' নিন্দা জানিয়েছে। গতকাল বুধবার ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের গণমাধ্যম এই খবর জানিয়েছে। গত সোমবার ফ্রান্স বলেছে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচীর কারণে ইউরোপীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে জার্মানি এবং ব্রিটেনের সাথে তারা 'এক সেকেন্ডের জন্যও ইরানের ওপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করতে দ্বিধা করবে না'। কারণ, তেহরান এবং ওয়াশিংটন একটি নতুন চুক্তির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘে ইরানের মিশন দেশটির 'ইসনা' সংবাদ সংস্থা প্রচারিত একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, 'হুমকি এবং অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইলের আশ্রয় নেওয়া সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।' ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়ার সাথে ২০১৫ সালে ইরানের সাথে করা পরমাণু চুক্তির পক্ষ, যা থেকে তিন বছর পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাহার করে নেয়। চুক্তির অধীনে পক্ষগুলো 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়াটি চালু করতে পারে, যা ইরানের অমান্যের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহাল করবে। এই বিকল্পের মেয়াদ শেষ হবে অক্টোবরে। দীর্ঘদিনের শত্রু ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ এপ্রিল থেকে তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে, যা একটি নতুন চুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তিনি আলোচনার জন্য জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন সফরে যেতে ইচ্ছুক। ইরানের জাতিসংঘ মিশন তাদের চিঠিতে বলেছে, 'হুমকি বা চাপের মুখে প্রকৃত কূটনীতি এগিয়ে যেতে পারে না।' 'যদি ফ্রান্স এবং তার অংশীদাররা সত্যিই কূটনৈতিক সমাধানে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই বলপ্রয়োগ ত্যাগ করতে হবে। ভারতের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ জনের প্রাণহানি ভারতের কলকাতার এক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। পুলিশ গতকাল বুধবার জানায়, কয়েকজন জানালা দিয়ে ছাদে উঠে পালিয়ে যানকলকাতা থেকে এএফপি এ তথ্য জানায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডের পর কলকাতার পুলিশ প্রধান মনোজ ভার্মা এএফপিকে বলেন, হোটেলটির কক্ষ ও ছাদ থেকে বেশ ক'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'এই ঘটনায় দুই শিশু ও এক নারীসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে।' অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দেড় কোটির বেশি মানুষের ব্যস্ত মহানগর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যটি তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি শাসিত। মনোজ বলেন, 'হোটেলটি একটি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে। অনেক লোক শ্বাসরোধে মারা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।'

ট্রাম্পের শুল্কের চাপে কারখানা সরানোর পরিকল্পনা স্যামসাংয়ের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির জেরে কিছু পণ্যের উৎপাদনস্থান সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে স্যামসাং ইলেকট্রনিকস। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের চিপ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে চীনে তাদের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছে দক্ষিণ কোরীয় প্রযুক্তি জায়ান্টটি। গতকাল বুধবার প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে তাদের চিপ তৈরির বিভাগের মুনাফা আগের প্রান্তিকের তুলনায় ৬২ দশমিক ১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ওন (প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একই সময়ে রাজস্ব ১৭ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ওনে। মেমোরি চিপ বা মেমোরি ব্যবসা নিয়ে স্যামসাং বলেছে, উচ্চ ব্যান্ডউইডথ মেমোরি (এইচবিএম) চিপের রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারে উন্নত এইচবিএমতই চিপের অপেক্ষায় চাহিদা কমে যাওয়ায় তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। চীন এখনো স্যামসাংয়ের বৃহত্তম বাজার, যেখানে গত বছর কোম্পানিটির এক-তৃতীয়াংশের মতো আয় হয়েছে। একইসঙ্গে, ট্রাম্প প্রশাসনের ২৫ শতাংশ 'পাল্টা' শুল্কের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে শুল্ক থেকে অব্যাহতির বিষয়ে আলোচনা চলছে। সাময়িকভাবে এই শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্যামসাংয়ের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা পার্ক সুন-চিওল জানিয়েছেন, ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ও ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্স ইউনিটের কিছু উৎপাদন পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে বৈশ্বিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শুল্কের প্রভাব কমানো যায়। যদিও তারা নির্দিষ্ট করে বলেনি কোথায় উৎপাদন সরানো হতে পারে, তবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য অধিকাংশ টিভি মেক্সিকোতে তৈরি হয়। এছাড়া একটি টিভি ইউনিট ক্যালিফোর্নিয়াতেও রয়েছে। রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন ও ড্রায়ারসহ গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি দক্ষিণ ক্যারোলিনা ও মেক্সিকোতে উৎপাদন হয়। তবে আশার দিক হলো, স্মার্টফোন ও টিভিসহ ভোক্তা ইলেকট্রনিকস বিভাগে (ডিভাইস এক্সপেরিয়েন্স ইউনিট) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই ইউনিটের মুনাফা এক প্রান্তিকে দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ওন এবং রাজস্ব ২৮ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৫১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ওনে।

উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধজাহাজে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের নির্দেশ কিমের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন দেশটির নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলোতে দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ গতকাল বুধবার জানায়, কিম একটি নতুন যুদ্ধজাহাজের অস্ত্র ব্যবস্থার পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানেই এই নির্দেশ দেন। পিয়ংইয়ং সম্প্রতি 'চোয়ে হিয়ন' নামের ৫,০০০ টনের একটি ডেস্ট্রয়ার শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ উন্মোচন করে। বিশ্লেষকদের মতে, জাহাজটিতে স্বল্পপাল্লার কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র যুক্ত থাকতে পারে। দুই দিনের এই অস্ত্র পরীক্ষার প্রথম দিনে কিম উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছে কেসিএনএ। পরে তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নৌবাহিনীকে পারমাণবিকায়নে গতি আনার নির্দেশ দেন। পিয়ংইয়ং থেকে এএফপি জানায়, পূর্ব ঘোষণায় উত্তর কোরিয়া দাবি করেছিল, এই জাহাজে 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র' সংযুক্ত রয়েছে এবং এটি আগামী বছর কার্যক্রম শুরু করবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, জাহাজটি ভূমি ও আকাশে লক্ষ্যেবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম। গত মঙ্গলবারের পরীক্ষায় 'জাহাজ থেকে জাহাজে নিক্ষেপযোগ্য কৌশলগত নির্দেশিত অস্ত্র', বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কামান, ধোঁয়া ও বৈদ্যুতিক বিঘ্নকারী বন্দুক পরীক্ষা করা হয় বলে জানিয়েছে কেসিএনএ। আগের দিন সোমবার পরীক্ষা করা হয় শব্দের গতি সম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ও ১২৭ মিমি স্বয়ংক্রিয় কামান। কিম বলেন, উত্তর কোরিয়ার জাহাজভিত্তিক আঘাত ক্ষমতা বর্তমানে শব্দের চেয়ে বেশি গতি সম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও কৌশলগত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র'সহ সর্বোচ্চ শক্তির অস্ত্রের সঙ্গে কার্যকরভাবে একত্রিত হয়েছে। সিউলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্র উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা, ১০ ফ্লাইট বাতিল করলো পিআইএ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পহেলাগামে হামলার পর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে কোনো সময় পাকিস্তানে হামলা চালাতে পারে ভারত। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের জাতীয় বিমান সংস্থা (পিআইএ) স্কার্দু ও গিলগিটগামী দশটি নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল করেছে। ফ্লাইটের সময়সূচি থেকে জানা গেছে, করাচি ও লাহোর থেকে স্কার্দুগামী দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামাবাদ থেকে স্কার্দুগামী আরও দুটি ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে। এদিকে ইসলামাবাদ-গিলগিট রুটে চারটি ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের সূত্র জানিয়েছে, ইসলামাবাদ থেকে একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার স্কার্দুগামী দুটি ফ্লাইটও অনিশ্চিত। বিমানবন্দর কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মস্কোর পক্ষে যুদ্ধে '৬০০ উত্তর কোরীয় সেনা নিহত'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মস্কোকে সাহায্য করার জন্য পিয়ংইয়ং সেনা মোতায়েনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করার পর গতকাল বুধবার সিউলের একজন আইন প্রণেতা জানান, রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উত্তর কোরিয়ার প্রায় ৬০০ সেনা নিহত

ও আরো কয়েক হাজার আহত হয়েছেন। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার ব্রিফিংয়ের পর সংসদের গোয়েন্দা কমিটির সদস্য লি সিওং-কুয়েন সাংবাদিকদের বলেন, এখন পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার সেনা হতাহতের সংখ্যা প্রায় চার হাজার ৭০০, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০০ জন নিহত হয়েছেন। উত্তর কোরিয়া সোমবার প্রথমবারের মতো রাশিয়ায় সেনা মোতায়েনের কথা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানায়, পিয়ংইয়ংয়ের সেনারা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল কুরস্কে ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মস্কোকে সহায়তা করেছে। উভয় দেশের আনুষ্ঠানিক নীরবতার কয়েক মাস পর মস্কোও পৃথকভাবে উত্তর কোরিয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। যদিও সিউল ও ওয়াশিংটন পিয়ংইয়ংয়ের বিরুদ্ধে এর আগেও সাহায্যের জন্য সেনা ও অস্ত্র পাঠানোর অভিযোগ করেছে। লি বলেন, এই বছর প্রায় দুই হাজার সেনাকে পারমাণবিক অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়ায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তাদের পিয়ংইয়ং ও দেশের অন্যান্য স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। উত্তর কোরিয়া 'রাশিয়ার কুরস্ক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করায় দুটি পর্যায়ে ১৮ হাজার সেনা মোতায়েন করে'। মার্চ মাস থেকে এই অঞ্চলে সংঘর্ষ হ্রাস পেয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, ছয় মাস ধরে লড়াইয়ের পর, সিউলের জাতীয় গোয়েন্দা পরিষেবা অনুমান করেছে, উত্তর কোরিয়ার বাহিনীর 'যুদ্ধক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে'। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া বারবার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য সেনা মোতায়েনের নিন্দা জানিয়েছে এবং ক্ষেপণাস্ত্রসহ কনটেইনার বোঝাই অস্ত্র পাঠানোর জন্য উত্তর কোরিয়ার সমালোচনা করেছে। সিউল দাবি করেছে, এর বিনিময়ে পারমাণবিক অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছে। এ ছাড়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে আক্রমণ শুরুর পর থেকে মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিরল এক সফরে উত্তর কোরিয়ায় গেলে দুই দেশের মধ্যে একটি বিস্তৃত সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত বছর পিয়ংইয়ং জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে একের পর এক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, পারমাণবিক অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়া এসব অস্ত্র রাশিয়াকে রপ্তানির জন্য পরীক্ষা করে থাকতে পারে, যাতে সেগুলো ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। সূত্র : এএফপি

বিনোদন

সমালোচনার জবাব দিলেন পিয়া বিপাশা

বিনোন ডেস্ক : আলোচিত মডেল-অভিনেত্রী পিয়া বিপাশা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে খুব অল্প বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলেন পিয়া। সেই সংসারে সোহা নামের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তবে সেই সংসারটি টেকেনি। বিচ্ছেদের পর শোবিজে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় ২০১৯ সালের জুলাইয়ে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য আংটি বদল করেন 'রুদ্র দ্য গ্যাংস্টার'খ্যাত এই নায়িকা। এরপর ২০২০ সালে বিয়ে করেন তিনি। তার বর ইউরোপের নাগরিক। বিয়ের পর পর্দায় না দেখা গেলেও সামাজিকমাধ্যকে সরব পিয়া। প্রায়ই খোলামেলা ছবি প্রকাশ করেন তিনি। ছবিতে তার আবেদনময়ী রূপ নজর কাড়ে অনুসারীদের। আবার পড়তে হয় সমালোচনার মুখেও। তবে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। পিয়া বলেন, আমি এখানে ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করছি। মডেলিং করছি। বিভিন্ন ব্যান্ডের সঙ্গে কাজ করছি। ব্যান্ডের ওরা যোগাযোগ করে। আমি ছবি তুলে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করি। সেখান থেকে আমি নিয়মিত টাকা পাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ছবিগুলো কখনো আমার স্বামী তুলে দেয়, কখনো মেয়েও তুলে দেয়। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি আমি ক্যামেরা কিনেছি। লাইটিং ও এডিটিংয়ের কৌশল শিখেছি। আমার বাসায় স্টুডিও আছে। বেশির ভাগ ছবি স্টুডিওতে ওরাই তুলে দেয়। আবার কখনো ফটোগ্রাফার তুলে দেয়। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার পর উল্টাপাল্টা মন্তব্য করার কারণে মন্তব্যের ঘর বন্ধ করে রেখেছি চার থেকে পাঁচ বছর। ফেসবুক পেজের মন্তব্যের ঘরও বন্ধ করে রেখেছি। কারণ, মানুষ আজেবাজে মন্তব্য করে। তবে আমার হাজব্যান্ড অনেক খুশি। সে চায়, আমি খোলামেলা জামা পরি, এটা তার ভালো লাগে। পিয়া জানান, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে বিভিন্ন পণ্যের যেসব পোস্ট করেন, তার জন্য বেশ ভালো সম্মানী পান। তার দাবি, এই সম্মানী কখনো দুই হাজার ডলার, আবার কখনো তিন হাজার ডলারের মধ্যে। বর্তমান জীবন নিয়ে এই অভিনেত্রীর ভাষ্য, আমার এখন আর কোনো স্বপ্ন নেই। যা চেয়েছি, গত পাঁচ বছরে সবই পেয়েছি।

ফেসবুকে মাহির রহস্যময় পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ঢালিউড চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বরাবরই বেশ সক্রিয়। প্রায়শই তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন, অনুভূতি বা কাজের বিভিন্ন আপডেট ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকেন। সম্প্রতি তার একটি ফেসবুক পোস্ট নতুন করে আলোচনা ও জল্পনার জন্ম দিয়েছে বিনোদন পাড়ায় এবং নেটিজেনদের মাঝে। মাহি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দেন। যেখানে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, 'একটু আদরে আমাকে রাখো'। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। এই ছোট্ট কিন্তু আবেগঘন বাক্যটি নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই এই পোস্টটি মাহির ব্যক্তিগত জীবনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন। ভক্তদের একাংশ মনে করছেন, এই স্ট্যাটাসের মাধ্যমে মাহি হয়তো তার জীবনের শূন্যতা, একাকীত্ব প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, এটি হয়তো কোনো গানের লাইন বা সিনেমার সংলাপও হতে পারে। তবে মাহি নিজে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তার এই রহস্যময় পোস্ট ভক্তদের মনে তৈরি করেছে নানা প্রশ্ন। তিনি কি সত্যিই মানসিকভাবে কিছুটা একাকী বোধ করছেন, নাকি এটি কেবলই তার মনের একটি ক্ষণিকের অনুভূতি প্রকাশ?

হানিয়াকে পানি উপহার পাঠালো ভারতীয় ভক্ত!

বিনোদন ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মিরের পেহেলগামে হামলার ঘটনায় পর পাকিস্তান-ভারত দুই দেশ একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আপাতত সাময়িক ভাবে তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়েছে ভারত। পাশাপাশি পাকিস্তানি শিল্পীদের ভারতে নিষিদ্ধ করার দাবিও উঠেছে। এর মাঝে পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের কাছে ভারতীয় ভক্তরা তার কাছে এক বক্স পানির বোতল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে বলে গুঞ্জন রটেছে। ভারতেও এই পাকিস্তানি অভিনেত্রীর অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী রয়েছে। তাই হানিয়ার জন্য চিন্তিত হয়েই এক বাক্স পানির বোতল পাঠানোর এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরেছে। সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত হওয়ার কারণেই রসিকতা করে ভারতের ভক্তরা হানিয়াকে পানির বোতল পাঠিয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও এই রসিকতার জন্য নেটিজেনদের একাংশের পক্ষ থেকে কটাক্ষও ধেয়ে এসেছে। তাঁদের মতে এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এই রসিকতা মোটেই উপযুক্ত নয়।

'ইসলাম কখনো সন্ত্রাসবাদ শেখায় না'

বিনোদন ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় নতুন করে তোপের মুখে পড়েছে। দেশটির বিজেপি সরকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারাও ইসলামবিদ্বেষী বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছে। এমন অবস্থায় সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের মুসলিম অভিনেতা ইমরান হাশমি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। একইসঙ্গে অভিনেতা আরও জানান, ইসলাম কখনো সন্ত্রাসবাদ শেখায় না। সম্প্রতি ইমরান হাশমির 'গ্রাউন্ড জিরো' সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এ সিনেমাও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। সিনেমার প্রচারেই একটি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন অভিনেতা। যেখানে তিনি বলেন, আশা করি পেহেলগামকাণ্ডে সরকার সঠিক বিচার নিশ্চিত করবে। কারণ হিসেবে অভিনেতা বলেন, কাশ্মির পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা। তারা খুব পরিকল্পনা করেই হামলা করেছে। কারণ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রই ওদের নিশানায় ছিল। আশপাশে তেমন কোনো রাস্তাও ছিল না। ইমরান হাশমি বলেন, আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে নিশ্চয়ই ভালো বোঝে। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠছে–পেহেলগাময়ে আরও কড়া নিরাপত্তা থাকা উচিত ছিল। এ জায়গাটা বিরাট। কত সেনা মোতায়েন করা যায়।

আজীবন সম্মাননা পেলেন ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা

বিনোদন ডেস্ক : 'দ্য গডফাদার' সিনেমাকে সর্বকালের সেরা আমেরিকান সিনেমার তকমা দেওয়া হয়। এবার এই সিনেমার নির্মাতা, একাধিক অস্কার বিজয়ী ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলাকে এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হলো। এসময় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি তার 'নির্ভীক' মনোভাবের প্রশংসা করা হয়। আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট কর্তৃক এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কপোলার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আরেক চলচ্চিত্র কিংবদন্তি স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং জর্জ লুকাস। এ সময় স্পিলবার্গ কপোলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি আমেরিকান চলচ্চিত্রের আদর্শকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনি গল্পকারদের একটি নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন।' স্পিলবার্গ মনে করেন, সর্বকালের সেরা আমেরিকান ছবি কপোলার 'দ্য গডফাদার'।

ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন মৌনী রায়

বিনোদন ডেস্ক : ভূতের ছবিতে অভিনয় করা এক রকম। আর যদি সেই ধরনের সিনেমার শুটিংয়ের মাঝেই হঠাৎ বাস্তবে কিছু ভয়ংকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তা ভিন্ন অভিজ্ঞতা। এদিকে বলিউড অভিনেত্রী মৌনী রায় ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি ঠিক ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আজ বৃহস্পতিবার মুক্তি পেতে চলেছে মৌনী রায় অভিনীত ভৌতিক-কমেডি ছবি 'দ্য ভূতনি'। যেখানে সঞ্জয় দত্ত একজন ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বর্তমানে মৌনী তার আসন্ন ছবির প্রচারও করছেন। সেখানেই অভিনেত্রী তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক পুরোনো ঘটনার কথা তুলে ধলেছেন।

যে হোটেলে মৌনী উঠেছিলেন সেখানে হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। যে ঘটনার কথা ভেবেই আজও শিউরে উঠছেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর কথায়, 'ওই শহরটা আমার কাছে একদম নতুন ছিল। আমি নিজেও তখন একটা ছোট শহরে থাকতাম। কেউ আসলে হোটেলে আমার ঘরের চাবি চুরি করেছিলেন। তাই আমার ঘর খোলার চেষ্টা করছিলেন। তবে যেটা ভালো বিষয়, তখন আমি একা ছিলাম না। আমার ম্যানেজারের সঙ্গেই ছিলাম। যখন আমরা বুঝতে পারলাম কী হচ্ছে, তখন চিৎকার শুরু করি।' মৌনীর ভাষ্য, 'আচমকা এমন ঘটনায় প্রথমে ঘাবড়ে যাই। তারপর আমরা রিসেপশনে ফোন করার চেষ্টা করি। বুঝতে পেরে ওই ব্যক্তি বাধা দিয়ে বলেন, তিনি ঘর পরিষ্কারের কাজ করতে এসেছেন। আমি তাকে পালটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, দরজায় ধাক্কা না দিয়ে বা কলিং বেল না বাজিয়ে কে এই ভাবে দরজা খুলতে আসে? তাও রাত ১২.৩০ টায়?' প্রসঙ্গত, মৌনী রায় এবং সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও 'দ্য ভূতনি' ছবিতে সানি সিং, পলক তিওয়ারি এবং আসিফ খানের মতো তারকারাও অভিনয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধান্ত কুমার সচদেবা। যে সিনেমায় মৌনীকে একটি ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে।

নতুন গান নিয়ে হাজির হলেন জেফার

বিনোদন ডেস্ক : আজকাল অভিনয় নিয়ে অনেক বেশি আলোচনায় থাকেন জেফার রহমান। 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন' সিরিজের দ্বিতীয় সিজনে তিনি অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। তবে গায়িকা জেফার রহমানও সমানতালে আলোচনায় রয়েছেন। সিরিজটিতে অভিনয়ের পাশাপাশি 'বৈয়াম পাখি ২' গানে কণ্ঠ দিয়েও শ্রোতাদের মনে দোলা দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে গেল ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত আফরান নিশো অভিনীত সিনেমা 'দাগি'-তে জেফার রহমানের গাওয়া গান 'নিয়ে যাবে কি' ইতোমধ্যেই শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে। বাঁধনের কথায় এবং জেফারের সুরে তৈরি এই গান অনলাইনে বেশ প্রশংসিত হয়েছে এই গান। তারই ধারাবাহিকতায় এবার নতুন গান নিয়ে হাজির হলেন জেফার। এ গানটির নাম রেখেছেন তিনি 'তীর'। গত মঙ্গলবার জেফারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানটি। গাওয়ার পাশাপাশি এর সুরও করেছেন জেফার নিজেই। গানের কথা যৌথভাবে লিখেছেন জেফার ও আদিব কবির। গানটির কনসেপ্ট এবং ক্রিয়েটিভ দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। মিউজিক ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন পার্থ শেখ। কোরিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন টিজে ফাইজা। জেফার জানান, ''তীর' গানটি মূলত ভয় ও সংশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা থেকে তৈরি। ২০২১ সালে গানটির সুর তৈরির কাজ শুরু হলেও নানা কারণে তা শেষ করতে সময় লেগে যায়। অবশেষে ২০২৪ সালে পুরো সংগীতায়োজন সম্পন্ন করে ভিডিওসহ প্রকাশ পেল গানটি।'

নার্সারিতে টবের চাহিদা বেড়েছে। তাই টব তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কুমারেরা। দক্ষিণ মমিনপুর, রংপুর।

কুষ্টিয়ায় চকলেটের লোক দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গ্রেফতার ১

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে চকলেটের লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে নুজদার শেখ (৭২) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের এলংগী বাগানপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা ও তিন সন্তানের জনক। তিনি পেশায় মুদি দোকানী। ঘটনার শিকার ওই শিশু এবং অভিযুক্ত বৃদ্ধ সম্পর্কে প্রতিবেশী দাদা-নাতিন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার শিকার ওই শিশু এলংগী আশ্চর্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিতে পড়ে। গত মঙ্গলবার দুপুরে প্রতিবেশী নুজদার শেখের দোকানে আইসক্রিম কিনতে যায়। সে সময় লম্পট নুজদার চকলেটের লোভ দেখিয়ে শিশুটিকে দোকানের ভিতরে ডেকে নিয়ে যায় এবং তার কোলের ওপর বসিয়ে হাত দিয়ে যৌন নিপীড়ন করে। এরপর শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবার কাছে বিষয়টি খুলে বলে। আরো জানা গেছে, বিষয়টি প্রথমে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে স্বজনরা। কিন্তু পরে বিষয়টি জানাজানি হলে রাতে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন শিশুর মা। কুমারখালী থানার উপ-পরিদর্শক বিপ্লব বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে আসামি গ্রেপ্তার করে।

দুর্গাপুরে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি গৃহবধূকে ধর্ষণ মামলা গ্রেফতার

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এক গৃহবধূ(২২)কে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত আবুল কাশেম(৪০)কে গ্রেপ্তার করেছে। আটক করা হয় তাকে। গত সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের বায়রাউড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার দিবাগত রাতে ওই গৃহবধূর শাশুড়ী রান্না করতে গেলে ঘরে তেল শেষ দেখে দোকানে যান তেল আনতে। এ সময় বাড়িতে একাই ছিলো গৃহবধূ (২২)। তেল কিনে বাড়ি ফিরে শাশুড়ী দেখেন পুত্রবধূ ঘরে নেই। এ সময় ডাক দিলে কোনো সাড়া না পাওয়ায় মোবাইলের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে আশেপাশে খোঁজাখুজি করেন। একপর্যায়ে বসত ঘরের উত্তর পার্শে টয়লেট সংলগ্ন ফাকা স্থানে লাইট ধরলে প্রতিবেশী আবুল কাশেম উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখেন শাশুড়ী। সে-সময় সেখানে পুত্রবধূও পড়নের জামা নিজের হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে। আরও জানা যায়, শাশুড়ী এ-সময় তার পুত্রবধূকে জিগ্যেস করে জানতে পারেন মুখে চেপে ধরে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে আবুল কাশেম। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে শাশুড়ী বাদী হয়ে আবুল কাশেমকে আসামী করে দুর্গাপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ব্যাপারে দুর্গাপুর থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে গতকাল বুধবার সকালে আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে। এছাড়াও মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

ভাষা সৈনিকের জীবনীর ওপর প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ

বরিশাল প্রতিবেদক : সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক ও ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের স্মরণে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাজী গোলাম মাহবুব ফাউন্ডেশনের আয়োজনে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলার গৌরনদী উপজেলা পরিষদের হলরুমে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক রিফাত আরা মৌরি। ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক জহুরুল ইসলাম জহিরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল জলিল, প্রেসক্লাবের আহবায়ক গিয়াস উদ্দিন মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খোকন আহম্মেদ হীরা। বরিশাল জেলা উত্তর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোল্লা মাহফুজের সঞ্চলানায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক রাজারাম সাহা, সাংবাদিক কাজী আল আমিনসহ অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতায় ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে চারটি গ্রুপে বিজয়ী ১৭ জনকে পুরস্কার হিসেবে অতিথিরা ক্রেস্ট, সনদপত্র ও বই তুলে দিয়েছেন।

প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে রয়েছে অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়াগাছ। বছরের এই সময়ে কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুল ফোটে। এতে সড়কের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

দু'মাস জাটকা বিরোধী নিষেধাজ্ঞা শেষে মাছ ধরতে নদীতে জেলেরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : ইলিশসহ অন্যান্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস অভয়াশ্রমে সকল প্রকার মাছ ধরা বন্ধ থাকার পর চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা নদীতেও মাছ ধরা শুরু হয়েছে। দীঘ প্রতিক্ষার পর নদীতে মাছ ধরতে পারায় প্রকৃত ইলিশ ছেলেদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তবে, নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে মাছ ধরতে যাবেন বা যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু বড় জাল নৌকার জেলেরা তেমন মাছ না পাবার আশংকা করছেন তারা। একমাত্র নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলে ভর বর্ষাতে ইলিশ পাবার আশা তাদের। সরজমিনে দেখা যায়, এতদিন যেসব আড়তে ছিল সুনশান নিরবতা সেইসব আড়ত জেলে, মৎস্যজীবী ও আড়তদারদের হাঁকডাকে মুখরিত হয়ে উঠছে নিষেধাজ্ঞা তুলে যাবার একদিন আগ থেকেই। মাছ ধরে বিগত দিনের ধার-দেনা শোধ করে ঘুরে দাঁড়াতে চান জেলেরা। তবে চাঁদপুরের নদীতে মাছ পাওয়া যাচ্ছে খুবই কম। এবার জাটকা রক্ষা মওসুমে চাঁদপুরের নদ নদীতে প্রচুর জাটকা নিধন হয়েছে। ছোট ছোট জেলে নৌকার জেলেরা স্থানীয় প্রশাসনের অভিযানকে আড়াল করে ঠিকই নদীতে গেছেন এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে মাছ ধরেছেন বলে অভিযোগ পর্যবেক্ষক মহলে এবং বড় জাল নৌকার ইলিশ জেলেদের। জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস চাঁদপুর ৭০ কিলোমিটার নদীর পদ্মা মেঘনার অভয়াশ্রম ঘোষণা করে সরকার। এ সময় অনেকটা বেকার জীবন কাটান চাঁদপুরের ছান্দি, গুলতি জাল- নৌকার জেলেরা। তারা সরকারের আইন মেনে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে দুই মাস নদীতে যায়নি। তাদের নৌকা জাল উপরে তুলে ফেলা হয়। আর ছোট নৌকাগুলো কারেন্ট জালসহ অন্য জাল ব্যবহার করে নদীতে নেমে জাটকা সহ সবধরনের নদীর মাছ ধরেছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। ৪৪ হাজার ৩৫ জন নিবন্ধিতসহ চাঁদপুর জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার জেলে রয়েছে। গত দুই মাস অযত্নে-অবহেলায় পড়ে থাকা নৌকার জরা দূর করছেন। পুরোনো নৌকা সংস্কার ও নতুন নৌকা তৈরি করে তাতে আলকাতরা মাখাচ্ছেন। নতুন আলকাতরা নৌকায় মাখানোর সময় এক ঝাঁজালো গন্ধ জেলে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক জেলে পুরোনো জাল বুনছেন (সংস্কার)। জালের পুরোনো ছেঁড়া অংশ ফেলে নতুন সুতায় শক্তপোক্ত করে তুলছেন জাল। জালের কিনারে মোটা সুতা, পোড়ামাটির কাঠি ও চাড়া জুড়ে দিচ্ছেন। চাঁদপুরের প্রকৃত ইলিশ জেলেরা জানান, ১ মে থেকে জেলেদের নাম আড়তদারের নতুন খাতায় উঠবে। ওই দিন ইলিশের ভরা মৌসুমের শুরু। অনেকে ওই দিন নতুন নৌকা, জাল নিয়ে নদীতে নামবেন, যাকে জেলেরা বলেন জাল সাভার। জাল সাভারে জেলেরা লাগাচ্ছেন নানা রকম রঙিন বাতি, সোলার। আড়তদারেরা জেলেদের রঙিন পতাকা দেবেন। এসব পতাকায় নিজ নিজ মার্কাজুড়ে দেবেন আড়তদারেরা। ছবিঘরে আর্ট হচ্ছে সেসব মার্কা। চাঁদপুর সদর উপজেলার বড় মাছঘাট এলাকা বহরিয়া, হরিনা, আখনের হাট গিয়ে দেখা যায়, মেঘনা নদী সংযোগ সেখানকার খাল গুলোর মুখে জেলেরা জাল মেরামত করছেন। অন্যদিকে তাঁদের নৌকায় আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। যাঁরা জাল মেরামত করছেন তাঁরা জানান, ১ মের আগে তাঁদের সবকিছু ঠিক করতে হবে। অভিযান না থাকায় এখন মাছ ধরতে যাবেন নদীতে। আল্লাহর উপর ভরসা, যদি কিছু মাছ পাওয়ার আশা। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে দুমাস অভয়াশ্রম এলাকায় সকল ধরনের মাছ ধরা থেকে আমরা জেলেদেরকে বিরত রেখেছি। নদীতে কোঠর নজরদারি ছিল। এ বছর জাটকা রক্ষায় শক্তভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং তা সফল হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। আর ইলিশ উৎপাদন বাড়লে জেলে যারা আছেন তারাই মূলত স্বাবলম্বী হতে পারবেন। চাঁদপুরের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. গোলাম মেহেদী হাসান বলেন, জাতীয় সম্পদ ইলিশ রক্ষায় সরকার দুমাসের যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্সের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

অভিযানকালে জেলেদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে জনপ্রতি ৪০ কেজি করে ৪ কিস্তিতে মোট ১৬০ কেজি চাল সঠিক সময়ে প্রদান করা হয়েছে। তবে ইলিশ সম্পদ রক্ষা প্রকল্প থেকে দ্রুতগামী ১০টি স্পিড বোট বরাদ্দ থাকায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, কোস্টগার্ড ও জেলা উপজেলা টাস্কফোর্সের অনবরত যৌথ অভিযানে এবার নেমেছে। তাই জেলেরা নদীতে নামার তেমন একটা সুযোগ পায়নি। ফলে নদীতে এবার ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা করছি। তাছাড়া অসাধু জেলেদের আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অবৈধ বালু পরিবহনে দুইজনের কারাদণ্ড, ৯ ড্রেজার মেশিন ধ্বংস

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে অবৈধ বালু পরিবহনের দায়ে দুইজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার ফুলহাড়ি গ্রামের আনসার আলীর ছেলে মনির হোসেন (২৫) ও ধানশাইল গ্রামের সোহরাব আলীর ছেলে লাল চাঁন (৩৫)। এর আগে ভোরে মহারশি নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ৯টি ড্রেজার মেশিন ও বিপুল পরিমাণ পাইপ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। জানা গেছে, উপজেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার পরেও কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী মহারশি নদীর শালচূড়া এলাকায় বালু উত্তোলন কাজ চালিয়ে আসছিল। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৯টি শ্যালো ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি মিনি ড্রেজার মেশিন ও বিপুল সংখ্যক পাইপ ধ্বংস করে প্রশাসন। তবে খবর পেয়ে বালু উত্তোলনে জড়িতরা সটকে পড়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। গত মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইগাতী বাজার এলাকায় বালু পরিবহনের সময় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলি গাড়ির দুইজন চালককে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ট্রলির চালক মনির হোসেনকে ২০ দিন এবং লাল চাঁনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রাণীনগরে গোয়াল ঘরের তালা কেটে দুটি গরু চুরি

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরে গোয়াল ঘরের তালা কেটে দুটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার গুয়াতা ঈদগাহ এলাকার সিদ্দিক তালুকদারের গোয়াল ঘর থেকে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গরুর মালিক সিদ্দিক তালুকদারের ছেলে সুমন তালুকদার জানান, প্রতিদিনের ন্যায় গত মঙ্গলবার সন্ধায় বাড়ী সংলগ্ন গোয়াল ঘরে চারটি গরু রেখে তালা দিয়ে ঘুমিয়ে পরি। সকালে ঘুম থেকে ওঠে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখি তালা কেটে চোরেরা চারটি গরুর মধ্যে দুটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে। গরু দুটির মূল্য প্রায় এক লক্ষ ৮০হাজার টাকা হবে বলে জানান তিনি।

শেরপুরে শিশু কবিরাজের ঝাড়ফুঁক নিতে হাজারো মানুষের ভিড়

শেরপুর প্রতিনিধি : চার বছরের এক শিশুর ঝাড়ফুঁক দেওয়া পানি ও তেল ব্যবহার করে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে অসুস্থ রোগীরা, এমন বিশ্বাসে শিশুটির বাড়িতে প্রতিদিন ভিড় করছেন হাজারো মানুষ। এ খবর এতোটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে, মানুষের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তার পরিবারের সদস্যরা। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার ভাটি লঙ্গরপাড়া এলাকায় এমন কাণ্ডে মানুষের ভিড় জমলেও সচেতন মহল বলছেন, এটা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। ঝাড়ফুঁক দেওয়া এই শিশুর নাম লাবীব। স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী মো. আব্দুল ওয়াহাবের এই ছেলে শিশুটির পরিচয় এখন 'শিশু কবিরাজ'। তার স্বজন ও অনেক রোগীর দাবি, আল্লাহর নামে ঝাড়ফুঁক দেওয়া তার তেল ব্যবহার করলে ও পানি পান করলে জটিল ও কঠিন রোগ থেকে মুক্তি মিলছে। প্রথমে তার পরিবারের সদস্যদের রোগ মুক্তি, পরে তার আত্মীয় স্বজনের রোগমুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়তেই জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন ভিড় করছেন মানুষ। এরপর থেকেই বিভিন্ন রোগীকে ঝাড়ফুঁক দিয়ে যাচ্ছেন শিশু কবিরাজ।

তার পরিবারের সদস্যদের দাবি, এটা আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা। জানা যায়, প্রতিদিন শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে এক এক করে পানি ও তেলের বোতল এগিয়ে শিশুটির মুখের কাছে ধরছেন। আবার কখনও শিশুটি তার বাবার কোলে বসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের বোতল ভর্তি পানি, তেলের শিশিতে ঝাড়ফুঁক দিচ্ছেন।

বাজারে মুড়ির চাহিদা থাকে সব সময়। বরিশাল থেকে ট্রাকে করে ফরিদপুরে মুড়ি এনেছেন এক ব্যবসায়ী। গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

বাবুগঞ্জে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক মোঃ ফারুক আহমেদ। ২০২৪/২৫ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিফ-১/২০২৪-২৫ মৌসুমে আউশ ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা কর্মসূচিতে ১ শত ৫০ জন কৃষককে রোপা আউশ ধানের বীজ ৫ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি করে দেওয়া হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রুমানা শারমিন রিপ্পুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর সভাপতি মাওলানা মোঃ রহমাতুল্লাহ, অতিরিক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মুজিবুর রহমান উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল করিম হাওলাদার, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ রিয়াজুল ইসলাম ওমর সহ শতাধিক প্রান্তিক কৃষকরা উপস্থিত ছিলে।

দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে টর্নেডো, ভিডিও ভাইরাল

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীর পানি আকাশে ওঠার বেশ কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলের দিকে উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের কোলদিয়াড় এলাকায় পদ্মা নদীতে এ ঘটনা ঘটেছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, হঠাৎ করে পদ্মা নদীর পানি আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল হাই সিদ্দিকী। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রায় ১০ মিনিট ধরে এ দৃশ্য দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন তারা। তারা বলেন, বিকেলের দিকে হঠাৎ পদ্মা নদীর পানি আকাশে উঠে যায়। এতে আমরা ভয় পায়।

মর্টার শেল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো গোটা গ্রাম অর্ধশত বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার আড়ালিয়া গ্রাম থেকে উদ্ধার করা মর্টার শেলটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এতে বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশেপাশের অর্ধশত বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। তীব্র শব্দে মারা গেছে তিনটি গরু। এঘটনায় স্থানীয় লোকজন চড়াও হয় পুলিশ এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর। জানা যায়, মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করতে বিকাল থেকে কাজ শুরু করে পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। মর্টার শেলটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়। তবে বিস্ফোরণের তীব্রতা এতোটাই বেশী ছিল যাতে গ্রামটির অর্ধশত ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণে সেলিম, হারেস, রশিদ, রফিজ, রেনু মিস্ত্রী, ফরিদ হোসেন, আব্দুল হান্নান, মানিক মিয়া, জলিল, মুক্তার হোসেন, আব্দুল গাফফার, সেলিম মিয়া, বারেকের বাড়িসহ গ্রামটির অর্ধশত বাড়ি ঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তীব্র শব্দ আশিক নামে এক চাষীর ৩টি গরু মারা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চা দোকানী আব্দুর রশিদ বলেন, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটা বেশি ছিল, প্রায় তিনশ মিটার দূরের আমার দোকানের প্রায় সব কিছু উড়ে যায়। শুধু আমার নয় আশপাশের অন্তত ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মসজিদ ও বিল্ডিং-এ ফাটল ধরেছে। তীব্র শব্দে মারা গেছে গোয়ালে থাকা গরু বাছুর। ঘটনাস্থলের চার কিলোমিটার দূরে বালুয়াকান্দি গ্রামের বাসিন্দা তানিয়া আক্তার বলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ঠিক ৭টা ৫৬ মিনিটে আমরা তীব্র ঝাকুনি অনুভব করি। প্রথমে বিষয়টিকে আমরা ভূমিকম্প ভাবলেও পরে জানতে পারি আড়ালিয়া গ্রামের উদ্ধার হওয়া মর্টার শেলটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পর স্থানীয়দের জনরোষে পড়ে পুলিশ ও গণমাধ্যমকর্মীরা। গণমাধ্যমকর্মীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে স্থানীয় কয়েকজন। বিষয়টি সম্পর্কে দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার গজারিয়া উপজেলা প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন জুয়েল বলেন, মর্টার শেলটির বিস্ফোরণ ঘটানোর পরে আশেপাশের বাড়িঘর কেঁপে ওঠে।

দিঘলিয়ার সেনহাটিতে গ্যারেজ থেকে ভ্যান চুরি ঘটনায় চোর আটক ভ্যান উদ্ধার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের সেনহাটি পুলিশ ক্যাম্পের সামনের নয়ন মন্ডলের ভ্যান গ্যারেজ থেকে চুরি হওয়া ভ্যান উদ্ধার হয়েছে। এ সময় মাদক ও চোর সিন্ডিকেটের এক সদস্য সুমন (৩৯) গ্রেফতার হয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার আনুমানিক রাত ২টার সময় সেনহাটি পুলিশ ক্যাম্পের সামনের নয়ন মন্ডলের ভ্যান গ্যারেজ। উক্ত গ্যারেজ থেকে গত রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে চুরি হয় ভ্যান চালক মোঃ বিপ্লব মীরের ভ্যান। ভ্যান চালক ও ভ্যান গ্যারেজ মালিক এবং এলাকাবাসী এলাকার সবখানে চুরি হওয়া ভ্যান খোঁজাখুঁজি করে কিন্তু ভ্যানের কোনো সন্ধান না পেয়ে গত সোমবার রাত ৯ টায় থানায় অভিযোগ করে। পরের দিন গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশ ক্যাম্পের পাশে মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে এবং সেখানে দুজনকে ভ্যান নিয়ে যেতে দেখা যায়। এলাকাবাসী সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সন্দেহ বসত চন্দনীমহল উত্তর পাড়ার বাসিন্দা সুমন শেখ (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে ধরে এনে নিজেদের আয়ত্বে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ভ্যান চুরির বিষয়ে স্বীকার স্বীকার করে। সুমন শেখ উত্তর চন্দনীমহল (বোগদিয়া) নিবাসী মোঃ শহিদ শেখের পুত্র। এদিকে চোর ও মাদক সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে সুমন শেখকে লোকজন ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে ওকে উদ্ধার করার কথা জানালে দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ এইচ এম শাহীন এর নির্দেশনায় ওসি তদন্ত হেলালুজ্জামান ও এস আই তারেকসহ সঙ্গীয় ফোর্স এসে সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে ভ্যান দিয়ে দিবে বলে জানায়। পুলিশ সুমন শেখকে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিঘলিয়া থানায় নিয়ে যায়। এলাকাবাসী এ সময় পুলিশের কাছে চোর মাদক সিন্ডিকেটের সকল সদস্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিতের এবং এলাকায় যেন দ্বিতীয়বার কেউ কোনো কিছু চুরি করার সাহস না পায় এ অবস্থা সৃষ্টির দাবী জানায়। পুলিশ এলাকাবাসীকে চোরের সাথে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার বিষয়ে আস্বস্ত করে। এদিকে ভ্যান মালিক বিপ্লব ভ্যানের সন্ধান পেয়ে লোকজন সাথে নিয়ে সেনহাটির উত্তরচন্দনীমহল (বোগদিয়া) রাঙ্গার কোয়ার্টার এলাকা থেকে ভ্যান উদ্ধার করে দিঘলিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ভ্যানে করে ঘুরে ঘুরে পাটকাঠি বিক্রি করছেন এই বিক্রেতা। আফুরিয়া, পাবনা।

ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেলো পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন ওসমানে ডেম্বেলে। গত মঙ্গলবার আর্সেনালের ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই পোস্টে লেগে বল জালে পাঠান ডেম্বেলে। শুরুতে পুরোপুরি দাপট দেখানো পিএসজি গোলটি ধরে রাখে ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেই ফ্রান্সে ফিরছে লুইস এনরিকের দল। ২০০৯ সালের পর প্রথমবারের মতো সেমিফাইনাল খেলা আর্সেনাল শুরুর ধাক্কা সামলে ম্যাচের শেষ দিকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ার্ধে মিকেল মেরিনোর একটি গোল ভিএআরে বাতিল হয় এবং পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডনারুম্মা অসাধারণ কিছু সেভ দেন। শেষের দিকে কিছু বড় সুযোগ পেলেও পিএসজির ব্র্যাডলি বারকোলা এবং গনকালো রামোস গোল করতে ব্যর্থ হন। তারা সফল হলে পিএসজিকে আরও বড় ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারতো। আগামী বুধবার প্যারিসে যদি পিএসজি লিড ধরে রাখতে পারে, তাহলে ফাইনালে ইন্টার মিলান অথবা বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে তারা। ফলাফল আর্সেনালের জন্য বড় ধাক্কা হলেও সব কিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি বলে মনে করেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। তিনি বলেন, '২৫ মিনিট থেকে আমরা দেখিয়েছি যে আমরা যেকোনো দলের বিপক্ষে জিততে পারি। এই মৌসুমে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা প্রতিপক্ষের মাঠে জিততে পারি, তাই আমরা আগামী সপ্তাহে প্যারিসে গিয়ে জয়ের জন্যই খেলবো।' গত অক্টোবরে গ্রুপ পর্বে আর্সেনাল ঘরের মাঠে পিএসজিকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল, কিন্তু লুইস এনরিকের ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী দল। সেই হারের পর থেকে পিএসজি ইংলিশ লিগের ক্লাবগুলোর জন্য কঠিন প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। গ্রুপ পর্বে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়েছে, শেষ ষোলোতে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে বিদায় করেছে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জয় পেয়েছে। স্বাগতিক ভক্তদের তুমুল সমর্থনের মধ্যেও পিএসজি প্রথম ২৫ মিনিট একেবারে আর্সেনালকে খেলতেই দেয়নি। তাদের গতি ও মুভমেন্টে কুলিয়ে উঠতে পারেনি মিকেল আরতেতার দল। ম্যাচ শুরুর পূর্বের আতশবাজির ধোঁয়া পুরোপুরি না কাটতেই গোল পায় পিএসজি। খভিচা কভারাৎসখেলিয়া বল নিয়ে বাঁ দিক থেকে ডি বক্সে ঢুকে ডেম্বেলেকে পাস দেন, সেখান থেকে বলটি পোস্টে লেগে জালে পাঠান ফরাসি তারকা। শুরুর দিকে গোল হজম করে ব্যাপক চাপে পড়ে আর্সেনাল। লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড আক্রমণে ছুটে যাওয়া পিএসজির আশরাফ হাকিমিকে টেনে ধরে হলুদ কার্ড দেখেন এবং মারকুইনহোস হাকিমির ক্রস থেকে সরাসরি আর্সেনাল গোলরক্ষক রায়ার হাতে বল মারেন। প্রথমার্ধে আর্সেনালের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন কভারাৎসখেলিয়া। জুরিয়েন টিম্বারের এক সন্দেহজনক চ্যালেঞ্জে পড়ে গেলে তিনি পেনাল্টির দাবি জানান। এরপর গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি বুকায়ো সাকার ক্রসে গোলের খুব কাছাকাছি গিয়েও বল স্পর্শ করতে পারেননি এবং বিরতির আগমুহূর্তে ডুনারুম্মার দুর্দান্ত সেভে গোলবঞ্চিত হয় আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মনে হচ্ছিল আর্সেনাল সমতায় ফিরেছে।

মিরাজের অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে টাইগারদের ইনিংস ব্যবধানে জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : সিলেটে প্রথম টেস্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জিম্বাবুয়ের কাছে ৩ উইকেটে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। যে হার নিয়ে হয়েছে প্রবল সমালোচনা। তবে দ্বিতীয় টেস্টেই স্বরূপে ফিরেছে টাইগাররা। জিম্বাবুয়ের কাছে সাড়ে ছয় বছর পর টেস্ট হারের প্রতিশোধ তারা নিয়েছে এবার ইনিংস ব্যবধানে জিতে। চট্টগ্রাম টেস্টে সফরকারী দলকে তিনদিনেই এক ইনিংস এবং ১০৬ রানে হারিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। এতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ টাইগাররা শেষ করেছে ১-১ সমতায়। ঘরের মাঠে টানা ছয় টেস্ট হারের পর জিতলো বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের ২২৭ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ৪৪৪ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করায় বাংলাদেশ। ফলে লিড পায় ২১৭ রানের। দ্বিতীয় ইনিংসে মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলামদের তোপে ৪৬.২ ওভারে ১১১ রানেই গুটিয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে। দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামা জিম্বাবুয়ে শিবিরে শুরুতেই আঘাত হানেন তাইজুল ইসলাম। জিম্বাবুয়ের ইনিংসের সপ্তম ওভারের প্রথম বলেই ওপেনার ব্রায়ান বেনেটকে সেকেন্ড স্লিপে সাদমান ইসলামের ক্যাচ বানান বাঁহাতি স্পিনার। ওই ওভারের তৃতীয় বলে নতুন ব্যাটার নিকোলাস ওয়েলচকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। এতে দলীয় ৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে। এরপর শন উইলিয়ামস (৭) দ্বিতীয় স্লিপে সাদমানের হাতে ধরা পড়েন নাঈম হাসানের বলে। চতুর্থ উইকেটে ১১১ বলে ৪৭ রানের প্রতিরোধগড়া জুটি গড়েন ক্রেইগ আরভিন আর বেন কারেন। অবশেষে এক ওভারে জোড়া শিকার করে জিম্বাবুয়েকে আবারও বিপদে ফেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ৩০তম ওভারের প্রথম বলে মিরাজ বোল্ড করেন ক্রেইগ আরভিনকে (২৫), শেষ বলে এলবিডব্লিউ হন ওয়েসলে মাদভেরে (০)। নিজের পরের ওভারে আরও এক শিকার মিরাজের। এবার তার ঘূর্ণিতে শর্ট লেগে এনামুল বিজয়ের ক্যাচ তাফাজওয়া টিসিগা (০)। ৭৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে জিম্বাবুয়ে। মিরাজ এখানেই থেমে থাকেননি। ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে ১০ রানে এবং জিম্বাবুয়ের শেষ ভরসা বেন কারেনকে দুর্দান্ত টার্নে উইকেটরক্ষক জাকের আলীর ক্যাচ বানান এই অফস্পিনার। লড়াকু কারেন ১০৩ বলে করেন ৪৬ রান।

ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন রুডিগার

স্পোর্টস ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। মাঠ ও মাঠের বাইরে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন লস ব্ল্যাঙ্কসরা। তারা চ্যাম্পিয়নস লিগেরে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের বিপক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে বাদ পড়ে। এরপর গত শনিবার কোপা দেল রে'র ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হেরে বসে। এই ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে রেফারির দিকে তেড়ে যেতে চান রিয়ালের ডিফেন্ডার অ্যান্তোনিও রুডিগার। বেঞ্চের বাকিরা মিলে তাঁকে থামায়। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইফ) এমন আচরণের জন্য জার্মান ডিফেন্ডারকে ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে। আরএফইফের আচরণবিধির ১০১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রেফারিকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করার সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ১২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার খড়্গও আসতে পারত রুডিগারের উপর। একই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখানো লুকাস ভাসকেসকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে রিয়ালের ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড ব্যালিংহ্যামের লাল কার্ড প্রত্যাহার করে নিয়েছে আরএফইফ। রেফারি রিকার্দো দে বুরহোসের তার রিপোর্টে লিখেন, "বদলি খেলোয়াড় রুডিগার ১২০তম মিনিটে টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে একটি বস্তু ছুড়ে মারার কারণে লাল কার্ড দেখেন। তাকে শান্ত করতে দলের কোচিং স্টাফের অনেক সদস্যকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, কারণ তিনি আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়েছিলেন।"

ব্রাজিল যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে আনচেলত্তির

স্পোর্টস ডেস্ক : কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের চুক্তি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। কিন্তু চলতি মৌসুমে রিয়ালের বাজে পারফরম্যান্সে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আনচেলত্তি, নিজস্ব সূত্রের বরাতে এমন খবর জানিয়েছিল ফুটবল-বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন। আরও জানিয়েছে, আনচেলত্তির পরবর্তী গন্তব্য হতে যাচ্ছে ব্রাজিল। নতুন চুক্তির বিষয়ে মৌখিক আলোচনাও করেছেন ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড। ইএসপিএনের নতুন খবর, বিদায়ের আগে আর্থিক লেনদেন নিয়ে আনচেলত্তির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেছে রিয়ালের। গত মঙ্গলবার সূত্র জানিয়েছে, রিয়াল চায় আনচেলত্তি যেন লা লিগার বাকি অংশে এবং এই গ্রীষ্মের ক্লাব বিশ্বকাপে দলকে কোচিং করান। কিন্তু প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আনচেলত্তি ক্লাব বিশ্বকাপের আগেই মাদ্রিদ ছাড়তে ছাচ্ছেন। সূত্র মতে, আগামী জুনে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিলের ম্যাচ রয়েছে। তার আগেই ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের (সিবিএফ) সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে চান তিনি। এদিকে রিয়ালও পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ক্লাবের কর্তারা আনচেলত্তির চুক্তির বাকি অর্থ পরিশোধ করতে রাজি নয় বলে জানান। এসপিএনকে সূত্র জানিয়েছে, রিয়ালের সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হিসেবে আনচেলত্তির সম্ভাব্য নিয়োগ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা বর্তমানে মাদ্রিদে রয়েছেন এবং সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। তবে আনচেলত্তিকে মৌখিক চুক্তি পূরণে চাপ দিতে চায় না ব্রাজিল। রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে অন্যতম সফল কোচ আনচেলত্তি। দুই দফায় তিনি তিনটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও দুটি লা লিগা শিরোপা জিতেছেন। কিন্তু চলতি মৌসুমটি ক্লাবের জন্য হতাশাজনক। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের কাছে এবং গত শনিবার কোপা দেল রে ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে হেরেছে রিয়াল। লা লিগায় পাঁচ ম্যাচ বাকি থাকতে বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্ট পিছিয়ে লস ব্লাঙ্কসরা। এদিকে ব্রাজিল গেল মার্চ থেকে কোচহীন। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার কাছে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হওয়ার পর দরিভাল জুনিয়রকে বরখাস্ত করেছিল ফেডারেশন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল বর্তমানে বাছাইপর্বের পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে আছে। ৪ জুন ইকুয়েডর এবং ৯ জুন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলবে সেলেসাওরা। যদি ওই সময়ের মধ্যে আনচেলত্তি মাদ্রিদ ছাড়েন, তাহলে রিয়ালকে ক্লাব বিশ্বকাপের আগে নতুন কোচ বা অন্তর্বর্তী কোচ নিয়োগ দিতে হবে। সূত্র আরও জানিয়েছে, আনচেলত্তির সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে আল হিলাল কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে আবারো আলোচনা শুরু করবে ব্রাজিল।

সাকিবকে পেছনে ফেললেন মিরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের দ্রুততম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ব্যাট হাতে দুই হাজার রান ও বল হাতে দুইশত উইকেট শিকারের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এই রেকর্ড গড়ার পথে সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেলেছেন মিরাজ; বিশ্ব ক্রিকেটে মিরাজের উপরে আছেন চার জন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। তাইজুল ইসলামের ফাইফারের পর ওপেনার সাদমান ইসলামের সেঞ্চুরিতে মজবুত ভিত গড়ে টাইগাররা। সপ্তম ব্যাটার হিসেবে মিরাজ যখন ক্রিজে নামেন ততক্ষণে বাংলাদেশ লিড নিয়ে ফেলেছে। লিডকে আরো বড় করে ব্যাটার হিসেবে মিরাজ আউট হওয়ার আগে হাঁকান সেঞ্চুরি ও নাম লেখান বিশ্বরেকর্ড। ২৬৭ রানে দলের পাঁচ উইকেট পড়ার পর ব্যাট করতে নামেন মিরাজ। সঙ্গী হিসেবে বেশিক্ষণ পাননি মুশফিকুর রহিম ও নাঈম হাসানকে। তারা দ্রুত বিদায় নিলেও তাইজুল সঙ্গ দেন মিরাজকে। তারপর মিরাজকে সঙ্গ দেন অভিষিক্ত পেসার তানজিম হাসান সাকিব। নবম উইকেটে তানজিম সাকিবকে নিয়ে মিরাজ গড়েন ৯৬ রানের বড় জুটি। তানজিম সাকিব আউট হয়ে যাওয়ার পর ক্রিজে নামেন হাসান মাহমুদ। শেষ ব্যাটার হাসান মাহমুদ যখন ক্রিজে, তখন যেন সবার বুক ধুকধুক করছিল যে মিরাজের সেঞ্চুরি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ অলআউট হয়ে যায় কিনা! তবে দারুণভাবে সামাল দেন হাসান আর মিরাজও তুলে নেন সেঞ্চুরি। এই ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার আগে মিরাজের নামের পাশে টেস্ট ক্রিকেটে সংগ্রহ ছিল ১৯৬৪ রান ও বল হাতে ঠিক ২০০ উইকেট। অর্থাৎ এই ম্যাচে ৩৬ রান করার মাধ্যমেই দুই হাজার রান ও ২০০ উইকেটের ডাবলে নাম লেখান মিরাজ। এই ক্লাবে প্রবেশ করতে মিরাজ খেলেছেন ৫৩টি ম্যাচ। বাংলাদেশের পক্ষে এর আগে রেকর্ডটি ছিল কেবল সাকিব আল হাসানের।

ইসলাম

দুই ব্যক্তি এক নামে কোরবানি করলে শরিয়তের বিধান কী?

ধর্ম ডেস্ক : ছয় ধরনের গবাদিপশু দিয়ে কোরবানি করা যায়। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। খাওয়া হালাল এমন যে কোনো পশু দিয়ে কোরবানি করা যায় না। যেমন হরিণ খাওয়া হালাল হলেও হরিণ দিয়ে কোরবানি করা যায় না। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এ তিন পশু একজনের পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায়। উট, গরু ও মহিষ এ তিন পশু কোরবানিতে সর্বোচ্চ সাতজন শরিক হতে পারে। অর্থাৎ একজন, দুজন, তিনজন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি পশু কোরবানি যথেষ্ট হতে পারে। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে হজের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। তিনি উট ও গরু কোরবানির জন্য সাতজন করে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিলেন। (সহিহ মুসলিম: ১৩১৮, ৩০৪৯) একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দুই বা তিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় না। উট, গরু ও মহিষ আট, নয় বা দশ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় না। কোরবানির একটি নাম বা একটি ভাগে একাধিক ব্যক্তিও শরিক হতে পারে না। এক নামে একাধিক ব্যক্তি শরিক হলে ওই কোরবানি শুদ্ধ হয় না। তাই দুই ব্যক্তি মিলে একটি কোরবানি দিতে চাইলে যে কোনো একজনকে পুরো টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে এবং শুধু তার পক্ষ থেকেই কোরবানি দিতে হবে। যেমন এক পরিবারে যদি দুই ভাই মিলে একটি কোরবানি করতে চায়, তাহলে তারা তাদের বাবা বা মায়ের পক্ষ থেকে কোরবানি করতে পারে অথবা তাদের

একজনের পক্ষ থেকে কোরবানি করতে পারে। দুইজনের পক্ষ থেকে এক নামের কোরবানি করলে তাদের কোরবানি যেমন শুদ্ধ হবে না, ওই গরুর অন্য অংশিদারদের কোরবানিও শুদ্ধ হবে না। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। **একটি গরু বা মহিষ কোরবানিতে সাত ব্যক্তির শরিক হওয়া জরুরি?** একটি গরু কোরবানিতে সাত শরিক থাকা বা সাতটি নাম থাকা জরুরি নয়। এক গরু এক নামেও কোরবানি করা যায়। দুই, তিন, চার বা পাঁচ নামেও কোরবানি করা যায়। এ রকম ক্ষেত্রে যে কয়জন শরিক থাকবে, সবাই ওই পশু কেনায় সমান অর্থ দেবে এবং মাংসও সমানভাবে ভাগ করে নেবে। অনেকে মনে করেন, একটি গরু কোরবানিতে সাতজন শরিক থাকা বা সাতটি নাম থাকা জরুরি। এ ধারণা সঠিক নয়। সর্বোচ্চ সাতজন পর্যন্ত শরিক থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে, সাত নাম বা সাত শরিক রাখা আবশ্যক করা হয়নি।

বিয়েতে বোবা ব্যক্তির কবুলের পদ্ধতি কী?

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামে নারী ও পুরুষের পরস্পরের বৈধ সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম বিয়ে। এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়। এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। মহান আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকদের বিয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়, কেননা তা চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস: ৫০৬৬; মুসলিম, হাদিস: ১৪০০) ইসলামি শরিয়তে বিয়ের পদ্ধতি হলো, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এক পক্ষ ইজাব করেন (প্রস্তাব দেন), আরেক পক্ষ গ্রহণ করেন (কবুল করেন)- এভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিয়ে হওয়ার শর্ত- এক. পাত্র-পাত্রীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান হতে হবে। দুই. পাত্রপাত্রী নিজ সম্মতিতে 'ইজাব-কবুল' বলবে এবং উভয়ে পরস্পর নিজ নিজ কানে শুনতে হবে। অভিভাবক কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে অভিভাবকরা ছেলের প্রস্তাব মেয়েকে বলবে, মেয়ের 'কবুল' বলার শব্দ প্রতিনিধিদের নিজ কানে শুনতে হবে। তিন. বিয়ের 'ইজাব-কবুল' শোনার জন্য দুজন প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক নারী বিয়ের মজলিসে নিজ কানে শুনতে হবে। **এখন জানার বিষয় হচ্ছে, বোবা ব্যক্তি বিয়েতে কবুল বলবেন কীভাবে?** এর উত্তরে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যারা বাকশক্তি সম্পন্ন তারা স্বাভাবিক নিয়মেই সবার সামনে উচ্চারণ করে কবুল বলেন।

নবিজি (সা.) কেমন টুপি ব্যবহার করতেন?

ধর্ম ডেস্ক : টুপি শব্দের বাংলা অর্থ হলো মস্তকাবরণ বিশেষ, শিরস্ত্রাণ। এটি মূলত সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। টুপির বহুল পরিচিত আরবি শব্দ হলো 'কালানসুওয়া'। এটি 'কালসুন' থেকে উদ্গত, এর বহুবচন হলো 'কালানিস'। 'কালানসুওয়া' অর্থ শিরোভূষণ। ফেকাহবিদ আলেমরা বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে সবসময় টুপি পরা মুস্তাহাব এবং নামাজে পরা সুন্নত। আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় টুপি পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও টুপি পরিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে এসেছে, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় কানটুপি পরতেন, আর আবাসে পরতেন শামী টুপি।' -(আখলাকুন নবি, হাদিস: ৩১৪) সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ বলেন- আমি প্রথম সারির মুহাজিরগণকে দেখেছি তাঁরা সুতির পাগড়ি পরিধান করতেন। কালো, সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রংয়ের। তারা পাগড়ির কাপড় মাথায় রেখে তার উপর টুপি রাখতেন। অতপর তার উপর পাগড়ি ঘুরিয়ে পরতেন। -(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১২/৫৪৫) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সা. কোনো সময় সাদা টুপি পরতেন। (আখলাকুন্নাবী, ৩০৩) হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল সা.-কে শামে (সিরিয়ায়) তৈরি সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (আখলাকুন্নাবী, ৩০৪) হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে- সফরে নবীজি সা. এমন টুপি পরিধান করতেন যা দ্বারা কান ঢাকা যায় এবং বাড়িতে অবস্থানকালে শামে তৈরি (সাধারণ) টুপি পরিধান করতেন।

(আখলাকুন্নাবী, ৩০৫) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সা.-এর তিন প্রকার টুপি ছিল। ১. সাদা তুলার আস্তরণ বিশিষ্ট টুপি, ডোরাদার ইয়ামানী চাদরের মাধ্যমে নির্মিত টুপি এবং কান ঢাকা যায় এমন টুপি, যা তিনি সফরের সময় পরতেন এবং কখনো কখনো নামাজ পড়ার সময় সেটিকে সামনে রেখে দিতেন। (আখলাকুন্নাবী, ৩০৬) এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, রাসূল সা. তিন রকম টুপি ব্যবহার করেছেন। বর্তমানেও মক্কায় তুলার অস্তরণ বিশিষ্ট টুপির প্রচলন আছে এবং সেখানকার মানুষ সাধারণত এই টুপি ব্যবহার করেন।

পবিত্র কোরআনে পঙ্গপাল নিয়ে কিয়ামতের ইঙ্গিত

ধর্ম ডেস্ক : সম্প্রতি মসজিদুল হারামসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা দেখা যায়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে মরু পঙ্গপালের দল উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় ধরে অসংখ্য পঙ্গপাল আকাশে উড়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে অনেক দেশে। অনেকের মনে প্রথমেই যে চিন্তাটি আসে তা হলো–এটি হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো 'শাস্তি' অথবা 'কিয়ামতের নিদর্শন' হতে পারে। ইতিহাসের পাতায় এমন ঘটনা বিরল, এই যুগের মানুষের জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। অনেকেই, যারা পঙ্গপাল সম্পর্কে পূর্ব থেকে ধারণা রাখেন, মনে করেন–পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই পঙ্গপালের মাধ্যমে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা পঙ্গপাল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এই উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। পঙ্গপালরা যখন মাটির নিচ থেকে জন্ম নিয়ে ওঠে, তারা বিশাল দলবদ্ধভাবে একত্র হয়। প্রত্যেকটি

দল ১২০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। পরে তারা সবাই এক অভিন্ন দিক নির্ধারণ করে সেইদিকে উড়ে চলে যায়। তাদের এই বিশাল বহর আকাশের পুরো অংশ ঢেকে ফেলতে সক্ষম। এটি কিয়ামতের দিনের একটি চিত্রের অনুরূপ–যেদিন অসংখ্য মৃত মানুষ কবর থেকে উঠে এক দিকের দিকে দৌড়াতে থাকবে যেন একটি দলবদ্ধ পশুর পাল। সুতরাং, বলা যায় যে এটি কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর একটি মুহূর্ত হতে পারে। মুমিনদের জন্য এটি হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা–কিয়ামতের আগেই যেন তারা নিজেদের আমল পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে।

শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচার আমল

ধর্ম ডেস্ক : জীবনে যত উন্নতি করবেন, শত্রু তত বাড়বে। শত্রু সব মানুষেরই আছে। বলা হয় ভালো মানুষের শত্রু আরও বেশি হয়। বন্ধুর বেশে কেউ শত্রুতা করে। আবার কেউ প্রকাশ্যে শত্রুতা করে। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচতে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবি হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) বলেন, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গোত্র বা লোকদের ব্যাপারে ভয় পেলে, এ দোয়াটি পড়তেন- (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউজুবিকা মিং শুরুরিহিম।) অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুর মোকাবেলায় পেশ করছি, তুমিই তাদের দমন কর। আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

বদলি হজের শর্ত ও করণীয় কারণসমূহ

ধর্ম ডেস্ক : কোনো ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মক্কায় গিয়ে হজ করে দেশে ফিরে আসা পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ওপর জীবনে একবার হলেও হজ করা ফরজ। হজের সওয়াব ও ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করে এবং অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর মকবুল হজের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই নয়। (বুখারি, হাদিস : ২০৬) কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর সক্ষমতা থাকার পরও যদি সেই ব্যক্তি হজ আদায়ে বিলম্ব করে এবং পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য বদলি হজ করানোর নিয়ম রয়েছে। অসুস্থতাসহ আরও যেসব কারণ পাওয়া গেলে নিজের পরিবর্তে অন্যকে দিয়ে বদলি হজ আদায় করানো যাবে, এখানে তা তুলে ধরা হলো– ১. ফরজ হওয়ার পর আদায়ের সুযোগ পাওয়ার আগেই মৃত্যু এসে গেলে। এ

ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি থেকে হজের ফরজ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তার জন্য মৃত্যুর সময় হজের অসিয়ত করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ২. কেউ জোরপূর্বক আটকে রাখলে বা হজের সফরে যেতে না দিলে। ৩. এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, যা থেকে সুস্থতা লাভের আশা নেই। যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে, অন্ধ বা খোড়া হয়ে গেলে কিংবা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এতো বেশি হলে যে, নিজে বাহনের উপর আরোহন করতে পারে না। ৪. রাস্তা অনিরাপদ হলে। অর্থাৎ সফর করতে গেলে যদি জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। ৫. নারী তার হজের সফরে স্বামী বা উপযুক্ত মাহরাম পুরুষ সঙ্গী না পেলে। এসব কারণে ওই ব্যক্তিকে মাজুর বা অক্ষম গণ্য করা হবে এবং সে নিজের পক্ষ থেকে বদলী হজ করাতে পারবে। (মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, ৪৩৫; গুনইয়াতুন নাসিক,৩২১)